NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ বুধে জনতার দরবার, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে চাকরির আশ্বাস

‘দেশের মধ্যেও চিকিৎসা করা যায়’, অভিষেককে আদালতের স্পষ্ট বার্তা ৩

কলকাতা ২৫ জুন ২০২৬ ১১ আষাঢ় ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ৩৭২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 25.06.2026, Vol.19, Issue No. 372, 8 Pages, Price 3.00

বিশ্বকাপ

আজকের খেলা

দঃ আফ্রিকা বনাম দঃ কোরিয়া
(ভারতীয় সময় সকাল ৬:৩০)

মেক্সিকো বনাম চেক প্রজাতন্ত্র
(ভারতীয় সময় সকাল ৬:৩০)

গতকালের ফলাফল

পানামা-০	ক্রোয়েশিয়া - ১
কলম্বিয়া -১	কঙ্গো- ০

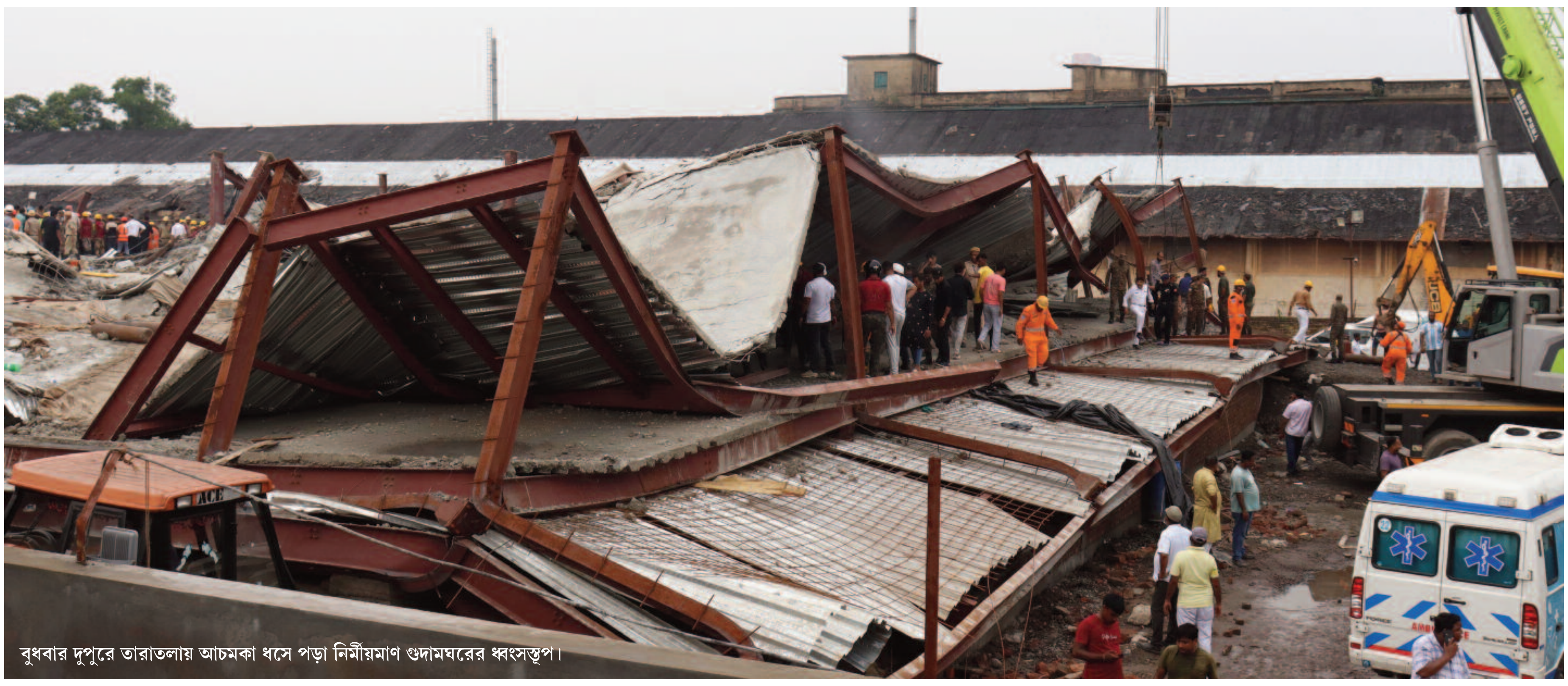
বুধবার দুপুরে তারাতলায় আচমকা ধসে পড়া নির্মীয়মাণ গুদামঘরের ধ্বংসস্তূপ।

‘ভূমিকম্পের মতো ঝাঁকুনি, তার পরেই...’

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুপুর ১২টার পর হঠাৎ করেই প্রবল শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা ট্রান্সপোর্ট ডিপো রোড। কলকাতা বন্দর এলাকার এই ট্রান্সপোর্ট ডিপো রোডের দু’দিকে সার সার গুদাম। কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের জমিতে লিজ নিয়ে তৈরি বিভিন্ন জিনিসের গুদাম।

ট্রান্সপোর্ট ডিপো রোডেই একটি গুদামে কাজ করেন উজ্জ্বল। তিনি বলেন, ‘ভূমিকম্পের মতো প্রবল একটা ঝাঁকুনি হল। তার পরেই বিস্ফোরণের মতো বিকট শব্দ।’ তিনি জানান, তখন তাঁদের গুদামে শ্রমিকরা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে দৌড়োন দু’নম্বর প্লটের দিকে। যার সরকারি ভাবে ঠিকানা বি/২ ট্রান্সপোর্ট ডিপো রোড। ঘটনাস্থলে পৌঁছে হতবাক হয়ে যান উজ্জ্বলরা। গোটা গুদামটাই ভেঙে পড়েছে।

অন্তত ৪০ জন ছাদের তলায় চাপা পড়েছেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। তিনি জানান, তখন তাঁরাই শুরু করেন উদ্ধারকাজ। কিন্তু বড় বড় লোহার বিম আর কংক্রিট সরিয়ে কাউকে বার করতে পারেননি তাঁরা। উজ্জ্বল বলেন, ‘আমরা পরিস্থিতি দেখে বুঝলাম, কাউকে উদ্ধার করতে পারব না। আমরা পুলিশ ও দমকলকে খবর দিলাম। আর যাঁদের দেখতে পাচ্ছিলাম তলায় আটকে রয়েছেন, তাঁদের জলের বোতল দিলাম।’

তাসের ঘর

নিম্নমানের সামগ্রী আর কাটমানিতেই বিপর্যয়?

দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনে সপার্ষদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ছবি: অদিতি সাহা

নিজস্ব প্রতিবেদন: তারাতলায় নির্মীয়মাণ গুদামঘর ধসে বিপর্যয়। মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত তিন জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। লোহার বিম, টিন ভেঙে পড়ে আহত হয়েছেন একাধিক। আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কারও হাত, কারও মাথা থেঁতলে গিয়েছে, অনেকেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৪০-৪৫ জন ভিতরে আটকে থাকার খবর মিলেছে। গ্যাস কাটার এনে লোহার বিম কেটে উদ্ধারকার্য জারি দমকলের। দমকল কর্মীদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, অনেকেই আটকে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবারে দুর্ঘটনায় মৃতদের মধ্যে রয়েছেন রোহিত চৌধুরী ও কৃষ্ণ চৌধুরী। অপর এক মৃতের পরিচয় এখনও জানা সম্ভব হয়নি। আহতদের মধ্যে রয়েছেন দুর্বাশা মল্লন, মণিচাঁদ কুমার, সাহিদ কুমার, রাজেশ রুইদাস, বিশ্ব প্রকাশ, বোদান মুন্ডা, রাজেন্দ্র রাও, এম প্রসাদ চৌধুরি প্রমুখ। তাঁদের এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

ব্রেস ব্রিজের কাছে ওই এলাকাটি মূলত ৮০ নম্বর ওয়ার্ড আনোয়ার খানের এলাকায় পড়ে। জমিটি পোর্ট ট্রাস্টের। বন্দর কর্তৃপক্ষের থেকে জমি লিজ নিয়েছিল আলিপুরদুয়ারের ব্যবসায়ী। চায়ের গোডাউন বানানোর কাজ চলছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, মঙ্গলবার সকালেও অনান্য দিনের মতো কাজ চলছিল। ঘটনার আধ ঘণ্টা আগেই লোহার বিম নড়ে যায়, কয়েকটা জায়গায় ভেঙে পড়ে। সেসময়ে সেটা কোনও ভাবে ঠিক করে শেডের নীচে ভিতরে ঢুকে আবার গোটা বিষয়টি দাঁড় করানোর চেষ্টা করছিলেন কর্মীরা। তখনই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে গোটা টিনের শেড। আপাতত ক্রেন এনে লোহার বিম কেটে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। লোহার বিমের নীচে পিষ্ট হয়ে গিয়েছে একাধিক শরীর। পা-হাত-মাথা থেঁতলে গিয়েছে। যে দৃশ্য ধরা পড়ে, তা রীতিমতো বিচলিত করার মতো। পা কেটে লোহার বিমে ঝুলছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন রাকেশ সিং। তিনি বলেন, ‘পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান থেকে লিজ নিয়েছিলেন শম্ভু বেহরা বলে একজন। কী বানানো হচ্ছিল, কী সিকিউরিটি ছিল, সেটা জানি না। তবে ৫০-৬০ জন শ্রমিক এর মধ্যে রয়েছেন।’ স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, বেআইনি নির্মাণ, নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার এবং কাটমানির সংস্কৃতির জেরেই এই বিপর্যয় ঘটেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের এই অভিযোগকে হাতিয়ার করে তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ শানালেন রাজ্য সরকারের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ।

তার নীচে আটকে দেহ।

৩১ জুলাই পর্যন্ত বন্ধ সমস্ত নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার নির্মীয়মাণ বহুতল ধসের ঘটনায় দায় নির্ধারণে কড়া অবস্থান নিল রাজ্য সরকার। ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর নবান্নে সাংবাদিকদের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, সিভিল ডিফেন্স, কলকাতা পুলিশ, দমকল, সেনাবাহিনী ও এনডিআরএফের যৌথ তৎপরতায় বড় বিপর্যয় এড়ানো গিয়েছে। তাঁর দাবি, ধ্বংসস্তূপে এখনও কয়েকজন আটকে থাকতে পারেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগও স্থাপন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এ পর্যন্ত ২১ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১৮ জন জীবিত। আহতদের চিকিৎসা চলছে এসএসকেএম হাসপাতালে। স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ও দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা সেখানে নজরদারি করছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সিওএমওই-এর অধীনে ২০টি অ্যাম্বুল্যান্স এবং কলকাতা পুলিশের গ্রিন চ্যানেলের মাধ্যমে আহতদের দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানান।

ঘটনার গুরুত্ব তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিকেল সাড়ে ৩টে নাগাদ মুখ্যসচিবের সঙ্গে আলোচনার পরই সেনা ডাকা হয়। তাঁর কথায়, ‘এক ঘণ্টার মধ্যেই উদ্ধারকাজে নামে সেনা ও এনডিআরএফ। ধ্বংসস্তূপের ভিতরে আটকে থাকা লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা গিয়েছে, তাঁদের জল ও অক্সিজেন দেওয়ার ব্যবস্থাও হয়েছে বলে তিনি জানান। ঘটনার পর সঙ্গে সঙ্গে না যাওয়ার সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যাও দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, উদ্ধারকারীদের কাজের সুযোগ দিতেই তিনি ঘটনাস্থলে দেরিতে গিয়েছেন। রাত পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান চলবে, পরে মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিব এলাকা পরিদর্শন করবেন। মুখ্যমন্ত্রীও আহতদের খোঁজ নিতে এসএসকেএমে যাবেন বলে জানান।

প্রাথমিক ভাবে কলকাতা পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, অনুমোদিত নকশায় ত্রুটি থাকতে পারে। তিনি বলেন, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে ওই বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদিত হয়েছিল। তবে চূড়ান্ত প্রযুক্তিগত রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত দোষী কারও নাম স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে না। বুধবার বিধানসভায় সরকারের তরফে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হবে বলেও তিনি জানান। এদিন বড় সিদ্ধান্ত হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, কলকাতা পুর এলাকায় নির্মীয়মাণ সমস্ত বাণিজ্যিক প্রকল্প এবং বিশেষ করে জলাশয় ভরাট করে গড়ে ওঠা প্রকল্পগুলির কাজ ৩১ জুলাই পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

এই জমিটি পোর্ট ট্রাস্টের ছিল। মেসার্স বেহারা ব্রাদার্স জমি লিজ নেয়। ৩০ বছরের জন্য ৬,৬৯৮ বর্গমিটার এলাকা বন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে নেওয়া হয় লিজ। ওই জমিতে গুদাম, কোল্ড স্টোরেজ বানানোর পরিকল্পনা ছিল। জানা যাচ্ছে, ২০২৪ সালে ১ অগস্ট বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মেসার্স বেহেরা ব্রাদার্সের চুক্তি হয়। এরপর অয়ন ট্রেডার্সকে দেওয়া হয় নির্মাণের দায়িত্ব। জানা যাচ্ছে, ৬ বার ওই জমির ওপর গোডাউন নির্মাণের চেষ্টা হয়েছে। ফলে মাটি নরম হয়ে যায়। ভিত মজবুত না হওয়াতেই ভেঙে পড়ে গোডাউন। পাশাপাশি নির্মাণ সামগ্রীর মান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

এক বাসিন্দা বলেন, এটা পুরনো একটা কোম্পানির গোডাউন ছিল। অক্টোবিয়াস টি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির। এটা ছেড়ে দেন। তারপর পোর্টের কাছ থেকে মেসার্স বেহেরা সেটা নিয়েছেন। এখানে চায়ের গোডাউন তৈরি হচ্ছিল। সবে তিনটে ফ্লোর তুলে ঢালাই দেওয়ার চেষ্টা করছিল। তার জন্যই টিনের শেড বানানো হচ্ছিল। টিনের শেডটা সাপোর্ট হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছিল।

দুর্ঘটনাস্থলে যান অগ্নিমিত্রা পাল, ইন্দ্রনীল খাঁ, কলকাতা পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে। স্থানীয় কাউন্সিলর সেখানে পৌঁছতেই তাঁকে ধাক্কা মেরে বের করে দেওয়া হয়। জানা যাচ্ছে, দেড় বছর ধরে নির্মাণকাজ চলছিল। আর তাতে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত ৮০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আনোয়ার খান ফিরহাদ হাকিমের ঘনিষ্ঠ বলে একাংশের দাবি। ড্রোন উড়িয়ে চলছে উদ্ধারকাজ। নবান্নে খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম।

নম্বর ০৩৩-২২১৪৩৫২৬, ০৩৩-২২৫৩৫১৮৫, ১০৭০, ৮৬৯৭৯৮১০৭০।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

LOSS OF CONVEYANCE DEED / CAUTION NOTICE

Please take notice that the original Deed of Conveyance relating to Flat No. 805, Block-B, 8th Floor at "Sukhi Sansar" of the Premises No. 134, Salkia School Road, Howrah-711106, recorded in Book No. I, Volume No. 353, Pages 1 to 17, being Deed No. 9681 of 1992 registered before the Office of the ADSR, Kolkata, standing in the name of Sri Binod Kumar Toshniwal, has been reported lost / misplaced and is not traceable despite diligent search and a complaint regarding thereof has been made to the Officer-in-Charge, Shibpur Police Station and any transaction based thereon by any one shall be treated as null and void.
Any person(s) in possession thereof is requested to return the same to undersigned at the below mentioned address.

Anju Manot, Advocate
For **L.P. MANOT & Co. Advocates**
1st Floor, Room No. 1N
7C, Kiran Sankar Roy Road
Kolkata – 700001
Email: LPMANOT@GMAIL.COM
Mob.: 8777473422

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৫শে জুন ১০ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার। একাদশী তিথি, স্বাতী নক্ষত্র নক্ষত্র। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধর মহাদশা ও বিংশোত্তোরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই, সন্ধ্যা /২৬ র পরে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শুভ। বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। লৌহ মেশিনারি বা ইমারতির দ্রব্য ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : শশুর বাড়ির স্বজন আত্মীয় দ্বারা ছোট ভ্রমণের সুযোগ এবং তাদের দাঁড়ায় সম্মান বৃদ্ধির যোগ। আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতিবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য হতে সতর্ক থাকুন। আজকের দিনটা ভালো হলেও খুব সতর্ক থাকা ভালো। একসাথে পড়াশুনা করতেন এরকম বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বাড়িতে তালা দেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না, আপনার তাড়াহুড়োর কারণে মূল্যবান দ্রব্য কিছু দিন আগে ক্ষতি হয়েছে। ঋণ নি গ্রহণ করতে পারেন। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। বফন্ধু বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জলের মিস্ত্রি বাড়িতে আসলে আধার কার্ড বা পরিচয় পত্র নিতে ভুলবেন না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : ইলেকট্রিকাল দ্রব্য এসি, টিভি ফ্রিজ কেনার জন্য মনস্থির করছিলেন আজ শুভ দিন। পরিবারের আট বছরের নিচের কোনো শিশুর দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি গ্রোভবতী মায়েরা একটু সচেতন থাকুন। বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার নি সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : সচেতনতা মূলক শান্তি। স্বামী স্ত্রী র গভীর আলোচনায় কেন তৃতীয় ব্যাক্তিকে টানছেন? লিভার, তলপেট, গলব্লাডার, নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তার থেকে মুক্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা শুভ। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : বিষয় আসায় বিশেষ করে মৃত পিতার সম্প্রতি বা মৃত দাদুর সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির নতুন পথ দেখা যাবে। আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : মনে এক আর মুখে এক, এই করলে বিপদ। প্রাণের বন্ধু আপনি যাকে ভাবতেন তিনি আপনাকে কেন এড়িয়ে চলছে? এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা ক্ষতির আশংকা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে দুঃখ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রাপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : কিছু শুভ। যাকে এতদিন শত্রু মনে করতেন আজ তিনি আপনার বন্ধু রূপে বিশেষ কোনো উপকার করবে। পরিবারের নাবালক আত্মীয় দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বেড়াল থেকে সমস্যা তৈরী হবে। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় নৈরাশ্য হতাশা কাটবে আনন্দ প্রাপ্তি। গুরুর মন্ত্র নিলেন কিন্তু পুজোপাঠ জপ-তপ এ আপনার মন নেই, তাহলে দৈব কৃপা কেমন করে পাবেন। গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : স্বজন বান্ধব সহ আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আপনার মনে সেবা মূলক ভাব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, সমাজে কোনো শুভ কিছু করার চিন্তা আজ আপনার রাশির উপ অতীব শুভ যোগ তৈরি করছে। হঠাৎ করে অর্থ প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : সতর্ক থাকুন। আজ ছোট ঘটনা নিয়ে যদি অধৈর্য হয়ে পড়েন পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে সুখ কি করে আসবে? আজ সতর্ক বি থাকার দিন। প্রেমিক যুগল আজ কথা না রক্ষার জন্য ছোট বিবাদ বড় আকার নেবে। কোর্ট কেসে যে মামলাটি আছে আজ সেই বিষয় দুঃখ প্রাপ্তি হবে। গৌড় বর্ণের শত্রু থেকে সতর্ক থাকুন।। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(আজ বিশ্ব ক্রীড়া দিবস। পাণ্ডব একাদশী তিথি। শ্রী শ্রী হরিভক্তি বিলাস অনুসারে নির্জলা একাদশী তিথি। শুভ কর্ম শান্তিস্বস্ত্যায়ন, অব্যূড়ান্ন, নামকরন, বাহন ক্রয় বিক্রয়। বিপন্যারম্ভ।)

নাম-পদবী

পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম অনুরা বিবি আছে ১৭/০৬/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে অঞ্জুরা বিবি মোল্লা ও অনুরা বিবি উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল নাম অঞ্জুরা বিবি মোল্লা ফুলবাড়ি চাপড়া, নদীয়া।

CHANGE OF NAME

I, Premila Saldanha, w/o Padmalochanan Radhakrishnan, aged about 49 years, residing at Maya Apartments, 1st Floor, 55, Lake Place, Kolkata – 700029 hereby declare that in my PAN card my name has been recorded as "Premila Saldanha" and in my Passport my name has been recorded as "Premila Viola Catherine Saldanha". Vide an Affidavit No. 22, dated 24.06.2026 before The Notary Public, Bankshall Court at Kolkata "Premila Saldanha" and "Premila Viola Catherine Saldanha" both are same and identical person and I want to use the name and be known as "Premila Saldanha" in all my documents.

নাম -পদবী পরিবর্তন

I **Milan Barman**, S/O Kartik Barman age about 20 resident of Daspur, P.O.- Bankibheri Sabang, Dist -Paschim Medinipur, W.B. Pin- 721458, 1st Class Judicial Magistrate Paschim Medinipur, affidavit no.17649 dt.27.08.2025 এই মর্মে ঘোষণা করছি যে আমার নাম **Milan Chandra Barman**, ভুলবশতঃ আমার Birth certificate এ নথিভুক্ত হইয়াছে আমার আধার ও Voter Card, PAN Card, Madhyamik Certificate, এবং অন্যান্য শিক্ষাগত শংসাপত্র অনুযায়ী আসল নাম **Milan Barman** এবং সর্বক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইতেছি।

CHANGE OF NAME

I, Aman Sarkar S/o. Samser Sarkar, R/o. Dedhara, Dhaniakhali, Hooghly-712302, do hereby declare that in my daughter's Secondary educational documents where my & my daughter's name has been recorded as Rafika Sarkar D/o. Sk Aman Sarkar and also in my daughter's Aadhaar Card & Passport application Form where my daughter's name has been recorded as Rafika Nasiruddin Shaikh. That I, Aman Sarkar & Sk Aman Sarkar and my daughter Rafika Sarkar & Rafika Nasiruddin Shaikh both are the same & one identical person vide an affidavit no. 1298, dated 23.06.2026, sworn before Notary Public, Sadar Hooghly Court.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 18/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10258 নং এফিডেভিট বলে আমি Badsha Sekh S/o. Sukur Sekh ও Badsha Sk. S/o. Sukur Sk. সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 22/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10410 নং এফিডেভিট বলে আমি Prabir Kumar Parui ও Prabir Parui S/o. Panchanan Parui সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 26/02/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 47 নং এফিডেভিট বলে আমি Sambhu Nath Koley S/o. Phelaram Koley, Shambhu Kole S/o. P Kole ও Sambhu Nath Koley S/o. Felaram Koley সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 24/06/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে 5424 নং এফিডেভিট বলে আমি Manoj Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ajit Kumar Ghosh ও A. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 19/06/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 23 নং এফিডেভিট বলে আমি Shekh Nazrul Islam S/o. Sekh Noor Mohammad ও Sheikh Nazrul Islam S/o. Noor Mohammad সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 24/06/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 18616 নং এফিডেভিট বলে আমি Dipen Kumar Ghosh S/o. Balai Chandra Ghosh ও Dipen Kr. Ghosh S/o. Balai Ch. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 16/06/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 54 নং এফিডেভিট বলে আমি Pankaj Roy S/o. Gopal Roy ও Pankaj Ray S/o. G. Ray সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 22/06/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 31 নং এফিডেভিট বলে আমি Surjya Saren S/o. Dulal Saren ও Surjya Soren S/o. D Soren সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 05/06/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 190 নং এফিডেভিড বলে আমি, Hena Khatun, W/o. Sk Nur Islam, R/o. Bhastara, Gurap, Hooghly-712303, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Mohammad Nouman Sekh) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 1007, dated 09.10.2013) আমার সঠিক নাম Hena Khatun-এর পরিবর্তে Hena Khatun Sk এবং আমার ভোটার কার্ডে আমার নাম Sk Hena Khatun লিপিবদ্ধ আছে, আমি Hena Khatun, Hena Khatun Sk ও Sk Hena Khatun W/o. Sk Nur Islam, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি এবং এই এফিডেভিট বলে সকল নথিপত্রে আমার সঠিক নাম Hena Khatun লিপিবদ্ধ করিতে চাই।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে আমার client মুসিদাদ বিবি, পিতা ইসমাইল মল্লিক, সাং শৈয়দপুর, পোঃ ও থানা - তমলুক, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, তমলুক থানার ১৩৯ নং জে এল ভুক্ত শৈয়দপুর মৌজায় এল আর ৪৯০, ৮, ২৫৭, ৫৮৮ ও ৬৩৯ নং খতিয়ানভুক্ত RS ১১২/১১৫৯ দাগ এল আর ১৭০ দাগে ৮.৮৩৩ ডেসিমেল জল জমি গত ইংরেজি ৩০.১২.২০২০ তারিখে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সাবরেজিস্ট্রী অফিসে রেঃ কৃত ৬৬ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে গত ইং ১৭.০৯.২০১৯ তারিখে এবং ১৩০ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে পদুমবসান সাকিনের শক্তিপ্রসাদ অধিকারী এর পুত্র সৌগত অধিকারী-র নিকট হইতে খরিদা সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত সম্পত্তি তমলুক-১ B.L. & L.R.O অফিসে রেকর্ড হইবে। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে B.L. & L.R.O অফিসে জানাইবেন, অন্যথায় কাহারও কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

Bappadittya Manna, Advocate
Judge's Court Purba Medinipur at Tamluk

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যায় যে, আমার মক্কেল সুকন্যা নায়েক, স্বামী-মৃত অজিতেন্দু নায়েক, ২. অনন্যা নায়েক, পিতা- মৃত অজিতেন্দু নায়েক, সাকিন- সেকপুরা মিত্র কমপাউন্ড, মহাদেব ছবি এ্যাপার্টমেন্ট, পোঃ +থানা + মিউনিসিপ্যালিটি- মেদিনীপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, মৃত অজিতেন্দু নায়েক এর মৃত্যুতে উহার ত্যাক্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিতে আমার মক্কেলগণ তাহার ওয়ারিশগন অর্থাৎ পত্নী ও কন্যা বিধায় এবং মৃত অজিতেন্দু নায়েক এর মাতা দেবযানী নায়েক প্রত্যেকে ১/৩ অংশে প্রাপ্ত হইয়াছেন। সে কারন কেহ যদি মৃত অজিতেন্দু নায়েক ত্যাক্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি খরিদ করিতে আগ্রহী হন তা হলে উক্ত ওয়ারিশগন ব্যতিরেকে কোন দলিল বা হস্তান্তর পত্র করিবেন না।

ইতি,
সুবল চক্রবর্ত্তী
এ্যাডভোকেট,
জর্জকোর্ট, মেদিনীপুর

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো হইতেছে যে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর ২ ব্লকের জে এল নঃ- ২৪৪ আড়াসীনি মৌজায় ৭৭৯,৭৮১ নঃ দাগে অবস্থিত সিংহবাহিনী ঠাকুরানী মায়ের নামীত, মিশ্র পরিবারের যেই পারিবারিক প্রাইভেট দেবত্ত্ব সম্পত্তিটি রয়েছে, সেটি সেবাইতগন ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্মেন্ট এর সার্কুলার মুলে (সার্কুলার নং ৪৪০১(২৩)- LP/5M -৩১/২১), আবীর ভট্টাচার্য -কে সর্বমোট ৮০.৭৫ ডেসিমেল জমি বিক্রি করেছেন। বর্তমানে আবীর ভট্টাচার্য সেই জমি মিউটেশন এর জন্য আবেদন করেছেন (কেস নং-MN/2026/ 1010/5192)। এই জমির সাথে সম্পর্কিত কোনো ব্যক্তির, এই মিউটেশন সংক্রান্ত কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে খড়্গপুর ২ ব্লকের BLRO অফিসে যোগাযোগ করুণ।

Sourav Ganguly
Advocate (WB/360/237/2017
Midnapore Judges Court
Paschim Medinipur

PUBLIC NOTICE

Please take notice that our clients (1) Smt. Sangita Gupta and (2) Sri Pramod Gupta are intending to purchase Flat No. 805, Block-B, 8th Floor at "Sukhi Sansar" of the Premises No. 134, Salkia School Road, Howrah-711106, currently owned by Sri Binod Kumar Toshniwal by virtue of a registered Deed of Conveyance (Book No. I, Volume No.-353, Pages from 1-17 being Deed No. 9681 of 1992) registered before the Office of the ADSR, KOLKATA.
Any person, having any claim, objection and / or interest whatsoever in respect of the aforesaid property is requested to intimate the undersigned in writing with supporting documents within 7 (Seven) days from the date of publication hereof, failing which proposed purchasers shall proceed with the purchase without any further reference and all such claims, if any, shall be deemed to have been waived.

Anju Manot, Advocate
For **L.P. MANOT & Co. Advocates**
1st Floor, Room No. 1N
7C, Kiran Sankar Roy Road
Kolkata – 700001
Email: LPMANOT@GMAIL.COM
Mob.: 8777473422

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, সুজিত শূর -আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লি কলকাতার নিকট সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ২সি, পরিমাপ ৭৮৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, ৩য় তল, দক্ষিণ -পশ্চিম মুখী ভবনের পরিচিতি মহাকাল হাইটস, নির্মিত জমির পরিমাপ ১১ ডেসিমেল, মৌজা- মুলাজোড়, জেএল নং ০৮, আরএস খতিয়ান নং ৪৯, এলআর খতিয়ান নং ৬৭২, আরএস দাগ নং ৫০৯, এলআর দাগ নং ৭৬১, থানা : জগদ্দল, হোল্ডিং নং ২, ভারত চন্দ্র রায় পথ, কলকাতা- ৭৪৩১২৭, ওয়ার্ড নং ২৫, ভাটপাড়া পুরসভা অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, আইনি স্বত্বাধিকারীগণ নাম শ্রীমতি রমা ব্যানার্জি এবং শ্রীমতি শুভশ্রী ব্যানার্জি এবং শ্রী দেবজ্যোতি ব্যানার্জি এর কাছ থেকে আইনিভাবে ক্রয় করা- যারা তাদের পিতা এবং স্বামী প্রয়াত প্রদীপ ব্যানার্জির কাছ থেকে আইনি উত্তরাধিকারী হিসেবে অধিকার করেন- বন্ধক রাখতে আগ্রহী। কোনও ব্যক্তি বা কোনও সংস্থা বা ব্যাঙ্ক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর কোনও দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং/বা স্বার্থ থাকলে উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে দাবি জানাতে পারে , ব্যর্থ হলে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

সুপ্রিয় বসু, এলএলপি
টেম্পল চেম্বার
রুম নং ৪৮, একতলা,
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১
ফোন : ০৩৩-৪৬০১ ৪৮৪৯/৪৬০১/৪৮৫৪
ই-মেল : supriyobasu.llp@gmail.com
partho.adhikary@sbalaw.in

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আমার মক্কেল **মোল্লা আব্বাস**, পিতা - মোল্লা আবু তাহের, আমডোবা, পো: - সাওড়া, থানা - গোঘাট উপদৃষ্ট হইয়া জানাইতেছি যে, **শ্রীমত্যা সুজাতা বোস** স্বামী- স্বর্গীয় মধুসূদন বোস ওঃ মধুসূদন বিদ সাং ৫৫ অনাথ নাথ দেব লেন। পোঃ বেলগাছিয়া। থানা- টালা। জেলা কোলকাতা, পিন - ৭০০০৩৭ বিগত ইংরাজী ২০২৫ সালে D.S.R-I Hooghly অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৬৯৬৯ নং আমমোক্তারনামা পত্র দলিল মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার আছেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী যার তপশীল জেলা হুগলী থানা গোঘাট মৌজা মোহনপুর J.L. ১১৩, L.R. Kh. ৪৭৯, Plot ১২৫৯, শ্রেণী শালি, পরিমাণ ৩৬ শতক সম্পত্তি বর্তমান ২০২৬ সালে Goghat A.D.S.R. Office - এ রেজিস্ট্রীকৃত I-060903706/2026 নং দলিল মূলে বিক্রয় করিয়াছেন। যাহা আমার মক্কেলদ্বয় ক্রয় করিয়াছেন এবং B.L. & L.R.O গোঘাট অফিসের মিউটেশন কেস্ হইল MN/2026/0613/5078 এতদ্বারা সর্বসাধারনকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনও আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে অত্র নোটিশ প্রাপ্তির ৭দিনের মধ্যে B.L.&L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী

LEGAL NOTICE

I SRI BUDHDEO ROY S/O LATE JYOTINDRA MOHAN ROY ADDRESS: 65, SABUJAYAN ABASAN, KABARDANGA MORE, P. S. THAKURPUKUR DIST SOUTH 24 PGS, KOLKATA 700104 HAD PURCHASED A LAND /PROPERTY, SCHEDULE STATED BELOW FROM POWER OF ATTORNEY HOLDER SRI BHUDAR MONDAL, POA NUMBER 910/1991, DEED NUMBER 1-14505/1991.
IF ANY BODY HAS ANY OBJECTION ON MUTATION OF SAID LAND/ PROPERTY, PLEASE INFORM OFFICE OF BLLRO KOLKATA KMC BUILDING, ROOM 328, 5 S.N.BANERJEE ROAD, KOLKATA - 700013, IN WRITING OR OVER EMAIL BLLROATM@gmail.com WITHIN ONE MONTH FROM THE DATE OF THIS ADVERTISEMENT. LAND SCHEDULE - HARIDEVPUR MOUZA, JL No 125 PLOT 2K. 8CH DAG 1316 KHATIAN - 1478 1479, 1480, 1481

SD/-
BUDHDEO ROY

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

<u>উত্তর ২৪ পরগনা</u>

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

<u>হুগলি</u>

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

<u>নদিয়া</u>

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

<u>পূর্ব মেদিনীপুর</u>

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

<u>পশ্চিম মেদিনীপুর</u>

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গাপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

<u>মুর্শিদাবাদ</u>

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

<u>বীরভূম</u>

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগে ৯০ দিনের যাচাই অভিযান

রাজনৈতিক সুপারিশ ও যোগ্যতা খতিয়ে দেখার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে বড় পদক্ষেপ করল স্বরাষ্ট্র দপ্তর। এই বিষয়ে জারি করা নতুন নির্দেশিকায় জানান হয়েছে, আগামী ৯০ দিনের মধ্যে রাজ্যজুড়ে কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়ারদের যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গ যাচাই করা হবে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক সুপারিশ, ধর্মের ভিত্তিতে নিয়োগ বা বদলি এবং কর্মীদের সক্রিয়তা-সহ একাধিক বিষয় খতিয়ে দেখা হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা যাচ্ছে।

নির্দেশিকা অনুযায়ী, সিভিক ভলান্টিয়ারদের গত দুই বছরের কাজের রেকর্ড পর্যালোচনা করা হবে। নিয়োগের সময় নির্ধারিত যোগ্যতার মাপকাঠি মানা হয়েছিল কি না, তাও পরীক্ষা করে দেখা হবে। পাশাপাশি বর্তমানে কর্মরতদের শারীরিক সক্ষমতা ও দায়িত্ব পালনের উপযুক্ততাও এই যাচাই পদ্ধতির আওতায় থাকবে।

এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, সিভিক ভলান্টিয়ার পদে অতীতে বহু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে নিয়োগ হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। তাঁর দাবি, অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজনের তুলনায় বহু বেশি কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে এবং তাঁদের মধ্যে অনেকে নিয়মিত কাজে যোগ দেন না। সরকারি অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতেই এই পর্যালোচনা জরুরি বলে তিনি মন্তব্য করেন।

মন্ত্রী আরও জানান, বিভিন্ন দপ্তরে কর্মীদের উপস্থিতি ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা হবে। দীর্ঘদিন কাজে অনুপস্থিত থাকা বা দায়িত্ব পালনে গাফিলতির অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় সংখ্যা কমানোর বিষয়টিও সরকারের বিবেচনায় রয়েছে বলেই সূত্রের খবর।

উল্লেখ্য, রাজ্য বাজেট পেশের পর সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সিভিক ভলান্টিয়ার ব্যবস্থার পুনর্মূল্যায়ন করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, এই ব্যবস্থার মধ্যে 'প্রচুর জল মিশে রয়েছে' এবং প্রয়োজনীয় ঝাড়াই-বাছাই করা হবে।

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এই নির্দেশিকাকে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই একে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। আগামী তিন মাসের মধ্যে যাচাই প্রক্রিয়ার রিপোর্ট জমা পড়বে স্বরাষ্ট্র দপ্তরে।

প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনার অধীনে ২,৪০০ কোটির ইনসেনটিভ প্রদান

কলকাতা: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক, প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনার (পিএম-ভিবিআরওয়াই) অধীনে সুবিধা বিতরণের জাতীয় অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মূল অনুষ্ঠানটি দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সারা দেশে ১৫ লক্ষেরও বেশি সুবিধাভোগীর মধ্যে ২,৪০০ কোটি টাকার ইনসেনটিভ বিতরণ করেন। সারাদেশে ২০০টি স্থানে একযোগে আঞ্চলিক এই কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছিল।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ এবং সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগের প্রতিমন্ত্রী দীপঙ্কর জানা; এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য শর্বরী মুখার্জি এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের অধীনস্থ ইপিএফও-র কেন্দ্রীয় বোর্ড ট্রাস্টি বিনীত নাহাতা। অনুষ্ঠানে ১৮৩ জন সুবিধাভোগী, ১০৭ জন নিয়োগকর্তা, শিল্প সমিতির প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি, রাজ্য সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং ইপিএফও-র কর্মকর্তা ও কর্মচারী-সহ মোট ৪০০ জন অংশগ্রহণ করেন।

লায়ন্স ক্লাব হাওড়ার নতুন সভাপতি হলেন নিশি জৈন

কলকাতা: এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে লায়ন নিশি জৈন লায়ন্স ক্লাব হাওড়ার নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। লায়ন সংগীতা দিদওয়ানিয়াকে সচিব এবং লায়ন সরোজ জালানকে কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়েছে। ওয়েস্ট সাইড প্যাভিলিয়নে আয়োজিত এক জমকালো অনুষ্ঠানে লায়ন সংগীতা, লায়ন নিশি জৈন এবং তাঁর দলকে শপথবাক্য পাঠ করান। লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনালের সভাপতি লায়ন এপি সিং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মূল বক্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী উমেশ রাই, লায়ন্সের মতো সংগঠনগুলোকে পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশগত সেবামূলক কার্যক্রমে সরকারকে সহায়তা করার জন্য আহ্বান জানান। সদস্যদের সেবামূলক কাজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয় এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে শেষ হয়। লায়ন সুধীর ব্যাস অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। লায়ন্স ক্লাব হাওড়ার বিদায়ী সভাপতি বিনীত জৈন নতুন সভাপতিকে স্বাগত জানান। লায়ন্স ক্লাব হাওড়ার উপদেষ্টা পরিষদ, বিশেষ করে পবন পরশরামপুরিয়া এবং ৩০০ জনেরও বেশি সদস্য এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মহরমের ছুটির দিনে চলবে কম সংখ্যায় মেট্রো

কলকাতা: শুক্রবার মহরম উপলক্ষে কলকাতা মেট্রোর একাধিক লাইনে ট্রেন পরিষেবায় পরিবর্তন আনা হচ্ছে। ২৬ জুন ছুটির দিন হওয়ায় নীল, সবুজ এবং হলুদ লাইনে স্বাভাবিক দিনের তুলনায় কম সংখ্যক ট্রেন চালান হবে বলেই জানাল মেট্রো কর্তৃপক্ষ। যদিও দিনের প্রথম ও শেষ মেট্রোর সময়সূচিতে কোনও পরিবর্তন থাকছে না বলে জানিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

মেট্রো সূত্রে খবর, নীল লাইনে (দক্ষিণেশ্বর-কবি সুভাষ) যেখানে সাধারণ দিনে ২৬০টি পরিষেবা

চালানো হয়, সেখানে শুক্রবার চলবে ২১৬টি পরিষেবা। একইভাবে সবুজ লাইনে ২২৮টির পরিবর্তে চলবে ১৮৬টি ট্রেন।

অন্যদিকে হলুদ লাইনে স্বাভাবিক দিনে ১২০টি পরিষেবা থাকলেও শুক্রবার চলবে ৯২টি। এই লাইনে জয় হিন্দ বিমানবন্দর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত সরাসরি মেট্রোর সংখ্যাও কমানো হয়েছে। এক্ষেত্রে ৭টি সরাসরি পরিষেবা থাকলেও এদিন মাত্র ৪টি পরিষেবা পাওয়া যাবে।

যদিও যাত্রীদের জন্য স্বস্তির খবর, প্রথম ও শেষ ট্রেনের সময় অপরিবর্তিত থাকছে। ফলে সকাল ও রাতের যাতায়াতে অতিরিক্ত সমস্যার আশঙ্কা নেই। মেট্রো রেলের তরফে আরও জানানো হয়েছে, বেগুনি ও কমলা লাইনের পরিষেবায় কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। ওই দুই লাইনে নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী ট্রেন চলবে। মহরমের ছুটির দিনে যাত্রীসংখ্যা তুলনামূলক কম থাকার সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেই এই সংশোধিত সময়সূচি কার্যকর করা হচ্ছে বলে মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। যাত্রীদের আগেভাগে সময়সূচি দেখে যাত্রার পরিকল্পনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উদ্ভাবনে নতুন দিশা দেখাতে অ্যাডামাসে রাজ্যের প্রথম অটল কমিউনিটি ইনোভেশন সেন্টার

কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের উদ্ভাবন ও স্টার্ট-আপ পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে উঠছে রাজ্যের প্রথম অটল কমিউনিটি ইনোভেশন সেন্টার (এসিআইসি)। অ্যাডামাস ইনোভেশন অ্যান্ড ইনকিউবেশন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে এই কেন্দ্র স্থাপনের ঘোষণা করা হয় অ্যাডামাস ইনোভেশন অ্যান্ড এন্টারপ্রেনারশিপ কনক্লেভ ২০২৬-এ। বিরাক-সমর্থিত ই-যুবা কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে পূর্ব ভারতের ২০টিরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৫০-রও বেশি ছাত্রছাত্রী, গবেষক, স্টার্ট-আপ উদ্যোক্তা ও শিক্ষাবিদ অংশ নেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্পক্ষেত্র, ইনকিউবেটর ও সরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয় বাড়িয়ে উদ্ভাবনভিত্তিক উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে নির্বাচিত ই-যুবা দলগুলিকে আর্থিক সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও পরামর্শের আওতায় আনা হয়। পাশাপাশি স্টার্ট-আপ পিচিং এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উদ্ভাবনের পরিবেশ গড়ে তোলার বিষয়েও আলোচনা হয়। নতুন এসিআইসি কেন্দ্রটি তৃণমূল স্তরের উদ্ভাবক, ছাত্র উদ্যোক্তা ও নবীন স্টার্ট-আপগুলিকে ইনকিউবেশন, প্রযুক্তি যাচাই ও বাজার সংযোগের সুযোগ করে দেবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা, ২৫ জুন ২০২৬, ১১ আষাঢ় ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার

বুধে জনতার দরবার, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে চাকরির আশ্বাস

অসুস্থ শিশুর চিকিৎসাতেও আর্থিক সহায়তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘ সাত বছর ধরে ঝুলে থাকা 'ডাই-ইন-হারনেস' চাকরির আবেদন নিষ্পত্তি করার আশ্বাস দিল রাজ্য সরকার। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জনতার দরবারে এসে নিজের সমস্যার কথা জানালে মৃত পুলিশকর্মী অয়ন দাসের স্ত্রী মীনাক্ষী দাসকে সাতদিনের মধ্যে চাকরি প্রদানের আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে।

বুধবার বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশকর্মী অয়ন দাস ২০১৯ সালের আগে কর্তব্যরত অবস্থায় মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর পরিবারের পক্ষ থেকে সহানুভূতিভিত্তিক চাকরির জন্য আবেদন করা হয়। মীনাক্ষী দাস ২০১৯ সালের অক্টোবরে প্রয়োজনীয় সমস্ত নথি নবান্নে জমা দেন। তার অভিযোগ, এরপর দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে দপ্তরগুলিতে ঘুরেও তার সমস্যার সমাধান হয়নি। নিতান্ত আর্থিক অনটনের মধ্যেই পরিবারকে নিয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে।

বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিষয়টি নিয়ে আবেদন জানাল হলে তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে তার ফাইলে দ্রুত সইয়ের নির্দেশ দেন। মীনাক্ষী দাসকে জানানো হয়, সাত দিনের মধ্যে তাঁর চাকরির নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই আশ্বাসে স্বস্তি ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন তিনি।

এদিন আর একটি মানবিক উদ্যোগের কথাও সামনে আসে। গুরুতর অসুস্থ এক শিশুর লিভার প্রতিস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংকটের বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর সামনে আনেন ওই অসুস্থ শিশুর পরিবার। শিশুর বাবা শুভজিৎ রায় জানান, তার মেয়ের অস্ত্রোপচার ও চিকিৎসার জন্য প্রায় ২০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। তার আবেদনে সাড়া দিয়ে রাজ্য স্বাস্থ্য প্রকল্পের অধীনে ওই পরিবারকে অবিলম্বে ৫ লক্ষ টাকা দিল্লির সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে পাঠানোর নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

সরকারি সূত্রের খবর, বাকি ১৫ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রকল্প থেকে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রয়োজনীয় অর্থ মিললে আগামী ১৫ দিনের মধ্যেই শিশুটির লিভার প্রতিস্থাপনের অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলেই আশা পরিবারের। একই দিনে দুটি পৃথক ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবারে দ্রুত প্রশাসনিক ও মানবিক সাহায্যের ছবি সামনে এসেছে বলে পর্যবেক্ষকদের একাংশের অভিমত।

অদিতির আগাম জামিন, খারিজ হল দেবরাজের আবেদন, গ্রেপ্তারির আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হিসাব বহির্ভূত সম্পত্তি ও কম দামে জমি হস্তান্তর অভিযোগের ঘটনায় অভিযুক্ত তৃণমূল কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তীর আগাম জামিনের আবেদন বুধবার খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত বুধবার এই নির্দেশ দেন। একই মামলায় অভিযুক্ত তাঁর স্ত্রী তথা প্রাক্তন বিধায়ক অদিতি মুন্সিকে শর্তসাপেক্ষে আগাম জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত। ফলে দেবরাজ চক্রবর্তীর গ্রেপ্তারির সম্ভাবনা আরও জোরালো হল বলে মনে করা হচ্ছে।

আদালত সূত্রে খবর, চার মাসের শিশু সন্তানের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে অদিতি মুন্সিকে আগাম জামিন দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁকে পাসপোর্ট নিম্ন আদালতে জমা রাখতে হবে এবং বাগুইআটি থানা এলাকায় প্রবেশ করা যাবে না বলেই শর্ত দেওয়া হয়েছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, ওই এলাকায় মামলার একাধিক সাক্ষী রয়েছেন এবং তাঁদের প্রভাবিত করার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এদিন রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল আদালতে দাবি করেন, দেবরাজ চক্রবর্তীর 'ডিসি গ্লোবাল' সংস্থার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বেআইনি আর্থিক লেনদেন হয়েছে। দেবরাজের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, বাজারদরের তুলনায় অনেক কম মূল্যে জমি অধিগ্রহণ করা হত সংস্থার নামে। তদন্তে দেবরাজের নামে ১৯টি সম্পত্তির হদিশ মিলেছে বলেও আদালতে জানানো হয়।

সরকারি কৌঁসুলির দাবি, অদিতি মুন্সির নামে থাকা তিনটি সম্পত্তি চলতি বছরের বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে পারিবারিক এক বন্ধুর নামে হস্তান্তর করা হয়েছে। পাশাপাশি দেবরাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ, কালিম্পংয়ে প্রায় পাঁচ একর জমি মাত্র ছ'হাজার টাকা প্রতি কাঠা দরে মোট ১৮ লক্ষ টাকায় এক আত্মীয়ের কাছে বিক্রি করা হয়। ওই লেনদেন গত ২৩ ও ২৯ এপ্রিল, অর্থাৎ নির্বাচনের ঠিক আগে সম্পন্ন হয়েছিল বলে আদালতে জানানো হয়।

বাজেয়াপ্ত হওয়া নথিপত্র পর্যালোচনার পর বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত দেবরাজ চক্রবর্তীর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন। তদন্তের স্বার্থে তাঁকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন রয়েছে বলে রাজ্য পক্ষের দাবি। ফলে মামলার পরবর্তী পর্যায়ে দেবরাজের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি অভিযান শুরু হতে পারে বলে প্রশাসনিক মহলের একাংশের অনুমান।

'দেশের মধ্যেও চিকিৎসা করা যায়', অভিষেককে আদালতের স্পষ্ট বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাওয়ার অনুমতি চেয়ে দ্রুত শুনানির আবেদন করেছিলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও সেই আবেদনে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য স্পষ্ট জানিয়ে দেন, বিষয়টি জরুরি ভিত্তিতে শোনা হবে না। আগামী সোমবার ফের আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে আবেদনকারীকে।

আদালতের এই অবস্থান রাজনৈতিক ও আইনি মহলে যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, বিষয়টি শুধুমাত্র চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নে সীমাবদ্ধ নেই, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আদালতের দেওয়া আগের শর্ত এবং বর্তমানের তদন্তের অবস্থান। বিধাননগর সাইবার থানায় দায়ের হওয়া একটি মামলায় গ্রেপ্তারির আশঙ্কা থেকে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিষেক। সেই মামলায় হাইকোর্ট তাঁকে সাময়িক সুরক্ষা দিলেও দেশের বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে স্পষ্ট বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল। আদালতের অনুমতি ছাড়া বিদেশযাত্রা সম্ভব নয় বলেই নির্দেশে উল্লেখ করেছিল আদালত।

বুধবার শুনানির সময় বিচারপতি মৌখিকভাবে মন্তব্য করেন, দেশের মধ্যেও চিকিৎসার একাধিক সুযোগ রয়েছে। ফলে বিদেশে যাওয়ার আবেদনকে তাৎক্ষণিক অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তিনি দেখছেন না। আর আদালতের এই পর্যবেক্ষণকে অনেকেই বিচারব্যবস্থার সতর্ক অবস্থানের সিদ্ধান্ত বলেই দেখছেন।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বর্তমানে একাধিক তদন্ত ও অভিযোগের প্রসঙ্গও রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনায় মধ্যে আছে। বিভিন্ন মামলায় তাঁকে তদন্তকারী সংস্থার প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। ফলে আদালতের কাছে তাঁর বিদেশযাত্রার আবেদন স্বাভাবিকভাবেই অতিরিক্ত গুরুত্ব পেয়েছে।

আইনজীবীদের একাংশের মতে, আদালত এখনও আবেদন খারিজ করেনি; বরং শুনানির সময় পিছিয়েছে। তবে জরুরি শুনানির অনুরোধ নাকচ হওয়ার অর্থ, আদালত আপাতত বিষয়টিকে এমন কোনও পরিস্থিতি বলে মনে করেনি যেখানে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করতে হবে আদালতকে। এখন নজর হাইকোর্টের পরবর্তী শুনানির দিকে। কারণ সেই শুনানিতেই স্পষ্ট হবে, চিকিৎসার জন্য বিদেশযাত্রার পথ খুলবে কি না, নাকি আদালতের দেওয়া শর্তই আপাতত বহাল থাকবে।

শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের হস্তক্ষেপে খুলছে কাঁকিনাড়া জুটমিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ২০২৫ সালের ১২ ডিসেম্বর থেকে বন্ধ কাঁকিনাড়া জুটমিল। মিল বন্ধের জেরে কর্মহীন হয়ে পড়েছিলেন তিন হাজার শ্রমিক। অভিযোগ, বন্ধ মিলটি খোলার ব্যাপারে কোনও উদ্যোগই নেয়নি তৃণমূল সরকার। যদিও রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হতেই বন্ধ জুটমিলগুলো খোলার জন্য উদ্যোগী হন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী তথা নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, শ্রমমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে শ্রম দপ্তরে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে জট কাটিয়ে চালু হয়েছে প্রায় ছয় মাস বন্ধ থাকা অ্যালাইন্স জুটমিল। বুধবার কলকাতার নিউ সেক্রেটারিয়েটে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের নেতৃত্বে এবং শ্রম প্রতিমন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে মালিকপক্ষ এবং কর্মরত শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে এদিন হাজির ছিলেন শ্রম সচিব রচনা ভগত, বিশেষ শ্রম কমিশনার আশিস সরকার এবং শ্রম কমিশনারেটের অন্যান্য আধিকারিকরা। দীর্ঘ আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, আগামী পয়লা জুলাই থেকে খুলবে কাঁকিনাড়া জুটমিল। ছয় মাস বন্ধ থাকার পর মিল চালুর খবরে বেজায় খুশি বিপন্ন শ্রমিকরা। প্রসঙ্গত, শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের হস্তক্ষেপে ইতিমধ্যেই বন্ধ থাকা শিল্পাঞ্চলের দুটি জুট মিল খুলে গেল। যদিও শ্রমমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, আগামী ১০ জুলাইয়ের মধ্যে বন্ধ থাকা সমস্ত জুটমিলই খুলে যাবে। এদিনের বৈঠকে হাজির ছিলেন কাঁকিনাড়া জুটমিল ইউনিটের জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ভরত যাদব। তিনি জানান, এই মিলে স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে তিন হাজার শ্রমিক কাজ করেন। কিন্তু মিল বন্ধের জেরে শ্রমিকদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। অথচ তৎকালীন সরকার মিলটা খোলার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখায়নি। যদিও শ্রমমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে এদিনের বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনার পর জট কেটে যায়। আগামী পয়লা জুলাই থেকে এই মিলটা খুলে যাবে। শ্রমিক নেতা ভরত যাদব আরও জানান, আপাতত, মিলে কয়েকদিন রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হবে। আশা করা যাচ্ছে, আগামী ১৬ জুলাই থেকে মিলে পুরোদমে উৎপাদন শুরু হবে।

স্বস্তিতে অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী

বনগাঁ-কাণ্ডে এখনই কড়া পদক্ষেপে নয় আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্বস্তিতে অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। বনগাঁ কাণ্ডে মিমির বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না বলেই জানাল বিচারপতি কৌশিক চন্দের সিঙ্গল বেঞ্চ। বনগাঁর এক পরিচিত জ্যোতিষী তনয় শাস্ত্রীর করা অভিযোগের ভিত্তিতে দায়ের হওয়া এফআইআরে স্থগিতাদেশ দিল আদালত। বনগাঁর এক মঞ্চানুষ্ঠানে অভিনেত্রীর দেরি করে উপস্থিত হওয়াকে কেন্দ্র করে বিবাদ বাধে মিমি এবং তনয়ের মধ্যে। তনয় অভিযোগ করেছিলেন, মিমির আসার কথা ছিল রাত সাড়ে ১০টায়। তিনি এসে পৌঁছোন রাত পৌনে ১২টায়। ফলে, মিনিট পনেরো পরে প্রশাসনের নির্দেশ মেনে অনুষ্ঠান শেষ করতে বাধ্য হন তিনি। মঞ্চে উঠে তিনি মিমিকে সে কথা জানাতেই 'অপমানিত' বোধ করেন অভিনেত্রী। তিনি অভব্য আচরণ ও হেনস্তার পালটা অভিযোগ তোলেন অনুষ্ঠানের আয়োজক তনয়ের বিরুদ্ধে। এর পরে বিষয়টি গড়ায় আদালত পর্যন্ত। পুলিশকে 'হেনস্তা' ও কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগেও মামলা হয় তনয় শাস্ত্রী ও ধৃত দু'জনের বিরুদ্ধে। আদালতে তোলা হলে বিচারক তনয় শাস্ত্রীদের জেল হেপাজতও হয়। ধৃতদের আদালতে তোলা হয়। পরে অভিনেত্রী মিমি করা মামলায় জামিন পান তনয়। তবে পুলিশকে করা হেনস্তা মামলায় সেদিন জামিন মেলেনি। গত ১২ ফেব্রুয়ারি পুলিশের দায়ের করা মামলায় তনয়কে জামিন দেয় আদালত। তার ফলে ওই সন্ধ্যায় তনয় শাস্ত্রীর জেলমুক্তি হয়। এরপর জামিনে ছাড়া পেয়ে পালটা মিমির বিরুদ্ধে ২০ লক্ষ টাকার মানহানির মামলা দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ অনুযায়ী, একের পর এক এক তারিখ পেরিয়ে গেলেও আদালতে গরহাজির মিমি। তাই তনয়ের আইনজীবী ও বিজেপির বিধায়ক তরুণজ্যোতি তিওয়ারি আদালতে নায়িকার বিরুদ্ধে চার্জশিট গঠনের আবেদন করেন। এই পরিস্থিতিতেই সুরক্ষা চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী।

মিড ডে মিলের মেনু নিয়ে বিভ্রান্তি, কোনও তালিকা চূড়ান্ত হয়নি বলেই জানাল ইসকন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা পুরসভার স্কুলগুলিতে মিড ডে মিল প্রকল্পের দায়িত্ব ইসকনকে দেওয়ার সরকারি ঘোষণার পর খাদ্যতালিকা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে জোর বিতর্ক শুরু হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ও উল্লেখ করা মেনুতে ডিম না থাকার দাবি ঘিরে নানা মহলে প্রশ্ন উঠলেও, সেই তালিকাকে সম্পূর্ণ ভুয়ো বলে বুধবার দাবি করল ইসকন কর্তৃপক্ষ। বুধবার এ বিষয়ে স্পষ্ট অবস্থান জানালেন ইসকন কলকাতার সহ-সভাপতি ও মুখপাত্র রাধারমণ দাস।

সম্প্রতি রাজ্য বাজেটে কলকাতা পুরসভা এলাকার স্কুলগুলিতে পরীক্ষামূলকভাবে মিড ডে মিল পরিচালনার দায়িত্ব ইসকনকে দেওয়ার ঘোষণা করা হয়। এরপরই সামাজিক মাধ্যমে একটি সম্ভাব্য সাপ্তাহিক খাদ্যতালিকা ভীষণ ভাইরাল হয়। সেখানে সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত বিভিন্ন নিরামিষ খাবারের উল্লেখ থাকলেও ডিম সহ আমিষ খাওয়ারের কোনও উল্লেখ ছিল না। সেই তালিকা ঘিরেই শুরু হয় বিতর্ক।

রাধারমণ দাস তার নিজের এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে জানান, কলকাতার স্কুলপড়ুয়াদের জন্য কী মেনু হবে, তা এখনও চূড়ান্ত করা হয়নি। সোশ্যাল মিডিয়ায় যে তালিকা ঘুরছে, তা ইসকনের তরফে প্রকাশ করা হয়নি। তিনি বলেন, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলে আনুষ্ঠানিকভাবে তা ঘোষণা করা হবে।

জ্বালানির অপচয় কমাতে বিধানসভায় সাইকেল চালিয়ে পৌঁছলেন ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ। ছবি: অদিতি সাহা

বিধানসভার বিএ কমিটিতেও জায়গা হল না মমতাপন্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভার কার্যসূচি নির্ধারণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ বিজনেস অ্যাডভাইসরি (বিএ) কমিটির নতুন রূপ ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। গত ১৯ জুন পুনর্গঠিত এই কমিটির সদস্য তালিকা প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই নজর কেড়েছে একটি বিষয়; মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত কোনও বিধায়কই স্থান পাননি এই পর্ষদে। পরিবর্তে প্রাধান্য পেয়েছেন বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ বিধায়করা।

বিধানসভার অন্দরে বিএ কমিটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। অধিবেশনের সময়সূচি, আলোচ্য বিষয়, বিল উত্থাপন ও পাশের সময় নির্ধারণ, বিভিন্ন প্রস্তাবের উপর আলোচনার সময় বণ্টন; সব ক্ষেত্রেই এই কমিটির সুপারিশ কার্যত চূড়ান্ত গুরুত্ব বহন করে। ফলে কমিটির গঠনকে শুধু প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত হিসেবে নয়, রাজনৈতিক বার্তা হিসেবেও দেখা হচ্ছে।

নতুন কমিটিতে পূর্ণাঙ্গ সদস্য হিসেবে রয়েছেন বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিরোধী দলের মুখ্য সচেতক আখরুজ্জামান এবং শাসক দলের মুখ্য সচেতক অম্লান ভাদুড়ি। এছাড়া নিশীথ প্রামাণিক, দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল, দীপক বর্মন, তাপস রায়, শঙ্কর ঘোষ, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, স্বপন দাশগুপ্ত, শারদ্বত মুখোপাধ্যায়-সহ একাধিক বিধায়ককে রাখা হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের নজর কেড়েছে ঋতব্রত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত বিপ্লব মিত্র ও সমীর কুমার জানার অন্তর্ভুক্তিও। শুধু পূর্ণাঙ্গ সদস্য নয়, আমন্ত্রিত সদস্যদের তালিকাতেও রয়েছে রাজনৈতিক বার্তা। আইএসএফের নওশাদ সিদ্দিকী, কংগ্রেসের মোহতাব শেখ এবং সিপিআইএমের মহম্মদ মোস্তাফিজুর রহমানকে রাখা হয়েছে এই তালিকায়। ফলে বিরোধী শিবিরের বিভিন্ন অংশকে আলোচনার প্রক্রিয়ায় যুক্ত রাখার চেষ্টা স্পষ্ট বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকদের একাংশ।

একই সঙ্গে ঋতব্রতপন্থী হিসেবে পরিচিত সন্দীপন সাহা ও জাভেদ আহমেদ খানের অন্তর্ভুক্তি বিধানসভার অন্দরে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলেও মত রাজনৈতিক মহলের। অন্যদিকে মমতাপন্থী বিধায়কদের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে শাসক শিবিরের অন্দরেও।

তাঁরাই আসল তৃণমূল, জ্ঞানেশ কুমারকে বোঝাবেন ঋতব্রতরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূলকে নিজেদের দল দাবি করে এবার দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে যেতে চাইছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়েরা। ইতিমধ্যেই কমিশনের সঙ্গে দেখা করার সময় চেয়েছে 'বিদ্রোহী' তৃণমূল। ঋতব্রত শিবিরের তরফে জানানো হয়েছে, কমিশন তাঁদের সময় দিলেই দিল্লির নির্বাচন সদনে যাবেন তাঁরা।

ঋতব্রত-শিবির সূত্রে খবর, সোমবারের বৈঠকে তাঁরা যে দলের জাতীয় কর্মসমিতি গঠন করেছেন, তার তালিকা কমিশনকে দেওয়া হবে। পরিষদীয় শক্তির বিচারে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের পাশাপাশি দলের সাংগঠনিক রাশও যে তাঁদের দিকে, তা দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে বোঝাবেন ঋতব্রতরা। তৃণমূলের এক বিদ্রোহী বিধায়কের কথায়, 'আমরা কমিশনের কাছে দেখা করার সময় চেয়েছি। কমিশনের সদর দফতর থেকে অনুমতি দেওয়া হলেই আমরা দিল্লি গিয়ে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরব।' ঋতব্রতদের এই পদক্ষেপকে অবশ্য কটাক্ষ করেছে কালীঘাট তৃণমূল। শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ওঁদের তো আইনের জ্ঞান প্রচুর। যেখানে খুশি যাক।'

প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, কমিশন দেখা করার সময় দিলে আগামী সপ্তাহেই দিল্লি যাবেন ঋতব্রতরা। ১০ জনের একটি প্রতিনিধিদল দেখা করবেন কমিশনের আধিকারিকদের সঙ্গে। কেন তাঁদের 'আসল' তৃণমূলের মর্যাদা দেওয়া হবে, তা 'প্রমাণ'-সহ তুলে ধরবেন ওই প্রতিনিধিরা। মঙ্গলবারই কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দপ্তরে গিয়েছিলেন তৃণমূলের 'বিদ্রোহী' বিধায়কদের বেশ কয়েক জন। সূত্রের খবর, নতুন তৃণমূলের কর্মসমিতির ৩০ জন সদস্য-সহ পদাধিকারীদের নাম এবং সোমবারের বৈঠকের কার্যবিবরণী সিইও দফতরে জমা দেন ঋতব্রতেরা। সিইও দফতর থেকে বেরিয়ে রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বলেন, 'আমরা কমিশনের কাছে কোনও স্মারকলিপি জমা দিতে আসিনি। কিছু নথি দিয়েছি। সেগুলি প্রকাশ্যে আনা যায় না।'

প্রসঙ্গত, সোমবার ঋতব্রতদের বৈঠকের পরে রাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে তৃণমূলের চেয়ারপার্সন দাবি করে জাতীয় কর্মসমিতির তালিকা জমা দিয়েছিলেন নির্বাচন কমিশনে।

মহরমে অস্ত্র প্রদর্শন ও নতুন মিছিলে নিষেধাজ্ঞা কলকাতা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন মহরমকে কেন্দ্র করে কলকাতা জুড়ে বের হওয়া শোভাযাত্রাগুলির জন্য একগুচ্ছ বিধিনিষেধ জারি করল কলকাতা পুলিশ। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যেই এই নতুন নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে বলেই পুলিশ সূত্রে খবর। কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এ বছর কোনও নতুন মহরম শোভাযাত্রার অনুমতি দেওয়া হবে না। শুধুমাত্র আগে থেকে নিয়মিতভাবে আয়োজিত এবং প্রচলিত শোভাযাত্রাগুলিকেই নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন দেওয়া হবে।

কলকাতার চিৎপুর, শিয়ালদহ, রাজাবাজার, পার্ক সার্কাস, তোপসিয়া, খিদিরপুর, ওয়াটগঞ্জ ও টালিগঞ্জ-সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রতিবছর মহরম উপলক্ষে তাজিয়া মিছিল বের হয়।

সম্পাদকীয়

প্রতিবছরই কমছে পড়ুয়ার সংখ্যা, কলকাতার সরকারি কলেজগুলির ভবিষ্যৎ কী?

গত কয়েক বছর ধরেই চলছে এই প্রবণতা। ক্রমশ কমছে স্নাতকস্তরে পড়ুয়ার সংখ্যা। উচ্চ মাধ্যমিক শেষে আর ভিড় নেই কলকাতার নামী, দামি সরকারি কলেজের ক্যাম্পাসে। এমনিতে অনলাইনের দৌলতে কলেজে ভর্তির প্যাটার্নটাই বদলে গিয়েছে। রাতজেগে লাইন, ফর্ম তোলা, ভর্তি, হুড়োহুড়ি এসব উধাও অনেকদিন। বাস্তব ছবিটা বলছে শহর কলকাতার ‘কুলীন’ কলেজগুলিতে ভর্তি হতে আর আগ্রহী নয় পড়ুয়ারা। এমনিতেই ২০২৩ সাল থেকে চার বছরের স্নাতক কোর্স চালু হওয়ার পর থেকে পড়ুয়াদের বড় অংশ মুখ ফিরিয়েছে ডিগ্রি কোর্স থেকে। তারা যাচ্ছেন পেশাগত কোর্স বা টেকনিক্যাল কোর্সে। পড়ুয়া কমার একটা বড় কারণ এটি। কিন্তু তা বলে যে হারে পড়ুয়ার সংখ্যা কমছে তা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। গত ২০২৩ ও ২০২৪ সালেও কলকাতার নামী, দামী সরকারি কলেজগুলিতে আসন ফাঁকা পড়েছিল ১০ থেকে ৩০ শতাংশের কাছাকাছি। গত বছর ২০২৫ সালের ছবিটা আরও খারাপ। কারণ, ওই বছর পূর্বতন রাজ্য সরকার ওবিসি শংসাপত্র নিয়ে টালবাহানা করায় ভর্তি শুরু হয় প্রায় মাস দু’য়েক পর। ফলে পড়ুয়ার সংখ্যা আরও কমে যায়। এভাবেই চলছে। পূর্বতন সরকারের শিক্ষা দফতরের এ নিয়ে কোনও মাথাব্যথা ছিল বলে শোনা যায়নি। এখন প্রশ্ন হল, এই পরিস্থিতিতে কলকাতার প্রাচীন, ঐতিহ্যশালী সরকারি কলেজগুলির ভবিষৎ কী? সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। চলতি বছরের এখনও পর্যন্ত যে ছবি সামনে এসেছে, সেটাও উদ্বেগজনক। তথ্য বলছে, স্নাতকে ভর্তির নিরিখে কলকাতার তুলনায় এগিয়ে মফস্ সলের কলেজগুলি। কলকাতার তুলনায় শহরতলি ও জেলার কলেজগুলিতে ভর্তির সংখ্যা বেশি। এমনকি ভর্তির নিরিখে রাজ্যের প্রথম ১৫টি কলেজের তালিকায় কলকাতার একটি কলেজও নেই। উল্টে তাদের টেক্কা দিচ্ছে, উত্তর ২৪ পরগনার গোবরডাঙা হিন্দু কলেজ, বহরমপুর কলেজ, হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া কলেজ। কলকাতার কলেজগুলির জন্য মোট অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৯৩ হাজার। অথচ, এবার এখনও পর্যন্ত মাত্র ৩৩ হাজার ভর্তি হয়েছে। এই তো অবস্থা! নতুন সরকারের শিক্ষামন্ত্রী কী ভাবছেন?

শব্দছক ১৯৯

রবি দাস

১	২		৩	■	৪		৫
৬		■	৭		৬	■	৭
	■	৮		■	■	৯	
১০	১১		■	১২	১৩		■
■	১৪			■	১৫		১৬
১৭		■	■	১৮		■	
	■	১৯			■	২০	
২১			■	২২			

পাশাপাশি: ১. পরিজন ৪. খড়গ ৬. শক্তির শাসক ৭. অঙ্কশাস্ত্র ৮. জলাশয়ের উঁচু স্থান ৯. নিশানা ১০. প্রকার ১২. পাহাড় সম্বন্ধীয় ১৪. মৃত্যু ১৫. জন্মেছে যে ১৭. চাউল ১৮. আপন নয় যে ১৯. দয়াহীন ২০. ফুল দিয়ে গাঁথা হার ২১. ময়ূরপুচ্ছ ২২. এক নাগাড়ে

ওপর-নিচ: ১. পশুর মত আচরণ ২. নিঃস্ব ৩. কৌতুক ৪. সপ্ত ৫. কাঁটা ৮. পাপকর্মকারী ৯. তাড়ানো হয়েছে যাকে ১১. পদ্ম ১৩. সহস্র ১৬. শ্বেতপদ্ম ১৭. ধূর্ত ১৮. প্রথম ১৯. কদমফুল ২০. জননী

সমাধান ১৯৮ — পাশাপাশি: ১. সমুদ্র ৫. পদলেহন ৮. অকাতর ৯. কিম্বা ১২. কায়া ১৩. অমত ১৫. বেহারা ১৬. বলি ১৭. বাতাস ১৮. ভয় ১৯. বাস ২০. নজর

ওপর-নিচ: ২. নিশিকাল ৩. নাদ ৪. গেহ ৫. পরকিয়া ৬. লেজ ৭. নক্ত ১০. কাম ১১. সবেদা ১২. কারাবাস ১৩. অলি ১৪. তন্ময় ১৬. বসন ১৮. ভর

আজকের দিন

■ **১৯৮৩** — ভারতীয় ক্রিকেট দল ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো প্রুডেনশিয়াল বিশ্বকাপ জয় করে।

■ **১৯৯৭** — কিংবদন্তী ফরাসি জীববিজ্ঞানী ও সমুদ্রবিজ্ঞানী জ্যাক কুস্তো পরলোকগমন করেন।

■ **২০০৯** — বিশ্বখ্যাত আমেরিকান গায়ক-গীতিকার ও নৃত্যশিল্পী মাইকেল জ্যাকসনের মৃত্যু।

জন্মদিন

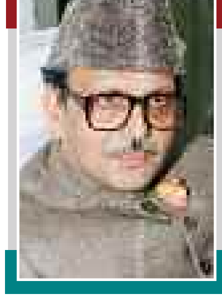

১৯২৪ বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক মদনমোহনের জন্মদিন।

১৯৩১ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংয়ের জন্মদিন।

১৯৭৪ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী করিশ্মা কাপুরের জন্মদিন।

বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং

গোডাউন ভর্তি সরকারি স্কুলের জুতো, খাতা পাচারের চেষ্টা গাজলে

আটক তৃণমূল নেতা-সহ এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গোডাউন ভর্তি কয়েক হাজার স্কুল পড়ুয়াদের জুতো মজুদ করা রয়েছে। তার সঙ্গে রয়েছে অসংখ্য সরকারি স্কুলের খাতা। সেই গোডাউন থেকেই একটি সিএনজি গাড়ি করেই জুতো ও সরকারি স্কুলের খাতা পাচারের সময় এক তৃণমূল কর্মী ও সিএনজির চালককে হাতেনাতে ধরে ফেললো গ্রামবাসীরা। বুধবার দুপুরে এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গাজোল থানার রানিগঞ্জ ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কমলডাঙা এলাকায়। উত্তেজনা ছড়াতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। ওই তৃণমূল কর্মী এবং গাড়ি চালককে আটক করে নিয়ে যাওয়ার সময় বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীরা দু’জনকে পচা ডিম ছুঁড়ে প্রতিবাদ জানায়।

প্রতিবাদী গ্রামবাসী বিজয় ভুঁইমালি বলেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন ধরেই মিলটন বিশ্বাসকে এরকমভাবে সরকারি স্কুলের খাতা ও জুতার সরবরাহ করতে দেখছি। কিন্তু ওর কাছে এইসব সরবরাহ করার ক্ষেত্রে কোন বৈধ কাগজপত্র নেই। ওর গোডাউনে অসংখ্য স্কুলের জুতো, খাতা রয়েছে। এগুলো কোথা থেকে আসছে, তার উৎস কি, আর এগুলো কোথায় সরবরাহ করা হচ্ছে তার সঠিক উত্তর আমরা পাই নি। তাই অনুমান করা হচ্ছে সরকারি স্কুলের জুতো ও খাতা বেআইনিভাবে বাইরে কোথাও বিক্রির উদ্দেশ্যেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তাই ওই গাড়ি আটকিয়েই পুলিশকে তুলে দেওয়া হয়েছে।’ কমলডাঙা এলাকার বিজেপি নেতা গোবিন্দ দাস বলেন, ‘মিল্টন বিশ্বাস একজন তৃণমূল কর্মী। দীর্ঘদিন ধরেই তার বিরুদ্ধে এরকম বেআইনি কাজ কর্মের অভিযোগ রয়েছে। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীদের স্কুল জুতো এবং সরকারি স্কুলের খাতা কোথা থেকে পেল সেই উত্তর ওই তৃণমূল কর্মী দিতে পারে নি। তার কোন কাগজও দেখাতে পারে নি। তাই আমাদের ধারণা চোরাপথে এগুলো বাইরে পাচার করা হচ্ছে।’ যদিও নিজের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন মিল্টন বিশ্বাস নামে ওই যুবক। তিনি বলেন, ‘ভিত্তিহীনভাবে এখানে রাজনৈতিক রঙ লাগানো হচ্ছে। ২০২৫ সালের নথি তাঁর কাছে রয়েছে। এই জুতো ও সরকারি খাতাগুলি বৈষ্ণবনগর থানার বেদরাবাদ এলাকার কোনও একটি জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।’ তবে কি কারণে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তার উত্তর পরিষ্কার ভাবে দিতে পারে নি সে। ওই সিএনজি চালক সঞ্জীব মন্ডল বলেন, ‘আমাকে বৈষ্ণবনগর স্কুলের খাতা ও জুতো গাড়িতে করে সরবরাহ করতে বলা হয়েছিল। এর বেশি কিছু জানি না।’ গাজোল থানার পুলিশ জানিয়েছে, কমলডাঙা গ্রামের মানুষের বিক্ষোভের মুখে পড়ে ওই দুজনকে আপাতত আটক করা হয়েছে। সরকারি স্কুলের এত বিপুল পরিমাণ খাতা এবং পড়ুয়াদের জুতোর মজুদ ও সরবরাহ করার সমস্ত তথ্য তদারকি করে দেখা হচ্ছে। বেআইনি কাজ হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে জালিয়াতি!

কয়েক কোটির আর্থিক তছরুপ কাঠগড়ায় গ্রাহক সেবা কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সাধারণ গ্রামবাসীদের ব্যাংক একাউন্টের জালিয়াতি করে কয়েক কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ উঠল একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের অধীনে থাকা গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। বুধবার বিষয়টি নিয়ে ইংরেজবাজার থানার কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের নিত্যানন্দপুর গ্রামের ওই গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের সামনে কয়েক হাজার গ্রামবাসী হাতে নিজেদের ব্যাংক একাউন্টের বই নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট এলাকায় একটি রাষ্ট্রয়ত্ত ব্যাংকের গ্রাহক সেবা কেন্দ্র রয়েছে। এই গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের মালিক সত্যজিৎ লালা সরল গ্রামবাসীদের বোকা বানিয়ে বিভিন্ন ছলে প্রায় দুই কোটি টাকা তছরুপ করেছে বলে অভিযোগ। সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের নিত্যানন্দপুর, শ্রীরামপুর, চন্ডিপুর-সহ একাধিক গ্রামের বাসিন্দাদের প্রতারিত। খবর পেয়ে পরিস্থিতি সামলাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

বিক্ষোভকারী ইতি মণ্ডল, বিপ্লব ঘোষ, বীরেন মণ্ডল বলেন, ‘আমাদের কারোর অ্যাকাউন্টে ৫ লক্ষ, কারোর অ্যাকাউন্টে ৭ লক্ষ, এমনকি ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অভিনব কায়দায় তুলে নেওয়া হয়েছে। যখনই আমরা টাকা জমা দিতে যেতাম সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুতভাবে ব্যাংকের বই আপডেট করে সেই জমা দেওয়ার টাকার মূল্য দেখিয়ে দিত। স্বাভাবিকভাবেই আমরা ধরে নিতাম নিয়মিত ব্যাংকে টাকা জমা পড়ছে। এমনকি টাকা তোলার সময় একাধিকবার ডিজিটাল গ্যাজেটে আঙুলের ছাপ নেওয়া হত, আর বলা হতো লিঙ্ক ফেলিওর এবং পরে আসতে। এরই মধ্যে যে টাকা তোলার কারচুপি চলছিল তা কেউ বুঝতেই পারিনি। কারোর আবার মোবাইলে মেসেজ আসলেও, সেটিও ভুল বুঝিয়ে দেওয়া হতো। বেশকিছু গ্রাহকেরা ইংরেজবাজার শহরের মূল ব্রাঞ্চে এসে নিজেদের জমানো টাকার ব্যাপারে জানতে গেলেই একের পর এক আসল তথ্য বেরিয়ে আসে।’

বিক্ষোভকারী ইতি মণ্ডল, বিপ্লব ঘোষ, বীরেন মণ্ডল বলেন, ‘আমাদের কারোর অ্যাকাউন্টে ৫ লক্ষ, কারোর অ্যাকাউন্টে ৭ লক্ষ, এমনকি ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অভিনব কায়দায় তুলে নেওয়া হয়েছে। যখনই আমরা টাকা জমা দিতে যেতাম সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুতভাবে ব্যাংকের বই আপডেট করে সেই জমা দেওয়ার টাকার মূল্য দেখিয়ে দিত। স্বাভাবিকভাবেই আমরা ধরে নিতাম নিয়মিত ব্যাংকে টাকা জমা পড়ছে। এমনকি টাকা তোলার সময় একাধিকবার ডিজিটাল গ্যাজেটে আঙুলের ছাপ নেওয়া হত, আর বলা হতো লিঙ্ক ফেলিওর এবং পরে আসতে। এরই মধ্যে যে টাকা তোলার কারচুপি চলছিল তা কেউ বুঝতেই পারিনি। কারোর আবার মোবাইলে মেসেজ আসলেও, সেটিও ভুল বুঝিয়ে দেওয়া হতো। বেশকিছু গ্রাহকেরা ইংরেজবাজার শহরের মূল ব্রাঞ্চে এসে নিজেদের জমানো টাকার ব্যাপারে জানতে গেলেই একের পর এক আসল তথ্য বেরিয়ে আসে।’ মালদার ওই রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার প্রবীণ কুমার জানিয়েছেন, ‘বিভিন্ন অভিযোগ এবং ওই গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের স্ট্যাটাস দেখে মনে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করে অভিনব কায়দায় অসংখ্য গ্রাহকদের সঙ্গে আর্থিক প্রতারণা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রতারিত গ্রাহকদের ব্যক্তিগতভাবে লিখিত অভিযোগ জমা দিতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি পুরো বিষয়টি নিয়ে ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।’

৫০ লক্ষ টাকার দাবি, আটক করে মারধর ও প্রাণনাশের হুমকি!

বিষ খেয়ে আত্মঘাতী তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়ার পর, জোর করে আটকে করা হয় মারধর। তার সাথে চলে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ। প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি। একের পর এক অভিযোগের জেরে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন এক তৃণমূল নেতা বলে দাবি মৃতের পরিবারের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় পূর্ব বর্ধমান জেলার দেওয়ানদিঘি থানার জাগাদাবাদ- পাঁচকুলা এলাকায়। জানা গিয়েছে, মৃত তৃণমূল নেতার নাম স্বরূপ রানা (৪৬)। পরিবারের অভিযোগ, কয়েকজন বিজেপি কর্মীর তরফ থেকে লাগাতার হুমকি দেওয়া হচ্ছিল তাঁকে। শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের কারণেই এই চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন স্বরূপ। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। মৃতের ভাই এর অভিযোগ, কয়েকদিন আগে শ্যামল হাজরা, লক্ষ্মীরাম হাসদা, কানাই খাঁ, গদা প্রামাণিক, অজয় খাঁ, বিশ্বনাথ ঘোষ, প্রভাকর ঘোষ, সুশান্ত ঘোষ, ছন হাসদা-সহ আরও কয়েকজন তাঁদের বাড়িতে আসেন। সেই সময় বাড়িতে ছিলেন স্বরূপ রানা, তাঁর স্ত্রী এবং নাবালিকা কন্যা। অভিযোগ, কোনও কারণ ছাড়াই অভিযুক্তরা বাড়িতে ঢুকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে এবং স্বরূপ রানা প্রতিবাদ করতেই তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়। পরিবারের নিরাপত্তার কথা ভেবে সেই সময় তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যান। অভিযোগ আরও, গত ২২ জুন লক্ষ্মীরাম হাসদা পুনরায় ফোন করে স্বরূপ রানাকে হুমকি দেন। এরপর ওই দিন রাত প্রায় আটটা নাগাদ হাজরাপাড়ার একটি আড়তে ডেকে পাঠানো হয় তাঁকে। পরিবারের দাবি, সেখানে পৌঁছানোর পর অভিযুক্তরা তাঁকে ঘিরে ধরে এলোপাথাড়ি কিল, চড় ও ঘুষি মারে। শুধু তাই নয়, তাঁর কাছে ৫০ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়। টাকা দিতে অস্বীকার করলে জোরপূর্বক একটি কাগজে লিখিয়ে ও স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। পরিবারের দাবি, ওই লিখিত কাগজে স্বরূপ রানার কাছ থেকে এমন একটি মুচলেকা নেওয়া হয় যাতে উল্লেখ ছিল, সাত দিনের মধ্যে টাকা না দিলে তাঁর স্ত্রী ও নাবালিকা কন্যাকে কুপিয়ে হত্যা করা হবে। এই ঘটনার পর থেকেই স্বরূপ রানা চরম মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলে পরিবারের সদস্যদের দাবি। অবশেষে গত ২৩ জুন গভীর রাতে বাড়িতে বিষ পান করেন স্বরূপ রানা। পরিবারের সদস্যরা অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বিজেপির মুখপাত্র ডক্টর শান্তরূপ দে বলেন, ‘ভারতীয় জনতা পার্টির কোনও কর্মী বা নেতা এই ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকতে পারেন না। যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তারা তৃণমূলেরই অনুগামী বা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সঙ্গে জড়িত হতে পারে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিজেপির নাম জড়ানো হচ্ছে। তবে যদি বিজেপির কোনও ব্যক্তি এই ধরনের অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তাহলে দল এবং প্রশাসন কোনও রং না দেখে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে।’ দন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শিবের গাজনে বিনামূল্যে ঝালমুড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের আগে ঝারগ্রামে সভা শেষে একটি দোকানে ঝালমুড়ি খেয়েছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর এই ঝালমুড়ি খাওয়াকে কটাক্ষ করেছিল তৎকালীন শাসক তৃণমূল। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রধানমন্ত্রীর ঝাল মুড়ি খাওয়া কে কটাক্ষ করেছিলেন। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের রাজ্যপাল আবেদনের পর বিজেপির পক্ষ থেকে দিকে দিকে মানুষকে ঝালমুড়ি খাওয়ানো হচ্ছে। এই ঝালমুড়ির রেশ শুধুমাত্র পশ্চিমবাংলাতেই নেই বাংলা ছাড়িয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়েছে। এবার ইন্দাস বিধানসভার বিজেপির বিধায়ক নির্মল কুমার ধারার উদ্যোগে ইন্দাস বিজেপি মন্ডল ওয়ারের পক্ষ থেকে এলাকার বিজেপি কর্মীরা ইন্দাসের দিবাকর বাটিতে অনুষ্ঠিত হওয়া বাবা বুড়ো শিবের আবাল গাজনে একটি ঝালমুড়ির স্টল করে। সেখ ানে বিনিমূল্যে আড়াই থেকে তিন হাজার মানুষকে ঝালমুড়ি খাওয়ানো হয়। বিজেপির বিভিন্ন পদাধিকাররা নিজেরাই ঝালমুড়ি তৈরি করে মানুষের হাতে তুলে দেন। তারা জানান, এটা তাদের প্রতীকী প্রতিবাদ। এবং বিজেপির জয়ের আনন্দ মানুষের সাথে ভাগ করে নেওয়া।

দিবাকর ঘরামির সুস্থতা-কামনায় তারা মায়ের পুজো বিজেপি নেতৃত্বের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী দিবাকর ঘরামির দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করে তারাপীঠ মন্দিরে মায়ের কাছে পুজো দিলেন নিত্যানন্দপুরের বিজেপি নেতৃত্ব। দীর্ঘ ১৫ বছরের তৃণমূল কংগ্রেসের অবসান ঘটিয়ে ২০২৬ সালের চৌঠা মে রাজ্যে ক্ষমতায় আসে পদ্ম শিবির। তারপর থেকেই রাজ্য শুরু হয়েছে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ। ইতিমধ্যেই রাজ্যের মন্ত্রিসভা গঠন হয়েছে এবং পেশ হয়েছে রাজ্য বাজেট। যে বাজেটে সাধারণ মানুষদের একাধিক উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের নিত্যানন্দপুরের বিজেপি নেতৃত্বরা তারাপীঠে মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা হলে এবং সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামী মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলে তারাপীঠ মায়ের মন্দিরে এসে তারা পুজো দেবেন। তাদের সেই আশা পূরণ হয়েছে। মা তাদের প্রার্থনা শুনেছেন। তাই সোনামুখী বিধানসভার বিজেপির আইটি কনভেনার, নিত্যানন্দপুর বুথের বিজেপির সভাপতি চিরঞ্জিত বিশ্বাস, বেলোয়া বুথের বিজেপির সভাপতি অভিজিৎ মণ্ডল এবং সুদীপ রায় ও নারায়ণ পাল-সহ অন্যান্য বিজেপির কার্যকর্তারা তারাপীঠ মায়ের মন্দিরে রাজ্যের সমবায় বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী দিবাকর ঘরামির দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করে পুজো দিলেন। সোনামুখী বিধানসভার বিজেপির আইটি কনভেনার অক্ষয় সরকার বলেন, ‘আজকে আমরা অনেক গর্বিত ও আনন্দিত কারণ সোনামুখী বিধানসভার বিজেপির জনপ্রিয় বিধায়ক দিবাকর ঘরামি রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন এবং রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তাই তার দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করে মায়ের কাছে পুজো দিলাম। আগামী দিনে তিনি মানুষের জন্য কাজ করুক এবং তিনি আরও বড় জায়গায় পৌঁছাক এই প্রার্থনা করলাম।

বৃদ্ধার সই জাল করে জমি হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

কাঠগড়ায় তৃণমূল প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: এবার বৃদ্ধার সই জাল করে জমি হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ দায়ের হলো তৃণমূলের পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে। রাজ্যে সরকার বদলের পরেই ওই অসহায় বৃদ্ধা প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন। নিজের জমি ফেরত পাওয়ার পাশাপাশি সই জাল করে জমি হাতানোর অপরাধে প্রধানের শাস্তির দাবি করছেন বৃদ্ধা বন্দনা ভট্টাচার্য। ঘটনাটি ঘটেছে হাসনাবাদ থানা এলাকার ভেবিয়া পঞ্চায়েতের সাদিগাছি এলাকায়। অভিযুক্ত প্রধানের নাম ওলিউল মণ্ডল। অসহায় বৃদ্ধা বন্দনা ভট্টাচার্য ২০১৯ সালে এই সাদিগাছি এলাকায় বেশ কিছু জমি কেনেন। এরপর বেশ কয়েক বছর কেটে যাওয়ার পর তিনি হঠাৎই জানতে পারেন যে তার জমির বেশ কিছু অংশ ভেবিয়া পঞ্চায়েতের প্রধান ওলিউল মণ্ডলের স্ত্রী তহমিনা পারভিন মন্ডল এর নামে রেকর্ড হয়ে গেছে। এরপর বন্দনা ভট্টাচার্য বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর নিতে থাকে। তখন তিনি জানতে পারেন যে ওই তৃণমূলের প্রধান ওলিউল মণ্ডল বৃদ্ধার এর সই জাল করে তার জমি স্ত্রী তহমিনা পারভিন মন্ডল এর নামে করে নিয়েছে। এরপর বৃদ্ধা সমস্ত প্রমাণ-সহ তৃণমূল সরকারের আমলেই হাসনাবাদের বিএলআরও অফিসে লিখিত অভিযোগ করেন। পাশাপাশি হাসনাবাদ থানাতেও লিখিত অভিযোগ করেন। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। এরপর সরকারের পালাবদলের পর বৃদ্ধা আবার আশায় বুক বেঁধেছেন। তিনি আবার বিচারের আশায় এবং নিজের জমি ফেরত পাওয়ার আশায় আবারো হাসনাবাদ থানায় এবং হাসনাবাদ বিএলআরও অফিসে অভিযোগ দায়ের করেছেন। যদিও এই পুরো বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন তৃণমূলের প্রধান ওলিউল মণ্ডল। তিনি বলেন, ‘ওই বৃদ্ধার জমি যেখানে তার পাশে আমার স্ত্রীর জমি আছে। আমাকে চক্রান্ত করে ফাঁসানোর জন্য কেউ বা কারা ওই বৃদ্ধার জমি আমার স্ত্রীর নামে রেকর্ড করিয়ে দিয়েছে। এই বিষয়ে আমি বিন্দুমাত্র কিছুই জানিনা। আমি যখনই জানতে পেরেছি তখনই বিএলআরও অফিসে লিখিত জানিয়েছি যে ওই বৃদ্ধার জমি ওনার নামে করে দেওয়া হোক। কিন্তু যে কোন কারণবশত এখনো সেটা হয়নি। আমি ইচ্ছাকৃতভাবে এই কাজ করিনি।’

বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ছাত্রের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বাইকে টিউশন পড়তে যাওয়ার পথে বালি বোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রের। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার মাটিয়া থানার অন্তর্গত চাঁপাপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজাপুর পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায়। মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাল ওই দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কাজিপোতা এলাকার বাসিন্দা রিয়াজ মণ্ডল নামে ওই ছাত্র এদিন টিউশন পড়তে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাইক নিয়ে চাঁপাপুকুরের দিকে রওনা হয়েছিল। রাজাপুর পেট্রোল পাম্পের কাছে পৌঁছেতেই বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বালি বোঝাই ভারী লরির সঙ্গে তার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটি রাস্তার ধারে থাকা একটি বৈদ্যুতিক খুঁটিতেও ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই গুরুতর জখম হয় ওই ছাত্র। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে সেখানে চিকিৎসকরা রিয়াজকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাটিয়া থানার পুলিশ। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটিকে উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে। তবে দুর্ঘটনার পর থেকেই লরির চালক পলাতক বলে জানা গিয়েছে। এই অকাল মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘাতক গাড়ির চালকের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

ভাগীরথীর উপর হবে সেতু নির্মাণ, খুশি দুই জেলার মানুষ

জুড়ে যাবে কালনা ও শান্তিপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এবার ভাগীরথী নদীর উপরে তৈরি হবে সেতু, জুড়ে যাবে কালনা ও শান্তিপুর। সেতু নির্মাণ হলে সড়ক পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে। তৃণমূল আমলে শুধু জুটেছিল প্রতিশ্রুতি, কিন্তু কোনও কাজ হয়নি, কালনা ফেরি ঘাটের উপর ভরসা করে যাতায়াত করে দিনে প্রায় কয়েক লক্ষ নানুষ এবং কয়েকশো ভারী যানবাহন। দীর্ঘ দিন ধরে দুই পারের মানুষদের দাবি ছিল একটি পাকা সেতুর। নতুন সরকার আসায় সোমবার বিধান সভায় বাজেট পেশ হয়। সেই বাজেটে কালনা ও শান্তিপুর সেতু তৈরির অর্থ ঘোষণা করেন রাজ্যের অর্থ মন্ত্রী স্বপন দাসগুপ্ত। এই খবরে খুশি কালনাবাসীরা, এই সেতুর পথ ধরে কয়েক মিনিটের মধ্যে পূর্ব বর্ধমানের কালনা থেকে নদীয়ার শান্তিপুর যেতে পারবেন মানুষ। শুধু দুই পরের সংযোগ হবে তা নয়, উত্তর বঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গ যোগাযোগ স্থাপন হবে, চাষী থেকে ব্যাবসায়িরা ও চিকিৎসা-সহ নানান সুবিধা খুব সহজেই খুব অল্প খরচে পাবেন মানুষরা এমনটাই দাবি করেছেন এলাকার মানুষ।

দশহরাকে কেন্দ্র করে বাঁকুড়ার অযোধ্যা গ্রামে ঐতিহ্যবাহী মনসা পূজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দশহরা উপলক্ষে বাঁকুড়া জেলার অযোধ্যা গ্রামে মহাধুমধামে পালিত হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী মনসা পূজা। এই পূজাকে কেন্দ্র করে বসেছে বিশাল মেলা। আত্মীয়স্বজন ও পরিযায়ী মানুষজনও বাড়ি ফিরে এসেছেন এই উৎসবে সামিল হতে। গ্রামবাসীদের কাছে এই মনসা পূজার গুরুত্ব এতটাই বেশি যে, দুর্গাপূজার থেকেও বড় আকারে এই উৎসব পালিত হয় বলে জানা যায়। মা মনসার প্রতি ভক্তি নিয়ে সকাল থেকেই মন্দির চত্বরে ভিড় জমিয়েছেন হাজার হাজার ভক্ত। ঢাক, ঢোল, কাঁসর-ঘণ্টার ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। মায়ের পূজার্চনা ও দর্শনের জন্য উপচে পড়ে মানুষের ভিড়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই দশহরার প্রস্তুতি প্রায় ১৫ দিন আগেই শুরু হয়। গতরাতে মূল দশহরা অনুষ্ঠিত হলেও, আজ সকাল থেকে ধুনাপোড়ানো ও গঙ্গাপূজার আয়োজন করা হয়। হাজার হাজার মানুষ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অযোধ্যা গ্রামের পাঁচটি পাড়া নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী এসে মায়ের আরাধনা করে। বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে রয়েছে পাঁচ পাড়ার ঐতিহ্যবাহী ‘ফুল ছোড়া’ অনুষ্ঠান, যা পূর্বপুরুষদের সময় থেকে চলে আসছে। এই প্রথায় অংশ নিতে প্রতি বছর বহু মানুষের সমাগম হয়। পুজোর অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ হল মায়ের ‘চাল’। প্রতি এক বছর অন্তর মা মনসার স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় হাজার হাজার ভক্ত মায়ের সঙ্গে শোভাযাত্রায় অংশ নেন। এই ঐতিহ্যবাহী পূজাকে কেন্দ্র করে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয় বলে জানা গিয়েছে। দেশ-বিদেশে বসবাসকারী গ্রামের বাসিন্দারাও এই সময়ে বাড়ি ফিরে এসে উৎসবে সামিল হন। বহু প্রাচীন ঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতিকে বুকে ধারণ করে বাঁকুড়ার অযোধ্যা গ্রামের এই দশহরা ও মনসা পূজা আজও মানুষের আবেগ, বিশ্বাস ও মিলনমেলার এক অনন্য নিদর্শন হয়ে রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসের পর তামান্না খুনে ধৃত আরও ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: রাজ্যে পালাবদলের পর অ্যাকশন মোডে পুলিশ। তামান্না খুনে গ্রেপ্তার আরও ২ জন। এনিয়ে মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা ১৩ জন। মঙ্গলবার নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করে তামান্নার মা সাবিনা ইয়াসমিন। মেয়ের খুনের বাকি দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি তুলে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছিল সাবিনা ইয়াসমিন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আশ্বাস দিয়েছিল। প্রকৃত দোষীরা কেউ ছাড়া পাবে না। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসের ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই ফের গ্রেপ্তার হল দু'জন। ধৃত দু'জনের নাম জিয়ারুল শেখ ও সাবির শেখ। মঙ্গলবার রাতে ধৃত দু'জনকে মুর্শিদাবাদের রেজিনগর ও নদিয়ার পলাশীপাড়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে কালীগঞ্জ থানার পুলিশ। দু'দিন আগেই সোমবার কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার অতুল ভি-এর কাছে তামান্না খুঁজে দোষীদের গ্রেপ্তার নিয়ে ডেপুটেশন দিয়েছিল বাম সংগঠন। জেলা পুলিশ সুপার অতুল ভি আশ্বাস দিয়েছিলেন ১০ থেকে ২০ দিনের মধ্যে বাকিদের গ্রেপ্তার করবে। পুলিশ সুপারের আশ্বাসের ৭২ ঘণ্টা কাটতে না কাটতে ফের গ্রেপ্তার হলো দু'জন।

প্রসঙ্গত, গত ২৩ শে জুন কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনের ফলাফলের দিন কালীগঞ্জের মোলান্দি গ্রামে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের ছড়া সকেট বোমার আঘাতে মৃত্যু হয়েছিল তামান্না খাতুনের। ঘটনার পর পুলিশ তদন্ত নেমে মোট ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল। বাকিদের গ্রেপ্তারের জন্য তামান্দার মা একাধিকবার কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়েছিল। একইভাবে রাজ্যে পালাবদলের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করে মঙ্গলবার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সাবিনা ইয়াসমিনকে আশ্বাস দিয়েছিলেন সেই মতো বিধানসভাতেও তামান্নার বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তার ২৪ ঘণ্টা কারখানা কাটতেই গ্রেপ্তার আরও দু'জন। যদিও এ বিষয়ে কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার অতুল ভি মেসেজ মারফত জানিয়েছেন, দু'জনকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে মুর্শিদাবাদ রেজিনগর ও পলাশীপাড়া এলাকা থেকে। ধৃতদের কৃষ্ণনগর জেলা আদালতে তোলা হলে, বিচারক ১০ দিনের পুলিশ হেপাজত মঞ্জুর করেছে।

ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু প্রাক্তন বায়ুসেনা কর্মীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক প্রাক্তন বায়ু সেনা কর্মীর। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুরে কাঁকসা মাস্টার পাড়া আড্ডার পাশে। মৃতের নাম অজয় কুমার মণ্ডল। বয়স ৬৪ বছর। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ এবং কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।ঘাতক ডাম্পার টিকে আটক করে পুলিশ। তবে ঘটনার পর গাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় চালক। স্থানীয়রা জানিয়েছেন,১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের কাঁকসার মাস্টার পাড়া সংলগ্ন আড্ডা পাশে সিগনাল সবুজ হতেই স্কুটিতে চেপে দুর্গাপুরের দিকে যাচ্ছিলেন ওই ব্যক্তি। ডাম্পারটিকে দ্রুত গতিতে অতিক্রম করার সময় অসাবধানতার কারণে ডাম্পারের সাথে স্কুটির সংস্পর্শ হয়। এরপরই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ওপর ওই ব্যক্তি পড়ে গেলে। ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তাঁর। কাঁকসা থানার পুলিশ ও কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয়দের দাবি, সিগন্যাল সচল এবং পুলিশকর্মীরা থাকা সত্ত্বেও কিছু মানুষ সিগন্যাল না মেনে রাস্তা পারাপার করেন ফলে যেকোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এই বিষয়ে প্রশাসন যদি আরও কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করে তবে ওই রাস্তার মোড়ে দুর্ঘটনা অনেকটাই কমে যাবে।

SBI মগরা শাখা (৪৭৮০), নিমতলা মোড়, জিটি রোড, মগরা, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১৪৮
যানবাহন নিলাম বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত কর্মকর্তার বিবরণ : নাম : শাখা ব্যবস্থাপক (মগরা), ই-মেইল আইডি : sbi.04780@sbi.co.in, মোবাইল নম্বর ৯৬৭৪৭ ১৩৮৮১

নিলামের মাধ্যমে যানবাহন বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

১. ব্যাংকের দখলে থাকা বন্ধকী গাড়িটি ১৩.০৭.২০২৬ তারিখে উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে "যেখানে যেমন অবস্থায় আছে" এবং "যা আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
২. আগ্রহী ক্রেতাদের নিলামের স্থানে সশরীরে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উন্মুক্ত নিলামটি মগরা শাখা প্রাঙ্গণে বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে।
গাড়ির বিস্তারিত :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম	ভেহিকেল মেক, মডেল এবং অন্যান্য বিস্তারিত	পার্কিং স্থান	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি পরিমাণ
১.	প্রয়াত তাপস নায়েক	**মেক :** মারুতি সুজুকি, **মডেল :** New Brezza ZXI **রেজি. নং :** WB 13D 1792 **ইঞ্জিন নং :** K15CN1049270 চেসিস নং : MA3RYHL1SSE630455 **বডির ধরন :** এসইউভি, **রং :** মাগমা গ্রে, **জ্বালান ধরন :** পেট্রোল	মগরা শাখা প্রেমিসেসের নিকট	৯,২৭,০০০.০০ টাকা	৯২,৭০০.০০ টাকা

৪. নিয়ম এবং শর্তাবলী : গাড়িটি "**যেখানে যেমন আছে**" এবং "**যেখানে যা আছে**" ভিত্তিতে নিলাম করা হবে।
ক) আগ্রহী ক্রেতাদের নির্ধারিত ফর্মে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। এর সাথে সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ সমপরিমাণ অর্থ 'বায়না জমা' হিসেবে জমা দিতে হবে। এই অর্থ 'এসবিআই মগরা শাখা' -এর অনুকূলে (অথবা নিলামের অন্যান্য স্থানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শাখার অনুকূলে) ব্যাংক ড্রাফট বা ব্যাংকার্স চেকের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে (কোনো নগদ অর্থ গ্রহণ করা হবে না)। নিলামের দিন বিকেল ৪টার আগে ঘটনাস্থলেই এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। এছাড়া, নিলামে অংশগ্রহণের আবেদনের (BID Application Form) সাথে জমা দেওয়ার জন্য সঠিক মূল পরিচয়পত্র এবং তার পর্যাপ্ত ফটোকপি সাথে আনার অনুরোধ করা হচ্ছে। সফল নিলামকারীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, নিলামের সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করে ব্যাংক থেকে 'বিক্রয় সনদ' সংগ্রহের সময় যেন তারা একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবি সাথে রাখেন।
খ) সংরক্ষিত মূল্যের চেয়ে কম দামের প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে না।
গ) ঋণগ্রহীতা বা তাঁদের আইনি উত্তরাধিকারীদের নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হবে না।
ঘ) ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত সফল নিলামকারীকে বিক্রয় নিশ্চিতকরণ পত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নিলাম মূল্যের অবশিষ্ট অর্থ (আমানতের অর্থ বাদ দিয়ে) ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে ব্যাংকে জমা দিতে হবে। রোড ট্যাক্স, বিমা ইত্যাদির মতো যেকোনো বিধিবদ্ধ পাওনা ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
ঙ) কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা নিলাম স্থগিত বা পিছিয়ে দেওয়ার অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে।
চ) গাড়ির রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধনের বিষয়টি নিলামকারীর নিজস্ব দায়িত্ব। নিলামের সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধের পর সংশ্লিষ্ট শাখা গাড়ি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হস্তান্তর করবে। নিলামকারীর নামে গাড়ির চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য এসবিআই মগরা শাখা বা অন্যান্য এসবিআই শাখা/কর্মকর্তারা কোনোভাবেই দায়ী থাকবেন না।

তারিখ : ২৫.০৬.২০২৬ | শাখা ব্যবস্থাপক/অনুমোদিত কর্মকর্তা
স্থান : মগরা | স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-২
জীবন সুধা বিল্ডিং, ৮ম তল, ৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১

কেস নং, আরসি/২০০/২০১৮
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বনাম নিতাই গৌর ভবন ও অন্যান্য
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এলডি. রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা, **কর্তৃক জারি করা ১৬-০৬-২০২৬** তারিখের আদেশ অনুসারে নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে ,
'দ্বারকা' নামে পরিচিত একটি সাত (জি+৬) তলা ভবনের প্রথম তলায় অবস্থিত ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ কমবেশি ৮০৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, গ্রাম- গৌরনগর, বামুনপুকুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত, হোল্ডিং নম্বর ৪৩৬১/২০৭, সেইসঙ্গে জমির আনুপাতিক শেয়ার এবং সাধারণ পরিষেবাগুলিতে আনুপাতিক অধিকার সহ মৌজা-বাউনপুকুর, জেএল নং-০৯, এলআর দাগ নং ১৩৭১/১৮১৭, আরএস দাগ নং-১৩৭১, এলআর খতিয়ান নং-১৩২৮, ৪৭৩৮ এবং ৪৭৩৯, আরএস খতিয়ান নং-৮৯৮, পোস্ট-শ্রী মায়াপুর, থানা-নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া, এডিএসআর নবদ্বীপ পশ্চিমবঙ্গ, ৭৪১৩১৩ এ অবস্থিত ।
ই-অকশনের মাধ্যমে **"যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে পাবলিক নিলামের মাধ্যমে এবং ট্রাইব্যুনালের চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে। ইচ্ছুক ক্রেতাদের ডিমান্ড ড্রাফ্ট/পে অর্ডার আকারে সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের @ ১০% একটি বায়না অর্থ জমা করতে হবে শুধুমাত্র রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতার অনুকূলে বা সার্টিফিকেট হোল্ডার ব্যাংকের পরামর্শ নিয়ে নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। উল্লিখিত আমানত সফল দরদাতার ক্ষেত্রে সমন্বয় করা হবে এবং ই-নিলাম প্রতিবেদন প্রাপ্তির পরে অন্য দরদাতাদের কাছে ফেরত দেওয়া হবে। সফল দরদাতাকে বিক্রয়ের পরের দিন বিকাল ৪টার মধ্যে বায়নার অর্থ সমন্বয় করার পর বিক্রয় আয়ের ২৫% জমা করতে হবে। পরের দিন ছুটির দিন বা রবিবার হলে প্রথম কার্যদিবসে, তা না হলে বায়না বাজেয়াপ্ত করা হবে।
ক্রেতাকে নিলাম বিক্রয়ের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫% জমা করতে হবে। যে রিজার্ভ মূল্যের নিচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না তা হল **৩,৫০,০০০/- টাকা (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)** রিজার্ভ মূল্যের ১% বিড বর্ধিত পরিমান হবে। অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে যেমনটি অত্র মামলায় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক গত **২৪.০৬.২০২৬** তারিখের আরসি/২০০/২০১৮ অনুযায়ী বিক্রয় ঘোষণাপত্রে জারি করা হয়েছে।
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে উল্লিখিত সম্পত্তি অনলাইন অকশনের (ই- অকশন) মাধ্যমে বিক্রি করা হবে যা **৩০.০৭.২০২৬** তারিখে বিকাল ৩.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম **http://drt.auctiontiger.net** এ ৩ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ। সম্ভাব্য দরদাতাকে **http://drt.auctiontiger.net** থেকে বিক্রয় ঘোষণা এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ডাউনলোড করতে হবে এবং **২৮.০৭.২০২৬** তারিখে বা তার আগে ডিমান্ড ড্রাফট/পে অর্ডারের মাধ্যমে রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা কলকাতায় প্রদেয় তাদের অফার ও বায়না অর্থ সহ নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে।
তবে নিলামের সময় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কোনো ত্রুটির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দায়ী থাকবে না।
ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সরাসরি নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারীদের/ইচ্ছুক ক্রেতাকে ই-অকশন প্রদানকারী কোম্পানি মাধ্যমে, যদি থাকে, লগইন করার জন্য এবং অন-লাইনের মাধ্যমে নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আরও নির্দেশনা সহ পাঠানো হবে।
অনুমোদিত নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী এর বিশদ - ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড এর মোবাইল নম্বর ৯৯৭৮৫৯১৮৮৮, ই-মেইল- **support@auctiontiger.net** ।
বিস্তারিত পদ্ধতি, নিয়ম ও শর্তাবলী এবং ই-নিলামের ক্ষেত্রে অন্য কোন সাহায্য/সহায়তার জন্য আগ্রহী দরদাতারা http://drt.auctiontiger.net ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন এবং ই-অকশন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের সহায়তার শ্রী প্রণবাশীষ মিত্র, মোবাইলঃ নং- ৯৮৩০৮১৪৫১৭ ইমেইল- **pranabasishmitra@gmail.com-এর** সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

স্বা/-
স্থান: কলকাতা | রিকভারি অফিসাব
তারিখ: ২৪.০৬.২০২৬ | . ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-২, কলকাতা

চন্দ্রকোনায় কেঠিয়া খালের উপর ঝুঁকির যাতায়াত

সমাধানের আশ্বাস বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দ্রকোনা: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনার ভগবন্তপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে কেঠিয়া নদী। ভগবন্তপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চাষিবাড় এলাকায় কেঠিয়া খালের ওপর একসময় পঞ্চায়েতের তৈরি একটি কাঠের সেতু ছিল। কিন্তু প্রায় পাঁচ বছর আগে বর্ষার প্রবল স্রোতে সেই সেতুটি ভেসে যায়। তারপর থেকে খাল পারাপারের জন্য কোন স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। বর্ষাকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের একমাত্র ভরসা নৌকা। আর গ্রীষ্মকালে হেঁটে খাল পারাপার হতে হয়। এরফলে শুধু ভগবন্তপুর ১ নয় ভগবান্তপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বহু গ্রামবাসীকে চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে। পাশাপাশি পশ্চিম মেদিনীপুরের সঙ্গে হুগলি ও বাঁকুড়া জেলার বহু মানুষের যাতায়াত এই খালপথের ওপর নির্ভরশীল। লোকসভা নির্বাচনের আগে খালের ওপর মোরাম ফেলে একটি অস্থায়ী রাস্তা তৈরি করেছিল তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত। তবে গত কয়েক দিনের টানা বৃষ্টিতে কেঠিয়া খালের জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় জলের তোরে সেই রাস্তার একটি অংশ ভেঙে গিয়েছে। ফলে খাল পারাপার এখন আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দারাই উদ্যোগ নিয়ে ভেঙে যাওয়া অংশে বাঁশের মাচা তৈরি করে অস্থায়ী যাতায়াতের ব্যবস্থা করেছেন। সেই বাসের কাঠামোর উপর দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে মোটরসাইকেল ও সাইকেল চলাচল করছে। এলাকাটি কৃষি নির্ভর হয় ভারী যানবাহন প্রবেশ করতে না পারায় সমস্যায় পড়েছেন কৃষকরাও। সামনে বর্ষা আরও জোরদার হলে খালের জলস্তর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরো অস্থায়ী রাস্তা ভেঙে গিয়ে বহু গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। দীর্ঘদিনের এই দুর্ভোগের স্থায়ী সমাধান হিসাবে কেঠিয়া খালের ওপর একটি পাকা সেতু নির্মাণের দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সেতু না থাকায় চাষীবাড়, কৃষ্ণপুর, ধরমপোতা, চৈতন্যপুর, পাঁচামি সহ ভগবন্তপুর ১ ও ভগবন্তপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বহু গ্রামবাসী বিপাকে পড়েছেন। বিকল্প রাস্তায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয়। স্থানীয় বাসিন্দা শেখ শাজাহান বলেন, 'বাঁশের মাচা বিছিয়ে কোনমতে যাতায়াত চলছে। স্কুল কলেজ টিউশনের ছেলেমেয়েরা মুমূর্ষ রোগী চিকিৎসার প্রয়োজনে ভরসা এই বাঁশের মাচা।' চন্দ্রকোনা বিধানসভার বিধায়ক সুকান্ত দোলুই বলেন, 'সমস্যাটি দীর্ঘদিনের, বিগত সরকারের আমলে কোন স্থায়ী সমাধান হয়নি। বর্ষার সময় যাতে সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগে না পড়তে হয়, সেই বিষয়ে প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
যোধপুর পার্ক শাখা
১/৪২৪, গড়িয়াহাট রোড (দক্ষিণ)
কলকাতা - ৭০০০৬৮

পরিশিষ্ট - ৪
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, যোধপুর পার্ক শাখা** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৬.০২.২০২৬** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী রক্তিম রায় এবং শ্রীমতী জয়া রায়** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৭৮৮৮০৭.০০ টাকা (সাত লাখ অষ্টআশি হাজার আটশ সাত টাকা) নোটিশের তারিখ অনুযায়ী চুক্তি মোতাবেক বকেয়া পরবর্তী সুদ ১০ শতাংশ বার্ষিক হারে ১১.০১.২০২৬ থেকে মাস অন্তর এবং জরিমানা সুদ ২.০০ শতাংশ বার্ষিক হারে সংশ্লিষ্ট পরিমাণের উপরে** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **২৩ জুন ২০২৬** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, যোধপুর পার্ক শাখার** নিকট বকেয়া **৭৮৮৮০৭.০০ টাকা (সাত লাখ অষ্টআশি হাজার আটশ সাত টাকা) এবং পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ।**
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত দলিল নং ১-১৫০৩০৩৭৯৪/২০২০ তাং ১৪.১০.২০২০ স্বত্ব দলিল, স্থাবর সম্পত্তির বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাপ এরিয়া ৩২৪ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সম্পূর্ণ মার্বেল মেঝে অবস্থিত জি-২ তলা ভবনে পরিচিত ভিকি হাউসিং কমপ্লেক্স, ব্লক -এ-১, একতলা, ফ্ল্যাট নং ৩৩, হোল্ডিং নং ১১৬, মোল্লাপাড়া রোড,মৌজা- মোল্লাপাড়া, জেএল নং ৭৬, তৌজি নং ১৪৬, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৭২, আরএস খতিয়ান নং ২, এলআর ৮৬৮, ৮৭১, ৮৭৩, ৮৭৯, ৮৮২, ৮৮৩, ৮৮৪, ৮৮৫, ৮৯৮ এবং ৯৯৮, এডিএসআরও বারাসত, মধ্যমগ্রাম পুরসভা খতিয়ান নং ওয়ার্ড নং ১, থানা : মধ্যমগ্রাম, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১২৫, পশ্চিমবঙ্গ।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ১৪ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক। **দক্ষিণে :** বিক্রয়যোগ্য এরিয়া দাগ নং ১৭২, ১/০, গৌরব গুপ্ত এবং অন্যান্য। **পূর্বে :** ২১ ফুট চওড়া মোল্লাপাড়া রোড। **পশ্চিমে :** দাগ নং ১৭১ ওল্ড বিল্ডিং-ড্রিমজ ইলেক্ট্রিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট এর।
ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে : প্ল্যাট নং ৩২। **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা। **পূর্বে :** ফ্ল্যাট নং ৩৪, লিফট এবং লবি। **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা।

তারিখ : ২৩.০৬.২০২৬ | স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
স্থান : যোধপুর পার্ক শাখা | ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা জোন

ফর্ম নং ১৪
[রেগুলেশন ৩৩(২) দ্রষ্টব্য]
রেজিস্টার্ড এ/ডি দ্বারা, ব্যর্থ হলে প্রকাশনার মাধ্যমে। রিকভারি অফিসারের অফিস-১/২ ডেটস্ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩) ৮ম ফ্লোর, জীবন সুধা বিল্ডিং, ৪২-সি, জওহর লাল নেহেরু রোড, কলকাতা- ৭০০০৭১

ডিমান্ড নোটিশ
দ্য রিকভারি অফ ডেটস্ এন্ড ব্যাঙ্করাপসি এক্ট, ১৯৯৩ এর ২৫ থেকে ২৮ সেকশন এর অধীন এবং ইনকাম ট্যাক্স এক্ট,১৯৬১ এর দ্বিতীয় তফসিলের রুল ২ -এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি
আরসি/৩৮৩/২০২৪
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
মেসার্স এমপি এন্টারপ্রাইজ এবং অন্যান্য
প্রতি
(সিডি ১) মেসার্স এমপি এন্টারপ্রাইজ, শ্রী চিন্ত্য পালের মালিকানাধীন, গ্রাম- ঘোষপাড়া, পোঃ- ক্যানিং, থানা- ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৭৪৩৩২৯।
(সিডি ২) শ্রী অচিন্ত্য পাল, মেসার্স এমপি এন্টারপ্রাইজের প্রোপ্রাইটর, পিতা শ্রী হরণ চন্দ্র পাল, গ্রাম- ঘোষপাড়া, পোঃ- ক্যানিং, থানা- ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৭৪৩৩২৯।
এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস্ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩) দ্বারা **ওএ/৩৩৪/২০২১**-এ প্রদত্ত আদেশের অনুসরণে জারি করা রিকভারি সার্টিফিকেট অনুযায়ী আপনার (যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে/ সম্পূর্ণ/সীমিত) বিরুদ্ধে **৩৪৯৩১২৫.৬০ টাকা (চৌত্রিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার একশো পঁচিশ টাকা এবং ষাট পয়সা মাত্র)** এর সাথে **১৫/০৭/২০২১** তারিখ থেকে আদায় হওয়া পর্যন্ত বার্ষিক ৮.৮০ % সরল সুদে পেন্ডেন্টে লাইট এবং ভবিষ্যৎ সুদ এবং **৩৭০০০ টাকা (সাঁইত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)** খরচ বকেয়া হয়েছে।
২. আপনাকে এতদ্বারা নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ প্রদান করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় রিকভারি অফ ডেবটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস অ্যাক্ট, ১৯৯৩ এবং এর অধীনে থাকা নিয়ম অনুসারে পুনরুদ্ধার করা হবে।
৩. আপনাকে এতদ্বারা পরবর্তী শুনানির তারিখ বা তার আগে আপনার সম্পদের বিবরণী একটি হলফনামায় ঘোষণা করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।
৪. পরবর্তী কার্যধারার জন্য আপনাকে **২৪/০৭/২০২৬ তারিখে সকাল ১১.৩০ মিনিটে** নিম্নস্বাক্ষরকারীর সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।
৫. উপরোক্ত অর্থের পাশাপাশি, আপনি নিম্নলিখি তগুলিও প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন-
ক) এই শংসাপত্র/কার্যকরী কার্যধারার নোটিশের ঠিক পরে শুরু হওয়া সময়ের জন্য প্রদেয় সুদ।
খ) এই নোটিশ, পরোয়ানা এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি জারি করা এবং বকেয়া পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য নেওয়া অন্যান্য সমস্ত কার্যধারার ক্ষেত্রে হওয়া সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয়।
অদ্য **২১/০৪/২০২৬** তারিখে আমার স্বাক্ষর এবং ট্রাইব্যুনালের মোহর দ্বারা প্রদত্ত হল।
স্বা/- প্রদীপ কুমার মণ্ডল
রিকভারি অফিসার
ভারত সরকার
কলকাতা ডেটস্ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল - ৩

আরামবাগে জঙ্গলে কৃষকের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগের চাঁদুর ফরেস্টের খুনকাণ্ডে এবারে পুলিশ কুকুর নিয়ে এসে তদন্ত শুরু করল আরামবাগ থানার পুলিশ। পাশাপাশি প্রধান অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে মৃতদেহ সংরক্ষিত বনের মূল গেটে রেখে বিক্ষোভ স্থানীয়দের। মঙ্গলবার জঙ্গল এলাকা থেকে ৫৫ বছর বয়সি মনসারাম বাগের দেহ উদ্ধার হয়। দেহের একটি হাতের কব্জি অনুপস্থিত থাকায় ঘটনাকে ঘিরে রহস্য আরও ঘণীভূত হয়েছে। উধাও কব্জি খুঁজতে আরামবাগ থানার পুলিশ কুকুর নিয়ে তদন্ত শুরু করে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত মনসারাম বাগ আরামবাগ পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের চাষিপাড়া-বাগানপাড়া এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। পেশায় কৃষক হলেও তিনি মাঝে মধ্যে রাস্তার ধারে কাঁচা সবজি বিক্রি করতেন। পরিবারের দাবি, মঙ্গলবার সকালে গোরু আনতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি। দীর্ঘ সময় বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে চাঁদুর ফরেস্ট এলাকায় তাঁর নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আরামবাগ থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। বুধবার তদন্তে সহায়তার জন্য আনা হয় ডগ স্কোয়াড। অনুসন্ধানের সময় প্রশিক্ষিত কুকুরটি জঙ্গল থেকে কিছুটা দূরে একটি রাস্তার দিকে গিয়ে থামে। সেই সূত্র ধরে তদন্তকারীরা বিভিন্ন সম্ভাব্য দিক খতিয়ে দেখছেন। এদিকে, এই ঘটনার জেরে বুধবার বনদপ্তরের অফিসের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, চাঁদুর ফরেস্ট এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই পর্যাপ্ত নজরদারি ও নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। জঙ্গলে নিয়মিত টহলদারি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার দাবি জানান বিক্ষোভকারীরা। সবমিলিয়ে পুলিশ বিভিন্ন সূত্র ও প্রমাণ সংগ্রহ করে ঘটনার প্রকৃত কারণ জানার চেষ্টা করছে। তদন্তের অগ্রগতির দিকে এখন তাকিয়ে রয়েছে মৃতের পরিবার এবং সমগ্র এলাকার মানুষ।

SBI হোম লোন সেন্টার বিধাননগর (১৫৩৪২)
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর), ১/১৬, ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪। ইমেইল: sbi.15342@sbi.co.in
পাবলিক নোটিস

শ্রী দেবাশিস গুপ্তের নামে থাকা ২০১৯ সালের ১০.০৪.২০১৯ তারিখের আসল টাইটেল ডিড নং আই - ১৫০৩০২১৪১ হারানোর বিষয়ে।

নিম্নস্বাক্ষরকারী এতদ্বারা আপনাদের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানাচ্ছেন যে, শ্রী দেবাশিস গুপ্তের নামে থাকা ২০১৯ সালের উপরিউক্ত টাইটেল ডিড নম্বর **আই - ১৫০৩০২১৪১, তারিখ** ১০.০৪.২০১৯, ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং **ক্লাস্টার-V, ব্লক-১৬, ফ্ল্যাট-৫বি, ফ্লোর, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া - ১১৮৯ বর্গফুট, মাঝেরগাঁও, হোল্ডিং নং ১০৪৮, কুতুলশাহী রোড, বারাসাত পৌরসভার অধীনে, ওয়ার্ড নং ২৯ এবং হোল্ডিং নং ২৩৩, মধ্যমগ্রাম পৌরসভার অধীনে, ওয়ার্ড নং ১২, কলকাতা - ৭০০১৫৫**, যা এডিএসআর বারাসাতে যথাযথভাবে সম্পাদিত ও নিবন্ধিত হয়েছিল, বর্তমানে উপরিউক্ত সম্পত্তিটি শ্রী শম্ভু মৈত্রের মালিকানাধীন, তা ০৩.০২.২০২৬ তারিখ থেকে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি বিধাননগর** -এর হেফাজত থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এবং অনুপস্থিত রয়েছে। উক্ত চেন ডিড-এর হারানো/নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি মানিকতলা পুলিশ স্টেশনে **জি.ডি.ই নং ৬৯৭, তারিখ ০৯.০৬.২০২৬** অনুযায়ী নথিভুক্ত করা হয়েছে। উপরিউক্ত সম্পত্তি/ডিড -এর ওপর কোনো ব্যক্তির কোনো দাবি, অধিকার, সত্ত্ব এবং/অথবা স্বার্থ থাকলে, তাঁকে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের কাছে দাবি জানাতে হবে, অন্যথায় এ ধরনের কোনো দাবি আর গ্রাহ্য করা হবে না।

অনুমোদিত অফিসার
তারিখ : ২৫.০৬.২০২৬ | এসবিআই, হোম লোন সেন্টার বিধাননগর,
স্থান : কলকাতা | কলকাতা- ৭০০০৫৪

জে.সি. ফ্লাওয়ার্স অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড
নিবন্ধিত কার্যালয় ২০৩-২০৬, ২য় ফ্লোর, উইং এ, ইন্সপায়ার বিকেসি, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পূর্ব), মুম্বাই ৪০০ ০৫১, ভারত

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ('সারফেইসি অ্যাক্ট') এর অধীনে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর শর্তাবলীর সাথে পঠিত স্থাবর সম্পত্তি (নিম্নে উল্লেখিত) বিক্রয়ের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণ জনগণ এবং বিশেষ করে **মেসার্স ন্যাশনাল সেলস সিন্ডিকেট** ('ঋণগ্রহীতা'), **শ্রী হরি প্রসাদ গোয়েঙ্কা** ('গ্যারান্টর নং ১' এবং 'বন্ধকদাতা নং ১'), **মিসেস মধু গোয়েঙ্কা** ('গ্যারান্টর নং ২' এবং 'বন্ধকদাতা নং ২') এবং **শ্রী বিদ্যুৎ গোয়েঙ্কা** ('গ্যারান্টর নং ৩') (গ্যারান্টর নং ১, গ্যারান্টর নং ২ এবং গ্যারান্টর নং ৩ একত্রে 'গ্যারান্টরস' এবং বন্ধকদাতা নং ১ এবং বন্ধকদাতা নং ২ একত্রে 'বন্ধকদাতাগণ' হিসাবে উল্লেখিত)-কে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিটি মূলত আইসিআইসিআই ব্যাংক লিমিটেড ('তৎকালীন পাওনাদার') এর অনুকূলে বন্ধক রাখা হয়েছিল।
পরবর্তীতে, তৎকালীন পাওনাদার ঋণগ্রহীতার সাথে সম্পর্কিত আর্থিক সম্পদ, অর্থাৎ আর্থিক নথির অধীনে বিতরণ করা ঋণ এবং আর্থিক নথিতে তার অধিকার, স্বত্ব ও স্বার্থ এবং জে.সি. ফ্লাওয়ার্স অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড (জেসিএফ এআরসি ট্রাস্ট ২০২৪-২৫/৪০ এর ট্রাস্টি হিসাবে তার ক্ষমতায় কাজ করছে) ('জেসিএফ এআরসি'/ 'সুরক্ষিত পাওনাদার')-কে এই ধরনের ঋণের ক্ষেত্রে কোনো অন্তর্নিহিত সুরক্ষা স্বার্থ, প্রতিশ্রুতি, গ্যারান্টি ইত্যাদি ১০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখের একটি অ্যাসাইনমেন্ট চুক্তির মাধ্যমে অর্পণ করে।
তৎকালীন পাওনাদারের অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা সুরক্ষিত সম্পত্তির ভৌত দখল নেওয়া হয়েছিল এবং ঋণগ্রহীতার সাথে সম্পর্কিত অন্তর্নিহিত আর্থিক সম্পদ হস্তান্তরের পর তা যথাযথভাবে জেসিএফ এআরসি -এর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
বর্তমানে উক্ত সম্পত্তিটি সুরক্ষিত পাওনাদারের দখলে রয়েছে এবং এটি জেসিএফ এআরসি (জেসিএফ এআরসি)-এর ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া **২০,৯২,২২,৪৮৭.৭৮ টাকা** (কুড়ি কোটি বিরানব্বই লক্ষ বাইশ হাজার চারশো সাতাশি টাকা এবং আটাত্তর পয়সা মাত্র) সহ আজ অবধি তার উপর হওয়া অতিরিক্ত সুদ ও খরচ ঋণগ্রহীতা, বন্ধকদাতা এবং গ্যারান্টরদের থেকে আদায়ের জন্য **২২ জুলাই, ২০২৬** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', 'যা যেমন আছে', 'সেখানে যা কিছু আছে' এবং 'বিনা দায়বদ্ধতায়' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য হবে **৪,৮০,০০,০০০/- টাকা** (কথায় চার কোটি আশি লক্ষ টাকা মাত্র) এবং বায়নার জমার পরিমাণ (ইএমডি) হবে **৪৮,০০,০০০/- টাকা** (কথায় আটচল্লিশ লক্ষ টাকা মাত্র)।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ নিম্নরূপ:
'শ্রী হরি প্রসাদ গোয়েঙ্কা এবং মিসেস মধু গোয়েঙ্কার মালিকানাধীন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কলকাতা - ৭০০০১৯, ওয়ার্ড নং ৬৯, ৫৯ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের প্রাঙ্গণে অবস্থিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ইউনিট নং ৪, ৭ম ফ্লোরে, যার সুপার বিল্ট আপ এলাকা প্রায় ৩৪০০ বর্গফুট, সাথে বেসমেন্টে ৪০ এবং ৪১ নম্বর পার্কিং স্পেস বিশিষ্ট দুটি আচ্ছাদিত কার পার্কিং স্পেস এবং নিচতলায় ১৩ নম্বর খোলা কার পার্কিং স্পেস।'
১. **সম্পত্তি পরিদর্শন আগ্রহী পক্ষগণ :** সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত আধিকারিককে পূর্বানুমতি জানিয়ে ২৫ জুন, ২০২৬ থেকে ২১ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত দুপুর ১২.০০ টা থেকে বিকেল ৫.০০ টার মধ্যে সম্পত্তি পরিদর্শন করতে পারেন।
২. **সাধারণ নিলাম/ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য কেওয়াইসি এবং বায়না জমা ('ইএমডি') সহ বিড আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় ২১ জুলাই, ২০২৬** সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত।
৩. ই-নিলামের তারিখ ২২ জুলাই, ২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ২.০০ টার মধ্যে।
৪. ইএমডি জমা দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং ইএমডি প্রদানের পদ্ধতি বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীতে দেওয়া আছে।
বিড জমা দেওয়ার আগে আগ্রহী দরদাতাদের উপরোক্ত সম্পদ সম্পর্কিত নিজস্ব খোঁজখবর ও যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইটটি দেখুন : https://www.jcfarc.com এবং/অথবা https://www.auctionbazaar.com/

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
তারিখ : ২৫ জুন, ২০২৬
স্থান : নতুন দিল্লি | জে.সি. ফ্লাওয়ার্স অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড
(জেসিএফ এআরসি ট্রাস্ট ২০২৪-২৫/৪০ এর ট্রাস্টি হিসাবে তার ক্ষমতায় কাজ করছে)

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১) কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি
পরিশিষ্ট - ৪
(রুল ৮(১)

HOME LOAN A/C NO.- 43773055698, HBL TOP-UP LOAN A/C NO-43861404175

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে দাবি নোটিশ ০৭.০৪.২০২৬ তারিখে ঋণগ্রহীতাগণ **শ্রী পীযূষ কেডিয়া** পিতা শ্রী নির্মল কেডিয়া এবং **শ্রীমতী রুচনা কেডিয়া** স্বামী শ্রী পীযূষ কেডিয়া ২৯এন, ব্লক বি, ৬৩, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সরণি, নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০৫৩ এবং **আরও ঠিকানা** মেসার্স কনসিঙ্ক ইনফ্রা প্রা. লি. ইকো স্টেশন বিজনেস টাওয়ার, ১৬০৩, সেক্টর ৫, বিপি ৭, সল্টলেক কলকাতা - ৭০০০৯১ **আরও ঠিকানা** ফ্ল্যাট নং ২এ এবং ৩এ, ডুপলেক্স, ৩য় এবং ৪র্থ তল, এস-ই সাইড, রাজ কিরণ, ১৯এ, আলিপুর রোড, থানা - আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০২৭ নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১০,২০,০৩,৯০৮.০০ টাকা (দশ কোটি কুড়ি লাখ তিন হাজার নশো আট টাকা) ০৬.০৪.২০২৬ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২২ জুন ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির **প্রতীকী দখল** করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নিকট বকেয়া **১০,২০,০৩,৯০৮.০০ টাকা (দশ কোটি কুড়ি লাখ তিন হাজার নশো আট টাকা) ০৬.০৪.২০২৬ অনুযায়ী** অধার্য সুদ সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ, ব্যয়, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সম্পত্তি নং : ১ :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ইউনিট/গুলি , ইউনিট নং ২এ, পরিচারকদের কোয়ার্টার সহ তিনতলায়, পরিমাপ আনুমানিক ২২০৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি (১৪৫০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া) উত্তর-পশ্চিম দিকে তিনতলায়, (১৭ বছরের পুরানো) এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ অংশ জমির এবং সকল সুবিধা অধিকার সহ অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১৯এ, আলিপুর রোড, কলকাতা-৭০০০২৭, থানা : আলিপুর,ওয়ার্ড নং ৭৪,কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ এবং এক ঢাকা কার পার্কিং স্পেস একতলায়, (১৭ বছরের পুরানো) ভবনে উক্ত প্রেমিসেসে।
সম্পত্তি নং ২ :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ইউনিট/গুলি , ইউনিট নং ৩এ, পরিচারকদের কোয়ার্টার সহ তিনতলায়, পরিমাপ আনুমানিক ২২০৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি (১৪৫০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া) উত্তর-পশ্চিম দিকে তিনতলায়, (১৭ বছরের পুরানো) এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ অংশ জমির এবং সকল সুবিধা অধিকার সহ অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১৯এ, আলিপুর রোড, কলকাতা-৭০০০২৭, থানা : আলিপুর,ওয়ার্ড নং ৭৪,কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ এবং এক ঢাকা কার পার্কিং স্পেস একতলায়, (১৭ বছরের পুরানো) ভবনে উক্ত প্রেমিসেসে।
সম্পত্তি নং ১ এবং সম্পত্তি নং ২ উভয়ই অবস্থিত মোট জমি পরিমাপ এরিয়া ১ বিঘা ৪ কাঠা ৪ ছটাক সমপরিমাপ ১৬২২.০৭ বর্গ মিটার কমবেশি অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১৯এ,আলিপুর রোড, কলকাতা-৭০০০২৭, তদস্থিত নির্মাণ (চৌহদ্দি এবং সীমা পাঁচিল সহ) থানা র আলিপুর, ওয়ার্ড নং ৭৪,কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জোন নাম : (জু-বর্ধমান রোড প্রেমিসেস নং ১ থেকে ২০, ২২, ২৪) সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ।
স্বত্ব দলিল রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০৪-২০২৪,পৃষ্ঠা ৬৪৪৫৬৬ থেকে ৬৪৪৫৯৯। দলিল নং ১৯০৪১২০৮৬-২০২৪ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এআরএ-৪, কলকাতা এবং ঘোষণা দলিল রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০৪-২০২৫, পৃষ্ঠা ৩১২৯৩ থেকে ৩১৩০৬, দলিল নং ১৯০৪০০৫৮২-২০২৫ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এআরএ-৪, কলকাতা সমীপে। সম্পত্তি শ্রী পীযূষ কেডিয়া পিতা শ্রী নির্মল কেডিয়া এর নামে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : প্রেমিসেস নং ১৯বি, আলিপুর রোড, কলকাতা। দক্ষিণে : অংশত আলিপুর রোড এবং অংশত ২০বি, জাজেস কোর্ট রোড, কলকাতা। পূর্বে : সাধারণ চলার পথ -১৯বি, আলিপুর রোড। পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ২০বি, জাজেস কোর্ট রোড।

তারিখ - ২২.০৬.২০২৬ | অনুমোদিত অফিসার,
স্থান - কলকাতা | স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

THE SANTRAGACHI CO OPERATIVE BANK LTD
KONA ROAD :: SASTITALA :: SANTRAGACHI :: HOWRAH-711104
Balance Sheet As on 31st March 2026

CAPITAL & LIABILITIES	SCH NO.	As on 31.03.26	As on 31.03.25
CAPITAL	1	2,42,02,435	2,40,03,015
RESERVE & SURPLUS	2	8,25,39,784	9,72,95,953
DEPOSITS	3	85,35,16,121	78,09,46,097
BORROWINGS	4	-	-
OTHER LIABILITIES & PROVISIONS	5	10,48,32,248	7,83,88,952
TOTAL		1,06,50,90,588	98,06,34,017
ASSETS	**SCH NO.**	**As on 31.03.26**	**As on 31.03.25**
CASH & BALANCE WITH RBI	6	1,43,98,335	1,30,01,283
BALANCE WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE	7	5,08,40,511	4,83,27,069
INVESTMENTS	8	62,33,63,619	56,60,57,804
ADVANCES	9	29,36,04,739	28,09,84,036
FIXED ASSETS	10	79,04,587	82,31,367
OTHER ASSETS	11	7,49,78,797	6,40,32,457
TOTAL		1,06,50,90,588	98,06,34,017
OTHERS	**SCH NO.**	**As on 31.03.26**	**As on 31.03.25**
CONTINGENT LIABILITIES (RBI DEAF A/C REMITANCE)	12	14,52,209	14,34,576
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	19		
NOTES ON ACCOUNTS	20		
form an integral part of the financial statement			
As per our report of even date.			

Statement of profit & loss for the year ended 31st March 2026

SL NO	PARTICULAR	SCH NO.	For the Year ended 31.03.26	For the Year ended 31.03.25
I	INCOME			
	INTEREST EARNED	13	6,76,13,326	6,38,90,987
	OTHER INCOME	14	24,63,085	31,26,574
	TOTAL INCOME		7,00,76,411	6,70,17,561
II	EXPENDITURE			
	INTEREST EXPENDED	15	3,97,93,345	3,68,36,700
	OPERATING EXPENSES	16	1,82,39,369	1,76,81,763
	TOTAL EXPENDITURE		5,80,32,715	5,45,18,463
III	OPERATING PROFIT		1,20,43,696	1,24,99,098
			-	-
IV	PROFIT BEFORE TAX		1,20,43,696	1,24,99,098
V	TAX, PROVISIONS & CONTINGENCIES	17	31,31,712	30,01,502
VI	PROFIT AFTER TAX & PROVISIONS		89,11,984	94,97,596
VII	P&L BROUGHT FORWARD		2,73,00,396	2,28,20,318
	TOTAL		3,62,12,380	3,23,17,914
VIII	APPROPRIATIONS	18		
	TRF TO STATUTORY RESERVES		34,30,000	20,80,000
	TRF TO OTHER RESERVES		40,85,000	12,15,000
	TRF TO GOVT		-	-
	PROPOSED DIVIDEND		19,20,813	16,72,269
IX	BALANCE CARRIED TO BALANCE SHEET		2,67,76,567	2,73,50,645

As per our report of even date
Auditor:-
M/S. D.P. Sen & Co.
Chartered Accountant
FRN: - 301054E
CA Sudip Kumar Biswas
(Partner)
Membership No.062836
Place: Kolkata
Date: 23-06-2026

For The Santragachi Co-operative Bank Ltd
Sd/- **Satyajit Kundu** **Chairman**
Sd/- **Saurav Goswmi** **CEO**
Sd/- **Subhas Banerjee** **Secretary**
Sd/- **Samiran Dutta** **Treasurer**

বিস্ফোরণ-কাণ্ডে এনআইএ-এর জালে তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমতা: ২০২২ সালে হাওড়ার আমতার চন্দ্রপুরে বিস্ফোরণ কান্ডে এন আই এ র জালে উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল নেতা আসফাক মিদ্যে ও তার ভাইপো। মঙ্গলবার রাতে তাঁকে কলকাতায় নিজের ডেরা থেকে গ্রেপ্তার করে এনআইএ এমনটাই খবর। জানা গিয়েছে ২০২২ সালে চন্দ্রপুরে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় এক যুবকের। এই ঘটনায় আরও দু-জন গুরুতর জখম হয়েছিল। বোমা বাঁধার ঘটনায় মৃত ব্যক্তির পরিবার আসফাক মিদ্যে ও তার ভাইপো ইনতাজুল মিদ্যে জোর করে তাঁকে বোমা বাঁধতে নিয়ে গিয়েছিল বলে প্রথমে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে যায়। পুলিশ অভিযোগ না নিতে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন মৃতের পরিবার। আদালত এই ঘটনায় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দেয়। সেই তদন্তে নেমে এনআইএ আসফাক মিদ্যে ও তার ভাইপো গ্রেপ্তার করে। উল্লেখ্য চন্দ্রপুর এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট মেকার হিসাবে আসফাক মিদ্যের নাম রয়েছে। আসফাক মিদ্যে গ্রেপ্তার হওয়ায় বেশ কিছুটা স্বস্তিতে চন্দ্রপুরের মানুষ।

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, (০৫১৭১), কলকাতা

জীবন দীপ বিল্ডিং, ১১তম ফ্লোর, ১, মিডলটন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
শাখার ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: সুভদ্রা বড়ুয়া, ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং: ৯৭৪১০৬৮৯৮৯

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর **সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬)** বন্দোবস্তের অধীনের শর্তানুসারে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সর্বসাধারণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)-কে জানানো যাচ্ছে যে, সিকিউরড ক্রেডিটর-এর কাছে বন্ধকী/চার্জকৃত নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার বাস্তবিক দখল সিকিউরড ক্রেডিটর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক গ্রহণ করেছেন, সেটি **শ্রী রানা সাহা,** ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)-এর থেকে সিকিউরড ক্রেডিটর-এর পাওনা ২৮.০১.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী **২৮,২৮,৭৫৫.০০ টাকা** (পরবর্তীকালে যেকোনো পেমেন্ট বাদ দেওয়ার পর আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদির সাথে উক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে অতিরিক্ত সুদ সহ) উদ্ধারের জন্য আগামী **২৯.০৭.২০২৬ তারিখে https://baanknet.com** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা পর্যন্ত **'যেখানে যেমন আছে', 'যা যেমন আছে'** এবং **'যাই থাক না কেন'** ভিত্তিতে ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে।

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ৩০ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৯.০৭.২০২৬

অকশনের সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ইউনিট /ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগনের নাম	যে সম্পদ বিক্রি করা হবে তার বিবরণ	বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি @ ১০% গ) দর বৃদ্ধির পরিমান
১.	ঋণগ্রহীতা: **শ্রী রানা সাহা** পিতা- প্রয়াত অমল সাহা শ্রীপুর, বাদামতলা, পোঃ মধ্যমগ্রাম বাজার, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১৩০	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল স্বয়ংসম্পূর্ণ, আবাসিক ফ্ল্যাট, গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং জিবি, দক্ষিণ-পূর্ব দিক, 'মোহিনী মহল', যার সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া কমবেশি ৮৭০ বর্গফুট, মৌজা- চাকগড়িয়াগাছি, জে.এল. নং ২৪, তৌজি নং ১৫১, আর.এস. দাগ নং ৪০, ৪০/৫৩, আর.এস. খতিয়ান নং ৩৮ ও ৩১, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে ওয়ার্ড নং ১০৯, হোল্ডিং/প্রেমিসেস নং ২২৬, অজয় নগর, যা ২২৬, অজয় নগর শতাব্দী পার্ক, প্লট নং ৯ডি, দাস পাড়া মুখার্জিপুর নামেও পরিচিত, থানা পূর্ব যাদবপুর (পূর্বে কসবা), জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭০০ ০৯৯। **দলিল নং ১৯০৪০০৭৮৫, বুক-আই, ভলিউম নং ১৯০৪-২০২১, পৃষ্ঠা ৫২১১৪ থেকে ৫২১৫০, সাল ২০২১ অনুযায়ী। এ.আর.এ.-৪ কলকাতা। সম্পত্তিটি শ্রী রানা সাহা,** পিতা- প্রয়াত অমল সাহার **নামে রয়েছে।** **সম্পত্তির বিল্ডিং-এর সীমানা:** উত্তরে: স্কিম প্লট নং ৩ ও ৪, দক্ষিণে: ২০ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, পূর্বে: স্কিম প্লট নং ৮, পশ্চিমে: স্কিম প্লট নং ১০। **ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে থাকা সম্পত্তি**	২৮,২৮,৭৫৫.০০ টাকা **২৮.০১.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** (পরবর্তীকালে যেকোনো পেমেন্ট বাদ দেওয়ার পর আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদির সাথে উক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে অতিরিক্ত সুদ সহ)	ক) ৪০,৮৪,০০০ টাকা খ) ৪,০৮,৪০০/- টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগকারী ব্যক্তি ৯৮৩০৯ ৮২৯৯১
২.	ঋণগ্রহীতা : **শ্রীমতি অর্পিতা বিশ্বাস (ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- শ্রী অতনু সেন, গ্রাম চালকি, থানা গোপালনগর, গোপালনগর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩২৬২। **এছাড়াও:** দুকিরাম প্রাইমারি স্কুলের কাছে, থানা বনগাঁ, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩২৬২। **শ্রী অতনু সেন** (ঋণগ্রহীতা), পিতা- শ্রী আশুতোষ সেন, গ্রাম চালকি, থানা গোপালনগর, গোপালনগর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩২৬২। **এছাড়াও:** দুকিরাম প্রাইমারি স্কুলের কাছে, থানা বনগাঁ, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩২৬২।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল স্বয়ংসম্পূর্ণ জমি এবং দোতলা আবাসিক বিল্ডিং (গ্রাউন্ড ফ্লোর ৭২০ বর্গফুট এবং ফার্স্ট ফ্লোর ৭২০ বর্গফুট, মোট বিল্ডিং ১৪৪০ বর্গফুট), জমির পরিমাণ কমবেশি ৩.৩০ শতক বা ০২ কাঠা, মৌজা - চালকি, জে.এল. নং ১০৩, আর.এস. দাগ নং ১০৯৮, এল.আর. দাগ নং ১৪৬৬, এল.আর. খতিয়ান নং ১৪১২, নতুন খতিয়ান নং ২৫৬৯, গোপালনগর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা গোপালনগর, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩২৬২। **দলিল নং ১৫০৯১৩২৫৪, বুক নং আই, ভলিউম নং ১৫০৯-২০২১, পৃষ্ঠা ২৭৯৮৩৪ থেকে ২৭৯৮৫৬, সাল ২০২১, এ.ডি.এস.আর.ও বনগাঁ।** **সম্পত্তির মালিক শ্রীমতি অর্পিতা বিশ্বাস**, স্বামী- শ্রী অতনু সেন এবং **শ্রী অতনু সেন,** পিতা- শ্রী আশুতোষ সেন। **টাইটেল ডিড নং আই-১৫০৯১৩২৫৪/২০২১** জমা দেওয়ার মাধ্যমে বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ **সম্পত্তির সীমানা:** উত্তরে: বিপুল সরকারের সম্পত্তি, দক্ষিণে: দুলাল সরকারের সম্পত্তি, পূর্বে: ১২ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রাস্তা; পশ্চিমে: অরূপ সেনের সম্পত্তি। **ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে থাকা সম্পত্তি**	২৮,২৮,৭৫৫.০০ টাকা **২৮.০১.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** (পরবর্তীকালে যেকোনো পেমেন্ট বাদ দেওয়ার পর আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদির সাথে উক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে অতিরিক্ত সুদ সহ)	ক) ৪২,৯২,০০০ টাকা খ) ৪,০৮,৪০০/- টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগকারী ব্যক্তি ৮৭৭ ৭৬৯ ২৮৪৬

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা https://BAANKNET.com এ দেওয়া নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে । যেকোন অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন support.baanknet@psballiance.com বা যোগাযোগ নং-৮২৯১২২০২২০ তে

ইচ্ছুক দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ২৫.০৬.২০২৬
স্থান: কলকাতা

কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

বারুইপাড়া স্টেশন রোড

শিবতলা, নবগ্রাম চাঁদপুর রোড, বারুইপাড়া, জেলা - হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২৩০৬

"পরিশিষ্ট-৪-এ"
[রুল ৮(৬)-এর শর্তাবলী দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ সালের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা (গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **২৭.০৭.২০২৬ তারিখে সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা** পর্যন্ত বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত বকেয়া উদ্ধারের জন্য ।

ক) অ্যাকাউন্ট/ ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি-এর পরিমাণ গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) প্রপার্টি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
শ্রী হারাধন ভাণ্ডারী (ঋণগ্রহীতা), পিতা- হরিপদ ভাণ্ডারী, গ্রাম ও পোঃ - বারুইপাড়া, পূর্বপাড়া, পালতাগড়, থানা - সিঙ্গুর, জেলা - হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১২৩০৬ **শ্রী হরিপদ ভাণ্ডারী (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা),** পিতা- নিমাই চন্দ্র ভাণ্ডারী, গ্রাম ও পোঃ - বারুইপাড়া, পূর্বপাড়া, পালতাগড়, থানা - সিঙ্গুর, জেলা - হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ ৭১২৩০৬ **শাখা: বারুইপাড়া স্টেশন রোড**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি ও তার উপরস্থিত ভবনের, পরিমাণ কমবেশি ১ শতক, মৌজা - বারুইপাড়া, জে.এল. নং ৮৫, দাগ নং ২৩৫৫ (অংশ), আর.এস. দাগ নং ৯৭৪, তৌজি-৪৫৩, বারুইপাড়া পালতাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, থানা - সিঙ্গুর, জেলা - হুগলী-তে অবস্থিত, যা ডিএসআর সিঙ্গুর-এ শ্রী হরিপদ ভাণ্ডারীর নামে বুক নং ১, ভলিউম নং ৬৮, পৃষ্ঠা ৪৪৯ থেকে ৪৫২, দলিল নং ৫৪৩৮, তারিখ ১৬.১২.১৯৯০-এর মাধ্যমে নিবন্ধিত। **সম্পত্তির সীমানা : উত্তরে:** ২৩৫৫ (অংশ) দাগের খোলা জমি; **দক্ষিণে:** সাধারণ যাতায়াতের পথ; **পূর্বে:** ২৩৫৫(অংশ) দাগের খোলা জমি; **পশ্চিমে:** ২৩৫৫(অংশ) দাগের খোলা জমি।	২,৬৪,২৭৩/- টাকা (দুই লক্ষ চৌষট্টি হাজার দুইশো তিয়াত্তর টাকা মাত্র)	ক) **৮,৯৮,০০০/- টাকা** (আট লক্ষ আটানব্বই হাজার টাকা মাত্র) খ) **৮৯,৮০০/- টাকা** (উননব্বই হাজার আটশো টাকা মাত্র) যা ২৭.০৭.২০২৬ তারিখে বিকেল ৪.০০ টার মধ্যে বা তার আগে জমা করতে হবে। গ) **১০,০০০/- টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) **IDIB6461518989** ঙ) অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বোত্তম জ্ঞান ও তথ্য অনুযায়ী, সম্পত্তির ওপর কোনো দায় নেই। চ) **প্রতীকী দখল**

ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: তারিখ :২৯.০৬.২০২৬, সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম, https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, **হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের ব্যক্তি: অনুমোদিত অফিসার: বিদ্যানেশ্বর প্রসাদ - ৮২৫০৬৫৫৮৬৬, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার: প্রতীক সিং - ৯৫৬০১৪৪৪২৩

দ্রষ্টব্য: এটি ঋণগ্রহীতা(গণ) / গ্যারান্টর(গণ) / মর্টগেজর(গণ) -এর জন্যও একটি বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২৪.০৬.২০২৬ / স্থান: বারুইপাড়া স্টেশন রোড — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

---

punjab national bank
Together for the better

এআরএমবি, মুম্বই সিটি

ইউ.বি.আই টাওয়ার, ৭ম তল, ২৫, স্যার পি এম রোড
ফোর্ট, মুম্বই - ৪০০ ০০১
ইমেল : cs6041@pnb.bank.in

সারফেসি আইন অধীনে জামিনদত্ত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

জামিনদত্ত সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি কার্যকরভাবে/স্বত্ব দখল/ প্রতীকী দখল নিয়েছেন জামিন অধীনে ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার এবং তা 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্ক/জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া সমুদয় সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নোক্ত টেবিলে উল্লিখিত হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অধীন অনুযায়ী।

জামিন অধীনে সম্পদের সিডিউল

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা (ফার্ম/ কোং) সহ-ঋণগ্রহীতা/ স্বত্বাধিকারী/ অংশীদারগণ/ ডিরেক্টরগণ/ জামিনদাতাগণ/ বন্ধকদাতাগণের নাম	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত/মালিকের নাম [সম্পত্তি(সমূহ) এর বন্ধকদাতা]	ক) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশের তারিখ খ) ১৩(২) অধীনে বকেয়া পরিমাণ, সুদ এবং চার্জ সহ গ) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি - প্রতীকী/স্বত্ব/ কার্যকরী	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ) গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	জামিনদত্ত বিনিয়োগকারী গণের জ্ঞানমতে দায়বদ্ধতার বিস্তারিত	সম্পত্তি আইডি কিউআর কোড
১.	এআরএমবি মুম্বই সিটি শ্রী রাজেশ চক্রবর্তী	২য় তল, মেট্রোপলিটান হাউসিং সোসাইটি লি., ক্যানাল সাউথ রোড, সেক্টর 'বি', মৌজা -ধাপা, প্লট নং এ/পি, ১৪৭/বি, জেএল নং ২, তৌজি নং ১৭৩, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা -যাদবপুর, বর্তমানে তিলজলা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১০৫ (বসবাসের ফ্ল্যাট অবস্থিত সমুদয় ২য়তল পরিমাপ ১৩২০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং ঢাকা ব্যালকনি পরিমাপ ৫৩ বর্গফুট এবং একটি ঢাকা কার পার্কিং স্পেস একতলায় পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট জি-২ তলা বসবাসের অ্যাপার্টমেন্টে)	ক) ০১.০৭.২০২৫ খ) ৮৯,৪৪,২২৪.৪৫ টাকা ৩১.১০.২০২৫ অনুযায়ী + অতিরিক্ত সুদ এবং অন্যান্য চার্জসমূহ গ) তারিখ: ২১.১১.২০২৫ ঘ) প্রতীকী	ক) ১,০১,২৯,০০০/- টাকা খ) ১০,১২,৯০০/- টাকা ১৭.০৭.২০২৬ (বিকেল ০৪.০০ টা পর্যন্ত) গ) ২৫,০০০/- টাকা	১৭/০৭/২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা পর্যন্ত	জ্ঞাত নয়	

নিয়ম এবং শর্তাদি

১. বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষে হবে।
২. সম্পত্তিগুলি "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" বিক্রি করা হবে।
৩. উপরে তফসিলে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ অনুমোদিত কর্মকর্তার সর্বোচ্চ তথ্য অনুসারে বলা হয়েছে, তবে অনুমোদিত কর্মকর্তা এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য দায়ী থাকবেন না।
৪. বিক্রয়টি https://baanknet.com ওয়েবসাইটে প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা করা হবে।
৫. বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে www.baanknet.com এবং www.pnbindia.in দেখুন।
৬. যোগাযোগকারী ব্যক্তি শ্রী সুশীল কুমার - ৮৪২০১৯৪৬৭৪, রিজভান আলী - ৭৭৬৮৯৪১২৫৬
৭. কলকাতায় আমাদের সহায়ক সংস্থা "নির্ঝর অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস" (নির্ঝর দাস - ৯৮৩১৬৮৪৪৪৪)
৮. উপরোক্ত যেকোনো আইপি'র জন্য দরদাতা দরপত্র জমা দিতে নির্ধারিত রিজার্ভ মূল্যের অতিরিক্ত ন্যূনতম বর্ধিত পরিমাণ যোগ করতে পারবেন।

দ্রষ্টব্য: কেন্দ্রীয় সরকার/রাজ্য সরকার/যেকোনো আইপি'র যেকোনো আইনগত সংস্থার পাওনা আইপি'র ক্রেতা কর্তৃক পরিশোধ করা হবে, ব্যাংক কোনো প্রকার পাওনা বহন করবে না। অতীত/বর্তমান/ভবিষ্যৎ।

২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীনে ১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

তারিখ : ২৫.০৬.২০২৬
স্থান : কলকাতা

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পুর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
শাখা কার্যালয়: কোলকাতা

L&T Finance

দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট 2002 (এতদ্‌পরবর্তীতে আইন হিসাবে উল্লেখিত)-এর ধারা 13(2)-এর অধীনে

যেহেতু আপনারা আপনাদের ঋণ অ্যাকাউন্টের সুদ এবং মূলের কিস্তিগুলি প্রদানের ক্ষেত্রে খেলাপ করেছেন, এবং উল্লেখিত বকেয়া প্রদেয়গুলি পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা করেছেন, আমরা, আইনটির ধারা 13(2)-এর অধীনে আপনাদের সকলের (ঋণ গ্রহীতা / গণ, সহ-ঋণগ্রহীতা / গণ এবং জামিনদার / গণ) নিকট প্রদানের রসিদসহ নিবন্ধীত ডাক-এর মাধ্যমে দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেছি। ফলস্বরূপ, ঋণ অ্যাকাউন্টটি, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর দ্বারা সম্পদ শ্রেণীকরণের উপর প্রদত্ত নির্দেশিকাগুলি অনুসারে হিসাব বইতে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তিটি ফেরত এসেছে "আনডেলিভার্ড" হিসাবে এবং এই কারণে আমরা এখন এই বিজ্ঞপ্তিটি ইস্যু করছি আপনাকে সমস্ত 13(2) আইনের অধীনে এবং এতৎদ্বারা ঘোষণা করছি যে এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অ্যামাউন্টটি প্রদান করার জন্য এল&টি ফাইনান্সিয়াল লিমিটেড। 60 দিনের সময়সীমায় এই পেপার নটিফিকেশন-এর তারিখ থেকে একত্রে পরবর্তী সুদের হারের সঙ্গে এবং অন্যান্য চার্জসমূহ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ পেমেন্ট বা আদায় পর্যন্ত। আপনার দ্বারা, এই বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলীর অধীনে আপনার দায়গুলি পালন করার বিষয়ে আপনার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, আমরা আইনটির ধারা 13(4) অথবা ধারা 14-এর অধীনে আরোপিত অধিকারগুলির মধ্যে যেকোনটি অথবা সবগুলির ব্যবহার করতে বাধ্য হব। 'এটি, এই আইনটির এবং / অথবা সময়ে সময়ে বলবত থাকা অন্য যেকোন আইনের অধীনে আমাদের নিকট উপলব্ধ যেকোন অধিকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংস্কারবিহীন'।

ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণ গ্রহীতা / গণ এবং সহ-ঋণ গ্রহীতা / গণ নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি: এনপিএ তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি: বকেয়া রাশি (₹)	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (বন্ধকীকৃত)
KOLHL17000393, KOLHL17000394	1. অমিত গুপ্ত 2. শঙ্কর গুপ্ত	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ : 29/05/2026 NPA তারিখ : 08/05/2026	14/05/2026 তারিখের হিসাবে টাঃ 27,04,159.70/- (সাতাশ লাখ চার হাজার একশো উনষাট এবং সত্তর পয়সা মাত্র।)	অনুসূচি-। সমস্ত সম্পত্তির বিবরণ : কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং 20'র বর্তমান সীমার মধ্যেই, পরিসর নং 20/1, কাশী দত্ত স্ট্রীট, এখন 20/1/এ, কাশী দত্ত স্ট্রীট, থানা – জোড়াবাগান, কোলকাতা – 700006 ঠিকানার ওপর দণ্ডায়মান একটি চার তলা ইমারত সহ একত্রে সামান্য কম বা বেশী 2 কাঠা 11 ছটাক 1 বর্গফুট পরিমাপের সম জমির ওপর কাঠামোগত প্রায় 690 বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ পরিমাপের থার্ড ফ্লোরে (সামনের অংশে) ফ্ল্যাট নং 3এ হওয়া একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসনিক ফ্ল্যাট। এই ইমারত নিম্নরূপে সীমানাবদ্ধ – চতুর্সীমা: পূর্বদিকে – কাশী দত্ত স্ট্রীট; পশ্চিমদিকে – 6, দত্ত পাড়া লেন, কোলকাতা; উত্তরদিকে – পরিসর নং 20/1, কাশী দত্ত স্ট্রীট, কোলকাতা-700006-এর উত্তর অংশ; দক্ষিণদিকে – কমন প্যাসেজ
KOLHL18000389, KOLHL16000321, KOLHL20000155	1. মনোজ কুমার আগরওয়াল 2. রাজেশ আগরওয়াল 3. সূর্য্যকান্ত আগরওয়াল 4. আগরওয়াল ট্রেডার্স, ইহার স্বত্বাধিকারী শ্রী মনোজ আগরওয়াল মাধ্যমে	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ : 23/05/2026 NPA তারিখ : 08/05/2026	23.05.2026 তারিখের হিসাবে টাঃ 31,37,761.35/- (একত্রিশ লাখ সাঁইত্রিশ হাজার সাতশো একষট্টি এবং পঁয়ত্রিশ পয়সা মাত্র।)	অনুসূচি-। হাওড়া জেলার চামরাইল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যেই থানা – বালি, বর্তমানে লিলুয়াতে মৌজা – একসারা, জে.এল. নং 4, খতিয়ান নং 371, 372, দাগ নং 1012, 1013, হোল্ডিং নং 1063, 1064-এর মধ্যেই 2 কাঠা, 9 ছটাক, 32 বর্গফুট (200 বর্গফুট আর.টি শেড ঘর) বাস্তু জমি এবং 5 কাঠা, 4 ছটাক ও 15 বর্গফুট সালি জমি নিয়ে মোট 7 কাঠা 14 ছটাক ও 02 বর্গফুট জমি। চতুর্সীমা: পূর্বদিকে – রবি দাস এবং জিতেন্দ্র দাসের সম্পত্তি; পশ্চিমদিকে – কালীতারা করের সম্পত্তি; উত্তরদিকে – হারান হালদারের সম্পত্তি; দক্ষিণদিকে – কমন প্যাসেজ
KOLHL16000223, KOLHL22000004	1. তপন জানা 2. অর্চনা জানা	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ : 20/05/2026 NPA তারিখ : 08/05/2026	14.05.2026 তারিখের হিসাবে টাঃ 31,03,562.11/- (একত্রিশ লাখ তিন হাজার পাঁচশো বাষট্টি এবং এগারো পয়সা মাত্র।)	অনুসূচি-। রাজারহাট-গোপালপুর মিউনিসিপ্যালিটির সীমার মধ্যেই, মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং 34 অধীনে বিদ্যাসাগর পল্লী, অশ্বিনীনগরে, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং AS/108/BL-A হিসাবে বর্তমানে পরিচিত ও নাম্বারযুক্ত, উত্তর 24 পরগণা জেলাতে থানা বাগুইহাটি, পূর্বতন রাজারহাট অধীনে জয়ানগ্রা মৌজাতে সি.এস. খতিয়ান নং 126 এবং আর.এস. খতিয়ান নং 101 অধীনে সি.এস. দাগ নং 1501 এবং আর.এস. দাগ নং 1549-এর অংশ গঠন করা প্রায় 1 কাঠা ও 4 ছটাক পরিমাপের জমির সঙ্গে একত্রে উহার ওপর দণ্ডায়মান প্রায় 1126 বর্গফুট পরিমাপের দু' তলা ইমারত (গ্রাউণ্ড ফ্লোর-430 বর্গফুট মেজানাইন ফ্লোর-110 বর্গফুট এবং ফার্স্ট ফ্লোর-586 বর্গফুট)। চতুর্সীমা: পূর্বদিকে – লীলা অ্যাপার্টমেন্ট এবং খালি জমি; পশ্চিমদিকে – আর.এস. দাগ নং 1548 এবং 1549; উত্তরদিকে – 22 ফুট রোড; দক্ষিণদিকে – আর.এস. দাগ নং 167-এর প্লট
H03378061221041800,H03378061221041800L,H033780612210418000G	1. তমাল মণ্ডল 2. মীরা মণ্ডল	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ : 09/06/2026 NPA তারিখ : 01/06/2026	05.06.2026 তারিখের হিসাবে টাঃ 24,28,078.29/- (চব্বিশ লাখ আঠাশ হাজার আটাত্তর এবং উনত্রিশ পয়সা মাত্র।)	অনুসূচি-। এ.ডি.এস.আর.ও ব্যারাকপুরের এক্তিয়ারের মধ্যেই ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটি, ওয়ার্ড নং 12, হোল্ডিং নং 202 (127/এ), কে.এম. দেবী রোড, থানা – টিটাগড়, জেলা – উত্তর 24 পরগণার মধ্যেই এল.আর. খতিয়ান নং 2032-এর অনুরূপ খতিয়ান নং 546, আর.এস. খতিয়ান নং 3888, 3889, পরিবর্তিত খতিয়ান নং 2032 ও নতুন খতিয়ান নং 6825 (পরিবর্তিত) অধীনে আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং 3007 ও 3007/3334'য়ে সম্বলিত মৌজা – চনক, জে.এল. নং 4, আর.এস. নং 39, তৌজি নং 2998'য়ে থাকা ও অবস্থিত প্রায় 8 কাঠা 4 ছটাক 16 বর্গফুট পরিমাপের বাস্তু জমির প্লটের ওপর "সিদ্ধার্থ অ্যাপার্টমেন্ট" নামক ইমারতের উত্তর দিকে, থার্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং সি3 তথা কথিত বহুতল ইমারতের 682 বর্গফুট পরিমাপের কভার্ড এরিয়া এবং কথিত ফ্ল্যাটের সুপার বিল্ট আপ এরিয়া মিলে আসে 929 বর্গফুট কাঠামোগত পরিমাপ। এই ইমারত নিম্নরূপে সীমানাবদ্ধ :- চতুর্সীমা: পূর্বদিকে – দাগ নং 3007 এবং 3007/3342; পশ্চিমদিকে – 18 ফুট-0 ইঞ্চি চওড়া করুণাময়ী দেবী রোড; উত্তরদিকে – 12 ফুট-0 ইঞ্চি চওড়া কমন প্যাসেজ; দক্ষিণদিকে – নিউ প্লাজা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং

তারিখ: 25.06.2026
স্থান: কোলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পুর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কোলকাতা

L&T Finance

দখলগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
[আইন-8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক (রিস্টহোয়াইল, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লি. এল&টি ফাইনান্স লি.-এর সঙ্গে একত্রিত হয়েছে অ্যামালগামেশন স্কীমের অধীনে যেভাবে অন্তর্ভুক্তিকরণ অনুমোদিত এনসিএলটি মুম্বাই দ্বারা সেইসঙ্গে এনসিএলটি কলকাতা, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লিমিটেড একত্রিত হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড ('এলটিএফ') যা হয়েছে 12ই এপ্রিল, 2021) সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্স অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সোসাইটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 অনুসারে, এবং উক্ত আইনের ধারা 13(12) প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যাতে উক্ত আইন পড়া হয় [আইন 3] সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) আইন, 2002 অনুসারে যা ইস্যু হয়েছে ডিমান্ড নোটিশে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্সদের আহ্বান জানিয়ে যাতে পুন:প্রদান করা হয় ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত অ্যামাউন্ট উক্ত নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার 60 দিনের মধ্যে এবং পরবর্তী সুদ এব অন্যান্য চার্জেস ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন তারিখ পর্যন্ত। ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স অ্যামাউন্ট পুন:প্রদানে ব্যর্থ হলে, এতৎদ্বারা নোটিশ জারি করা হবে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে যে নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত আইনের ধারা 13-এর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যা আইন 8-এর এই নোটিশের রুলস অনুসারে পড়া হয়।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ: তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ: বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
KOLHL18000285, KOLHL18000280 & KOLHL18000125	1) মেসার্স সানি ওয়ার্ল্ড (ইহার স্বত্বাধিকারী দেবলীনা রায় মাধ্যমে) – ঋণগ্রহীতা 2) দেবলীনা রায় – সহ-ঋণগ্রহীতা 3) শেখর রায় – সহ-ঋণগ্রহীতা	**অনুসূচি-।** 13 কাঠা 14 ছটাক 02 বর্গফুট পরিমাপের সালি জমির সমস্ত অংশ। সামান্য কম-বেশী হওয়া সম জমি, অবস্থিত এখানে – মৌজা মালঞ্চ, জে.এল. নং 78, পরগণা – মেদানমাল্লা, কালেকটরের তৌজি নং 250 অধীনে, সি.এস. দাগ নং 357, আর.এস. দাগ নং 382 সম্বলিত যা সি.এস. এবং আর.এস. খতিয়ান নং 258 অন্তর্ভুক্ত এল.আর. দাগ নং 423-এর অনুরূপ, সোনারপুর থানার অধীনেএল.আর. খতিয়ান নং 197 অন্তর্ভুক্ত, বর্তমানে রাজপুর সোনারপুর সীমার মধ্যেই অবস্থিত, বর্তমানে রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার সীমার মধ্যেই ওয়ার্ড নং 22'য়ে অবস্থিত, রাস্তার নাম – জি. পি. মৈত্র রোড, সোনারপুরে সাব-রেজিস্ট্রী/এ.ডি.এস.আর. কার্যালয়, পূর্বতন বারুইপুর, দক্ষিণ 24 পরগণা জেলায়, তাহাতে সকল স্বাচ্ছন্দ্য অধিকার ও উপযোগিতার সঙ্গে একত্রে এবং বিবৃত জমি সুস্পষ্টভাবে দর্শানো হয়েছে আর এখানে সংযোজিত ম্যাপ বা প্ল্যানে অঙ্কিত হয়েছে এবং উহার মধ্যে লাল দাগ দিয়ে চিত্রিত হয়েছে, যা নিম্নরূপে সীমানাবদ্ধ – উত্তরে – পৌরসভার 18 ফুট চওড়া রাস্তা ৎ দক্ষিণে – আর.এস. দাগ নং 385'র অংশ ৎ পূর্বে – আর.এস. দাগ নং 383'র অংশ ৎ পশ্চিমে – আর.এস. দাগ নং 381'র অংশ ৎ **অনুসূচি-॥** সমস্ত সম্পত্তির ঠিকানা : রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভা, থানা – সোনারপুর, কোলকাতা – 700 149 অধীনে খতিয়ান নং 334, হোল্ডিং নং 78, এন.এস. রোড, ওয়ার্ড নং 25 (পুরনো-23) অন্তর্গত আর.এস.দাগ নং 231'য়ে সম্বলিত মৌজা – বৈকুণ্ঠপুর, জে.এল. নং 37, আর.এস. নং 110, তৌজি নং 251'য়ে 5 কাঠা পরিমাপের জমির ওপর অবস্থিত কথিত G+4 তলা ইমারতের রুমের নীচে জমি এবং হোল্ডিংয়ে অবিভক্ত আনুপাতিক ভাগীদারি বা স্বার্থের সঙ্গে একত্রে কম বা বেশী 900 বর্গফুটের সুপার বিল্ট আপ আয়তন সম্বলিত সেকেণ্ড ফ্লোরে (সামনের অংশে) ফ্ল্যাট, যা নিম্নরূপে সীমানাবদ্ধ – চতুর্সীমা – উত্তরে – তুলসী মণ্ডলের বাড়ী পূর্বে – 30 ফুট চওড়া এন.এস. রোড পশ্চিমে – মিউনিসিপ্যাল ট্যাঙ্ক দক্ষিণে – শিব মন্দির **অনুসূচি-III** সমস্ত সম্পত্তির বিবরণ : রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভা, থানা – সোনারপুর, কোলকাতা – 700 149 অধীনে খতিয়ান নং 334, হোল্ডিং নং 78, এন.এস. রোড, ওয়ার্ড নং 25 (পুরনো-23) অন্তর্গত আর.এস.দাগ নং 231'য়ে সম্বলিত মৌজা – বৈকুণ্ঠপুর, জে.এল. নং 37, আর.এস. নং 110, তৌজি নং 251'য়ে 5 কাঠা পরিমাপের জমির আনুপাতিক ভাগীদারির সঙ্গে একত্রে 800 বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ আয়তন পরিমাপের সেকেণ্ড ফ্লোর, পিছনের অংশে ফ্ল্যাট, যা নিম্নরূপে সীমানাবদ্ধ – চতুর্সীমা – উত্তরে – তুলসী মণ্ডলের বাড়ী পূর্বে – 30 ফুট চওড়া এন.এস. রোড পশ্চিমে – মিউনিসিপ্যাল ট্যাঙ্ক দক্ষিণে – শিব মন্দির	18-10-2022	18-10-2022 তারিখের হিসাবে টাঃ1,11,33,170.24 /-(এক কোটি এগারো লাখ তেত্রিশ হাজার একশো সত্তর টাকা এবং চবিবশ পয়সা মাত্র)	বাস্তবিক দখল 22-06-2026

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

তারিখ: 25.06.2026
স্থান: কোলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

অরুণাচলে হড়পা বানে নিখোঁজ, আহত বহু

ইটানগর, ২৪ জুন: অরুণাচল প্রদেশের কেয়ি পানিয়র জেলার ইয়াজালি সার্কলের অন্তর্গত 'নর্থ-ইস্টার্ন ইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড' (নিপকো) প্রকল্পের নিকটবর্তী পুসা এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট হড়কা বন্যার জলে ১৫টির বেশি আবাসিক কোয়ার্টার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আকস্মিক দুর্যোগের কবল পড়ে মহিলা-সহ পাঁচজন নিখোঁজ এবং ১৭ জন আহত। আহতদের মধ্য তিনের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক। তাঁদের নিকটবর্তী জিরো হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। আজ বুধবার সরকারি সূত্রে এই তথ্য জানিয়ে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত টানা প্রবল বর্ষণে ভয়াবহ আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে নিপকো প্রকল্প এবং আশপাশের অঞ্চলে। রাজ্যের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের সর্বশেষ বুলেটিনে জানানো হয়েছে, নির্মীয়মাণ একটি রিটেইনিং ওয়াল ভেঙে পড়ায় জল নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত নিপকোর আবাসিক কোয়ার্টারগুলিতে প্রবেশ করে এবং প্রলয়ঙ্করী বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, এ ঘটনায় ১৫-র বেশি আবাসিক কোয়ার্টার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হড়কা বানের তোড়ে মহিলা-সহ পাঁচজন নিখোঁজ বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া প্রাণহানিরও প্রাথমিক তথ্য পাওয়া গেলেও এখন পর্যন্ত সে সম্পর্কে সরকারি ভাবে নিশ্চিত করা হয়নি।

তবে তিনজনকে সংকটজনক অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়েছে। কেয়ি পানিয়রের জেলাশাসক শ্বেতা নাগারকোটি মেহতা এই তথ্যের সত্যতা স্বীকার করে জানান, ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযান শুরু হয়েছে। অকুস্থলে প্রেরিত রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ) এবং জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) উদ্ধারকার্য চালিয়েছে।

জেলাশাসক আরও জানান, ইয়াজালি এলাকার সমস্ত যানবাহন ও সংরক্ষিত সম্পদ উদ্ধারকাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। এছাড়া এলাকার প্রাক্তন সেনাকর্মীদেরও উদ্ধার ও ত্রাণকাজে সহায়তার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে।

জরুরি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সাময়িকভাবে তাদের পাওয়ারহাউস বন্ধ করে দিয়েছে নিপকো। তারা শুরু করেছে বাঁধ থেকে নিয়ন্ত্রিতভাবে জল ছাড়ার কাজ। জেলাশাসক শ্বেতা নাগারকোটি মেহতা জানান, প্রবল বৃষ্টির দরন একাধিক ভূমিধসের খবর এসেছে। জাতীয় সড়কের তিনটি ব্যাহত হয়ে পড়েছে স্থানে যান চলাচল। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের জারিকৃত বুলেটিনের উদ্ধৃতি দিয়ে জেলাশাসক জানান, পানিয়র জেলায় ব্যাপক ভূমিধসের ফলে পাঁচটি জেলার সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

এছাড়া নিপকো প্রকল্পের হেলিপ্যাডও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি জানান, পোতিন ও হোজ এলাকার কাছে জাতীয় সড়কের বিভিন্ন অংশে বহু মানুষ আটকে পড়েছেন। রাস্তা পরিষ্কারের সরঞ্জাম দিয়ে উদ্ধারকারী দল সেখানে পাঠানো হয়েছে।

পরিস্থিতির উন্নতি না-হওয়া পর্যন্ত এবং রাস্তা নিরাপদ ঘোষণা না-করা পর্যন্ত তিনি সাধারণ মানুষকে লোয়ার সুবনশিরি জেলার জিরো অভিমুখে যাতায়াত এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছেন জেলাশাসক শ্বেতা নাগারকোটি মেহতা।

বিস্ফোরণে ১২ ভারতীয়ের মৃত্যুর ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীকে ফোন কাতারের আমিরের

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন: কাতারের রাস লাফান গ্যাস উৎপাদন কেন্দ্রে ভয়াবহ বিস্ফোরণে ১২ জন ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যুর ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ফোন করে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি। দু'দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে হওয়া এই টেলিফোন কথোপকথনে নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয় এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করা হয়। গত রবিবার রাতে রাস লাফান ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটির বারজান স্থানীয় গ্যাস সরবরাহ কেন্দ্রে বিস্ফোরণ ঘটে। কাতারএনার্জি এলএনজি পরিচালিত এই স্থাপনাটি দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পরিকাঠামো। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, দুর্ঘটনায় মোট ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১২ জনই ভারতীয় নাগরিক। এছাড়া আহত হয়েছেন ৬৬ জন, যাঁদের মধ্যে বহু ভারতীয় শ্রমিক রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী পরে এক বার্তায় জানান, ব্যক্তিগতভাবে ফোন করে শোকপ্রকাশ করায় তিনি কাতারের আমিরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। দুই নেতা নিহতদের পরিবারের শোক ভাগ করে নিয়েছেন এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ভারত ও কাতারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বাসভিত্তিক সম্পর্ক ভবিষ্যতেও অটুট থাকবে। দু' দেশই নিজ নিজ নাগরিকদের নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এই কঠিন সময়ে একে অপরের পাশে থাকবে। দোহায় অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, কাতার প্রশাসনের সঙ্গে তারা সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে। আহত সব ভারতীয় বর্তমানে চিকিৎসাধীন এবং তাঁদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। দূতাবাসের আধিকারিকরা স্থানীয় প্রশাসন, হাসপাতাল এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে সমন্বয় রেখে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিচ্ছেন। এদিকে, বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে কাতার প্রশাসন। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) উৎপাদন ও রফতানি কেন্দ্র রাস লাফান ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটিতে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী কর্মী কাজ করেন, যাঁদের মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যাই অন্যতম বেশি।

ভিশন ২০২৮: দিন্দা ও উৎপলকে বড় দায়িত্ব সিএবি'র

ভিশন ২০২৮ প্রকল্পে অশোক দিন্দা ও উৎপল চট্টোপাধ্যায়কে বড় দায়িত্ব দিল সিএবি। দিন্দাকে ভিশন ২০২৮-এর প্রধান করা হয়েছে, একই সঙ্গে তিনি ফাস্ট বোলিং কোচের দায়িত্ব সামলাবেন। উৎপল চট্টোপাধ্যায়কে এই প্রকল্পের স্পিন বোলিং কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। জুলাই থেকেই ভিশনের পরবর্তী শিবির শুরু হবে। বাংলার প্রতিভাদের তুলে এনে তাঁদের প্রতিভা বিকাশের পথ প্রশস্ত করার ক্ষেত্রে ভিশন ২০২৮ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। বাংলার অনূর্ধ্ব ১৬, ১৯, ও ২৩ ও সিনিয়র দলের কোচ ও সহকারী কোচদের এই ভিশন ২০২৮ প্রকল্পে যুক্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছে সিএবি।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the Photograph of **Debobrata Ghosh,** Father's Name - **Lt. Dilip Ghosh**, of 59, Shree Ram Dhang Road, PS - Malipanchghora, Dist - Howrah, WB, who has been missing since 04.06.2026, at about 13.00 hrs, Residential area under PS Malipanchghora, Description of this missing person is: **Age** -40 Years, **Complexion** - Fair, **Height** -5 Feet 6 Inch, **Wearing** - Blue Half pant and Sky T-Shirt, **Language** - Bengali . Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata - 700027, Phone No: 033-24506120

ICA- D956(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
BIRBHUM ZILLA PARISHAD
SURI, BIRBHUM.
Abridged Notice Inviting e-Tender
Tender Notice No.
BHM-N-01-2026-27

Memo no:2368/3(1)/BZP dt:-24/06/2026. Online Tender ID-2026_ZPHD_1029439. Additional Executive Officer, Birbhum Zilla Parishad invites e-Tender for 01(One) no of work. Detailed information including downloading and uploading time are available from the website **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Additional Executive Officer,
Birbhum Zilla Parishad.
Memo No-81(3)/Inf (advt)/ Bir,
Dated-24/06/2026

ফর্ম নং আইএনসি - ২৬
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অধীনে)
রিজিওনাল ডিরেক্টর,
ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ এর সাব সেকশন (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব রুল (৫) এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত
এবং
নেইউভি স্পেশালিটি কেমিক্যালস প্রাইভেট লিমিটেড
(CIN: U24290WB2020PTC239901)

রেজিস্টার্ড অফিস এলপি.২০/৩/২, ৫/৭ বুড়োশিবতলা মেন রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৮ সম্পর্কিত

... দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির ১৫ জুন ২০২৬ তারিখে অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য-এর আরওসি কলকাতা I থেকে আরওসি কলকাতা II স্থানান্তরের বিষয়টি কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩(৪) অধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন এর নিকট কোম্পানি এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে। কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা বিনিয়োগকারীগণের ফর্মপূরণ সাপেক্ষে বা হাতেহাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ, রাজারহাট, নিউটাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫ ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে এবং একটি কপি কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিস : এলপি.২০/৩/২, ৫/৭ বুড়োশিবতলা মেন রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৮ ঠিকানায় পাঠাতে পারেন।

আবেদনকারীর পক্ষে
নেইউভি স্পেশালিটি কেমিক্যালস প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
আদিত্য জালান
তারিখ : ২৫.০৬.২০২৬ **ডিরেক্টর**
স্থান : কলকাতা **(ডিন : ০৮৮৮৬১৮৫)**

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
সার্ভে ডিপার্টমেন্ট
৭ম তল, অ্যানেক্স বিল্ডিং, হাওড়া - ৭১১ ১০১, ফোন : (+৯১-৩৩) ২৬৮-৩২১১-১৩,
ওয়েবসাইট : www.myhmc.in ইমেল : survey@myhmc.in/hmc.survey249@gmail.com

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন - এইচএমসি এলাকা অধিক্ষেত্রে প্রধান সড়ক/স্ট্রিট/লেন অঞ্চলে পার্কিং প্লেস/স্লট নিলামের জন্য মেসার্স এমএসটিসি লিমিটেডকে বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করেছে। এমএসটিসি লি এর ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com থেকে বিস্তারিত জানা যাবে।
২৭(৩)/২৬-২৭ **এ. ই. (সার্ভে)**
২৪.৬.২৬ **এইচএমসি**

Notice Inviting Tender

Sealed tender is invitd by the undersigned vide NIQ No. 01 of 2026-27.
Last date of application for tender documents: **07-07-26 upto 2.00 pm**
Further information will be availabe from the office of the undersigned during any working day within **07-07-2026**
Sd/- Assistant Engineer (A-I)
Pandua (A-I) Sub-Division
177/HD/ICA/ADVT **Khanyan, Hooghly**

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মেসার্স কসমিক স্প্রিংস অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লি, রেজিস্টার্ড অফিস : কসমিক টাওয়ার, ৪র্থতল, ১৯, মনোহর পুকুর রোড, কলকাতা- ৭০০০২৯, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ প্লট নং ১৬৫৮, জালান ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স, ডোমজুড়, মৌজা- বাঞ্জারা, জেএল নং ২৬, পো : বেগরি, থানা : ডোমজুড়, বেগরি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : হাওড়া, -৭১১৪১১, পরিমাপ আনুমানিক ০.১৫ ডেসিমেল এর সমুদয় স্বত্বাধিকারী। উক্ত প্লট শিল্প তালুক হিসেবে চিহ্নিত। আমরা রেজিস্ট্রিকৃত স্বত্ব দলিল উল্লেখ্য দলিল নং ১-১৯০২-০৪৮৭০/২০২৫ তারিখ ৩০ এপ্রিল ২০২৫, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এআরএ-২, কলকাতা সমীপে, জেলা : কলকাতা, এবং জমির শান্তিপূর্ণ স্বত্বদখলকারী। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সকল দায়মুক্ত, বিতর্কমুক্ত, আইনি জটিলতামুক্ত, দাবি মুক্ত, শুল্ক বা কোনও ধরনের আপত্তি মুক্ত।

AGI GREENPAC
এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেড
(পূর্বতন এইচএসআইএল লিমিটেড নামে পরিচিত)
CIN : L51433WB1960PLC024539
রেজিস্টার্ড অফিস : ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ফোন : +৯১ ৩৩-২২৪৮ ৭৪০৭/৫৬৬৮
ইমেল : agiinvestors@agigreenpac.com
ওয়েবসাইট : www.agigreenpac.com

এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেডের নথিতথ্যের শেয়ার স্থানান্তরের অনুরোধের পুনর্নথিভুক্তির বিশেষ ব্যবস্থা

এতদ্বারা সেবি সার্কুলার HO/38/13/11(2)2026- MIRSD-POD/I/3750/2026 তারিখ ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ অনুযায়ী নথিতথ্যের শেয়ারসমূহ স্থানান্তরের পুনর্নথিভুক্তকরণের সুবিধার জন্য এক বছরের মেয়াদে ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত এক বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
নথিতথ্যের আকারে ১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের পূর্বের যেসকল শেয়ার বাতিল/ফেরত/অব্যবস্থিত নথি/প্রক্রিয়া/বা অন্যভাবে খামতির কারণে সেগুলি আবার পুনর্নথিভুক্তিকরণ হবে ভুল সংশোধনের পর স্থানান্তর এর নথিভুক্তির জন্য ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত আমাদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) মেসার্স মাহেশ্বরী ডেটোমেটিকস প্রা লি., ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা- ৭০০০০১ দ্বারা।
স্থানান্তরিত শেয়ারগুলি কেবল ডিমাট আকারে ইস্যু করা হবে সংশ্লিষ্ট সকল নথি যথাযথ থাকা সাপেক্ষে আরটিএ স্বীকৃত হওয়া সাপেক্ষে এবং সেগুলি এক বছরের জন্য স্থানান্তর নথিভুক্তির তারিখ থেকে লেনদেন করা যাবে না।

এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
ওমপাল
স্থান : গুরুগ্রাম **কোম্পানি সেক্রেটারি**
তারিখ : ২৪ জুন ২০২৬ **মেম্বারশিপ নং : এ৩০৯২৬**

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
IRRIGATION & WATERWAYS DIRECTORATE
Notice Inviting e-Tender

e-NIT No.-**e-NIT-02/2026-27** of Executive Engineer& TA to SE/M&E Circle Online tender is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal from the eligible bonafide contractors for the work. Last date and time of application is 15th July, 2026 11:00 Hrs. IST. Others details may be available from the office of the undersigned during office hours on any working days. Details of tender notice may be seen at **https://iwd.wb.gov.in** and **https://wbtenders.gov.in** Sd/- Executive Engineer & TA to Superintending Engineer Mechanical & Electrical Circle.

ICA- T10985(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Corrigendum Notice for Tender

e-N.I.T No- **WBIW/CTU/CE(North)/e-NIT-04(e)/2026-27, S.L.- 01** Tender Id : **2026_IWD_1024405_1,** under Central Tender Unit, Irrigation & Waterways Directorate, Following changes are made in 3rd corrigendum Bid submission end date is **"02.07.2026 up to 14:00 Hours"** instead of **"24.06.2026 up to 14:00 Hours"** and Technical Bid opening date is **"03.07.2026 after 14:00 Hrs. "** instead of **"25.06.2026 after 14:00 Hrs."** All other terms and conditions will remain unchanged. All necessary details may be obtained from West Bengal Government e-tender portal **wbtenders.gov.in** Sd/- S.E, Central Tender Unit.

ICA- T10986(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM NOTICE-I & II
WBMSCL/NIT-423/2026,
Dated - 01/06/2026
Tender ID: 2026_WBMSC_1027219_1

Emergent replacement, repairing/ rectification/ servicing work of existing entire defunct Fire Protection System & Fire Detection System at Bongaon SSH (G+4) in the district of North 24th PGS under WBMSCL during the year 2025-2026 2nd call. Details of the tender corrigendum will also be available at wbtenders.gov.in & wbmsc.gov.in Clarification requests, if any may be sent to eewbmscl.krishnajit@gmail.com Sd/- General Manager, WBMSCL

ICA- T10993(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
HALDIA DEVELOPMENT AUTHORITY
City Centre, P.O. Debhog, Haldia
Dist. Purba Medinipur, PIN-721657
Toll Free No. 1800-345-3224
NOTICE INVITING TENDER
NIT No. 13/HDA/EC-ELECT/2026-27

Online (E-Tender) tender in a two bid system is hereby invited for "SUPPLY & DELIVERY OF LED STREET LIGHT AND LED FLOOD LIGHT FITTINGS FOR REPLACEMENT OF DEFECTIVE LED LIGHT FITTINGS AT DIFFERENT LOCATIONS UNDER SHAHID MATANGINI, TAMLUK-I & MOYNA BLOCK AND TAMLUK MUNICIPALITY UNDER TAMLUK SUB-DIVISION." Estimated Cost of work: ₹ 4,97,984/- Document downloading date: from 25.06.2026 to 03.07.2026. Date of bid submission: from 30.06.2026 to 03.07.2026. For detailed information and further update kindly visit the office and/or the website of HDA : www.hda.gov.in E-Tender can be submitted through: www.wbtenders.gov.in Sd/- Chief Executive Officer, HDA.

ICA- T10996(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

An e-Tender is hereby invited by the undersigned from eligible bidders from supply & installation of 06 pcs DG sets (sound proof on hire basis in different places of Sundarban Police District. The last date and time of bid submission (online) is 14 days from the date of publication of this e-Tender notice & upto 14:00 hrs. The details of the NIT Ref. No. 01/Acct/SP/SPD/2026-27 are available on the website: **www.tenders.wb.gov.in** Sd/- Superintendent of Police, Sundarban Police District.

ICA- T11003(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED e-TENDER NOTICE

NIET: WBPHED/01/Kly SD-II OF 2026-2027 AND [Tender ID: 2026_PHED_1029360_1] is invited by the undersigned under Kalyani Division II, P.H.E. Dte. [Closing and Opening date of tender and all other details will be available in the website http://wbtenders.gov.in] Sd/- Assistant Engineer, Kalyani Division II, PHE Dte.

ICA- T11009(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

EE/KNHED/PWDte. invite online e-tender for the work "Day to day routine and preventive maintenance of Sub Station & LT Electrical Installation & DG Operation of different building within the campus of Salt Lake Sub-Division Hospital (F.Y.-2026-27)." e-NIT No. WBPWD/EE/KNHED/NIT-10/26-27, Tender Id : 2026_WBPWD_5015888_1. Bid Submission Start Date (online) : 30/06/2026, 1.05 PM. Bid Submission Closing Date (online) : 13/07/2026 up to 1.00 PM. Corrigendum if any will be Published in website only. Details of NIT and Tender Documents may be download from http://wbtenders.gov.in Sd/- S. Chakraborty/EE/KNHED/PWDte.

ICA- T11025(3)/2026

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/ই-অকশন/এইচডব্লিউএইচ/২০২৫, **তারিখঃ ২২.০৬.২০২৬**
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া, পিন-৭১১১০১ কর্তৃক ০৩ বছরের জন্য হাওড়া ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার দরুন চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। আরও বিশদ বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন। **ক্যাটালগ নং.ঃ** পার্ক-এইচডব্লিউএইচ-৩-জেইউএন; **অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ০৬.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২ টায়। **ক্রম নং.ঃ ১; লট নম্বর ঃ** পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-কেকিউইউ-টিডব্লিউ-২৮৭-২৬-১ (পার্কিং-টু হুইলার); **স্টেশনের নাম ঃ** কামারকুন্ডু-II; **ক্রম নং.ঃ ২; লট নম্বরঃ** পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-বিডব্লুএন-টিডব্লিউ-৩০৫-২৬-১ (পার্কিং-টু হুইলার); **স্টেশনের নাম ঃ** বর্ধমান; **ক্রম নং.ঃ ৩; লট নম্বরঃ** পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-বিডিসি-আরডব্লিউ-৩০৪-২৬-১ (পার্কিং-থ্রি হুইলার); **স্টেশনের নাম ঃ** ব্যান্ডেল। HWH-170/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
সাকেত প্রমোটারস লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	**সাকেত প্রমোটারস লিমিটেড**
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	৬ নভেম্বর ২০০৩
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U45201WB2003PLC097210
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	**রেজিস্টার্ড অফিস :** ৪৬, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০১২, পশ্চিমবঙ্গ
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	২২ জুন ২০২৬ (নির্দেশ গৃহীত : ২৪ জুন ২০২৬)
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	১৯ ডিসেম্বর ২০২৬
৮.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	প্রতীম বয়াল IBBI/IPA-003/IIPN00213/2018-2019/12385
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত অর্ন্তবর্তী প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	প্রতীম বয়াল রিসার্জেন্ট রিসলিউশন প্রফেশনালস এলএলপি, ২/৬ শরৎ বোস রোড, সেন্ট্রাল প্লাজা, ৮ম তল, রুম নং ৭০৮, কলকাতা ৭০০০২০ **ইমেল : pratimbayal@gmail.com**
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	প্রতীম বয়াল রিসার্জেন্ট রিসলিউশন প্রফেশনালস এলএলপি, ২/৬ শরৎ বোস রোড, সেন্ট্রাল প্লাজা, ৮ম তল, রুম নং ৭০৮, কলকাতা ৭০০০২০ **ইমেল : cirp.saketpromoters@gmail.com**
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	৮ জুলাই ২০২৬
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	নেই
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	**Web link: www.ibbi.gov.in** সংশ্লিষ্ট ঠিকানা - রিসার্জেন্ট রিসলিউশন প্রফেশনালস এলএলপি, ২/৬ শরৎ বোস রোড, সেন্ট্রাল প্লাজা, ৮ম তল, রুম নং ৭০৮, কলকাতা ৭০০০২০

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে সাকেত প্রমোটারস লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ২২ জুন ২০২৬ তারিখে।
সাকেত প্রমোটারস লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ৮ জুলাই ২০২৬ তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যেসকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ অনুযায়ী কাজ করতে।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
(প্রতীম বয়াল)
তারিখ : ২৫ জুন ২০২৬ **অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার**
স্থান : কলকাতা **IBBI/IPA-003/IIPN00213/2018-2019/12385**

ডিএআর ক্রেডিট অ্যান্ড ক্যাপিটাল লি.
CIN : L65999WB1994PLC064438
রেজি. অফিস : বিজনেস টাওয়ার, ২০৬ এজেসি বোস রোড, ৭ম তল, ইউনিট নং ৬বি, কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, **ফোন :** ০৩৩ ৪০৬৪ ৬৪৯৫
ইমেল : co.secretary@darcredit.com, **ওয়েবসাইট :** www.darcredit.com

৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
ভিডিও কনফারেন্সিং / অন্যান্য অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে

১. এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে দার ক্রেডিট অ্যান্ড ক্যাপিটাল লিমিটেড (কোম্পানি) এর ৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শুক্রবার ১৭ জুলাই ২০২৬ তারিখ বিকেল ৩ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/ অন্যান্য অডিও ভিসুয়াল মিনস (ওএভিএম) মাধ্যমে বন্টনীয় এজিএম আহ্বায়ক নোটিশে উল্লিখিত বিষয় সমূহ সম্পাদনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে। ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন এর প্রযোজ্য সংস্থান এবং সংশ্লিষ্ট অধীনে রুলস এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ (সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস), তৎসহ এমসিএ জেনারেল সার্কুলার নং ০৩/২০২৫৮ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তৎসহ পূর্বের সার্কুলারসমূহ ইস্যুকৃত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে (যৌথভাবে এমসিএ সার্কুলারসমূহ হিসেবে উল্লিখিত), সদস্যগণের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত সাধারণ স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। ৩২তম এজিএম এর সম্ভাব্য সভাস্থল কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস।
২. উল্লিখিত সার্কুলারসমূহ অনুযায়ী, শুধুমাত্র সেইসব সদস্যের কাছেই নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল আইডি আরটিএ বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট-এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। এছাড়া, নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২৫-২০২৬) কোম্পানির ওয়েবসাইট www.darcredit.com-এর 'ইনভেস্টর রিলেশন' বিভাগে এবং স্টক এক্সচেঞ্জে; অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট www.nseindia.com ও এনএসডিএল -এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এ পাওয়া যাচ্ছে।
৩. সদস্যরা তাদের 'রিমোট ই-ভোটিং লগইন ক্রেডেনশিয়াল' ব্যবহার করে এবং এজিএম-এর জন্য নির্দিষ্ট 'ইভেন' নির্বাচন করে ভিসি/ওএভিএম -এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন অথবা এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এ এজিএম-এর সরাসরি সম্প্রচার দেখতে পারবেন; কোম্পানির ৩২তম এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী এজিএম আহ্বান সংক্রান্ত নোটিশে প্রদান করা হয়েছে।
৪. ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের 'কোরাম' গণনার ক্ষেত্রে; যা কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৩ ধারার অধীনে প্রযোজ্য; বিবেচনা করা হবে।
৫. কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ তদধীন সময়ে সময়ে সংশোধিত বিধিমালাসহ পঠিতব্য এবং সেবি-এর তালিকাভুক্তি সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা ও তথ্য প্রকাশ বিষয়ক প্রবিধানমালা, ২০১৫-এর প্রবিধান ৪৪-এর বিধান অনুযায়ী, কোম্পানি তার সকল সদস্যকে এনএসডিএল -এর 'রিমোট ই-ভোটিং' (দূরবর্তী স্থান থেকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান) পরিষেবার মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। 'কাট-অফ' তারিখ অর্থাৎ ১০ জুলাই, ২০২৬-এ ইলেকট্রনিক বা ডিম্যাট আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা 'রিমোট ই-ভোটিং'-এর মাধ্যমে তাদের ভোট প্রদান করতে পারবেন। এছাড়া, যে সকল সদস্য ইতিমধ্যে 'রিমোট ই-ভোটিং'-এর মাধ্যমে ভোট প্রদান করেননি, তাদের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোট প্রদানের ব্যবস্থাও থাকবে।
৬. ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য ও নির্দেশাবলী ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ডের বিবরণসহ সদস্যদের ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণের জন্যও একই লগ-ইন তথ্য ব্যবহার করতে হবে।
৭. কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পাঠানোর কাজ সম্পন্ন হওয়ার তারিখ ২৪ জুন, ২০২৬।
৮. 'রিমোট ই-ভোটিং' প্রক্রিয়াটি ১৪ জুলাই, ২০২৬ তারিখে সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং ১৬ জুলাই, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫টায় শেষ হবে। ১৬ জুলাই, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫টার (আইএসটি) পর আর 'রিমোট ই-ভোটিং'-এর সুযোগ থাকবে না। ভোটদানের জন্য নির্ধারিত উক্ত তারিখ ও সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর এনএসডিএল কর্তৃক 'রিমোট ই-ভোটিং' মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে এবং কোনো সদস্য একবার কোনো প্রস্তাবের ওপর ভোট প্রদান করলে পরবর্তীতে তা আর পরিবর্তন করতে পারবেন না।
৯. কোনো সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পরেও বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন, তবে সভায় পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি পাবেন না। শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিই রিমোট ই-ভোটিং বা বার্ষিক সাধারণ সভায় ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা পাবেন, যার নাম 'কাট-অফ তারিখ' অর্থাৎ ১০ জুলাই, ২০২৬-এ সদস্যদের রেজিস্টারে অথবা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত 'বেনিফিশিয়াল ওনার্স' -এর রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ থাকবে।
১০. কোনো ব্যক্তি যদি সভার বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণের মাধ্যমে কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন ও সদস্য হন, তবে তিনি বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুযায়ী ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারবেন। তবে, যদি সদস্য ইতিমধ্যে ই-ভোটিংয়ের জন্য নিবন্ধিত হয়ে থাকেন, তবে রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য তাঁর বিদ্যমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যাবে।
১১. ডিম্যাটেরিয়ালাইজড পদ্ধতিতে শেয়ার ধারণকারী সদস্য এবং যেসব সদস্য তাঁদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাঁদের ক্ষেত্রে রিমোট ই-ভোটিং এবং বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
১২. কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে, আপনি www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড সেকশনে উপলব্ধ 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা evoting@nsdl.com-এ অনুরোধ পাঠাতে পারেন। এছাড়া, আপনি এনএসডিএল -এর সিনিয়র ম্যানেজার শ্রী প্রীতম দত্ত, এনএসডিএল, ক্রিসেন্ট টাওয়ার, ইউনিট ৩ই, ৪র্থ তল, ২২৯, এজেসি বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ডেজিগনেটেড ইমেল আইডি : Pritam.D@nsdl.com বা ফোন ০৩৩-৪৫১৭৯৮৪৪ সাথে যোগাযোগ করতে পারেন; তিনি ই-ভোটিং সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ও দেখবেন। সদস্যরা কোম্পানির ইমেল ঠিকানা co.secretary@darcredit.com-এ কোম্পানির সচিবের কাছেও চিঠি বা ইমেল পাঠাতে পারেন।
১৩. বার্ষিক সাধারণ সভা -এর আগে বা চলাকালীন সময়ে 'রিমোট ই-ভোটিং' (দূরবর্তী ইলেকট্রনিক ভোটিং) প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি সিএস টুইঙ্কল পান্ডে-কে (COP-22187) 'স্ক্রুটিনাইজার' হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
১৪. রেকর্ড ডেট, বুক ক্লোজার এবং চূড়ান্ত লভ্যাংশ প্রদান সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তরের বইসমূহ ১০ জুলাই ২০২৬ (শুক্রবার) থেকে ১৭ জুলাই ২০২৬ (শুক্রবার) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। ১৫ মে ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্ষদ সভায়, কোম্পানিটি ২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য ইকুইটি শেয়ারের ওপর লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করেছে। শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা অনুমোদিত হলে, 'রেকর্ড ডেট' অর্থাৎ ২৩ জুন ২০২৬ (মঙ্গলবার) তারিখে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে যাদের নাম রয়েছে, সেইসব ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ ঘোষণার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে প্রদান বা জমা করা হবে।
১৫. সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (সংশোধিত)-এর বিধান অনুযায়ী, সদস্যদের লভ্যাংশ শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক পদ্ধতির মাধ্যমেই প্রদান করা হবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
ডিএআর ক্রেডিট অ্যান্ড ক্যাপিটাল লি.
স্বা/-
তারিখ : ২৪.০৬.২০২৬ প্রিয়া কুমারী
স্থান : কলকাতা কোম্পানি সেক্রেটারি অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স অফিসার

ফর্ম নং ইউআরসি-২
অধ্যায় ২১ এর অংশ ১ অধীনে নথিভুক্তি সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন বিজ্ঞপ্তি
(২০১৪ সালের কোম্পানি (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলসের রুল ৪(১) এবং ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৭৪(বি) সংস্থান অনুযায়ী)

১. এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৬৬ এর উপ ধারা (২) অধীনে মানাজেন সলিউশন এলএলপি, এক লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ সংস্থার ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধ্যায় ২১ এর অংশ ১ অধীনে শেয়ার দ্বারা লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নথিভুক্তিকরণের জন্য রেজিস্ট্রার -আরওসি-পশ্চিমবঙ্গ এর নিকট এক আবেদন দাখিল করেছে।
২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ :
ক) স্থাপনা, ডিজাইন, রক্ষণাবেক্ষণ, সংগঠন, পরিচালন, প্রদান, সংগ্রহ বা উপলব্ধ করা পরামর্শ পরিষেবা, প্রশিক্ষণ, কোচিং প্রোগ্রাম এবং উৎপাদন ভারতের মধ্যে এবং ভেতরে সংশ্লিষ্ট শাখায় পরিষেবা এবং পরিচালনা, বাণিজ্যিক, ব্যবসা, পরিসংখ্যান,অর্থিক,হিসাব নিকাশ,তথ্য প্রযুক্তি, মেডিকেল, আইনি, শিক্ষা, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডেটা প্রসেসিং, যোগাযোগ এবং অন্যান্য কারিগরি সামাজিক বা অন্যান্য পরিষেবা এবং উৎপাদন ডিজাইন, বিল্ডিং এবং ব্যবস্থাপনা ব্যবসা প্রসেস,টেকনোলজি এবং ব্যবসায়িক লাভজনক সুবিধার জন্য মানুষকে সাহায্য।
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া মেমোরান্ডাম এবং আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন এর একটি কপি পর্যবেক্ষণ করা যাবে **সৃজন কর্পো পার্ক টাওয়ার-১, ১০০১, ১১শতল, জিপি সেক্টর -৫, বিধাননগর সিকে মার্কেট, সল্টলেক, উত্তর ২৪ পরগনা-৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ** ঠিকানায়।
৪. আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট আবেদনের বিরোধিতা করতে চাইলে আপত্তির কারণ সহ লিখিত নোটিশ রেজিস্ট্রার -কর্পোরেট ভবন, ৪র্থতল প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী কলকাতা - ৭০০১৩৫,ঠিকানায় নোটিশ প্রকাশের একুশ দিনের মধ্যে আবেদনকারী কোম্পানির উল্লিখিত ঠিকানায় একটি কপি সহ পাঠাতে পারেন।

তারিখ ২৪ জুন ২০২৬
আবেদনকারী/ডেজিগনেটেড অংশীদারগণ/অংশীদারগণের নাম:
১. সঞ্জীব আগরওয়াল স্বা/-
২. সচীন তায়াল স্বা/-
৩. পুনিত গুপ্তা স্বা/-

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
ইউনাইটেড মাস্টারব্যাচেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	ইউনাইটেড মাস্টারব্যাচেস প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২৫.১০.২০০৬
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U24121WB2006PTC111595
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	গ্রাম - উত্তর রাজ্যধরপুর, পো - বৈদ্যবাটি, থানা - শ্রীরামপুর, হুগলি শ্রীরামপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত পিন - ৭১২২২২
৬.	কর্পোরেট ডেটরের ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	২৩.০৬.২০২৬
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	২২.১২.২০২৬
৮.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	প্রতাপ মুখার্জি IBBI/IPA001/IP-P02515/2021-2022/13851
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	২৭এ, ভট্টাচার্যি পাড়া রোড, পশ্চিম বরিষা, পো - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০৬৩ pratapmukherjee62@gmail.com
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	২৭এ, ভট্টাচার্যি পাড়া রোড, পশ্চিম বরিষা, পো - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০৬৩ umpl.ibc@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	০৭.০৭.২০২৬
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	নেই
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের প্রযোজ্য অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	১. প্রযোজ্য নয় ২. ৩.
১৪.	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	Web link: https://ibbi.gov.in/home/downloads সংশ্লিষ্ট ঠিকানা - রুম নং এম৮/৫১৩, ডায়মন্ড হেরিটেজ ১৬, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা - ৭০০০০১

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে ইউনাইটেড মাস্টারব্যাচেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ২৩.০৬.২০২৬ তারিখে।
ইউনাইটেড মাস্টারব্যাচেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ০৭.০৭.২০২৬ তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যেসকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ অনুযায়ী কাজ করতে।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের নাম এবং স্বাক্ষর :
তারিখ : ২৪.০৬.২০২৬ প্রতাপ মুখার্জি
স্থান : কলকাতা অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার

WEBSOL
POWERING TOMORROW'S ENERGY
ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেড
CIN : L29307WB1990PLC048350
রেজিস্টার্ড অফিস : ৫২/১, শেক্সপিয়ার সরণি, ইউনিমার্ক এশিয়ান, ৯ম তল, কলকাতা - ৭০০০১৭, ফোন : ০৩৩ ৪০০৯২১০০
ওয়েবসাইট : www.websolenergy.com ইমেল : আইডি : investors@websolenergy.com

(২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১১০ তৎসহ পঠিত ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২২ এবং এমসিএ সার্কুলারসমূহ (নিম্নোক্ত বর্ণিত মতে) অনুযায়ী)

প্রতি,
শেয়ারহোল্ডারগণ,
ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেড,

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১০৮ এবং ১১০ সংস্থান এবং তৎসহ পঠিত ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)রুলসের রুল ২০ এবং রুল ২২, সেক্রেটারিয়েল স্ট্যান্ডার্ড-২ সাধারণ সভা সম্পর্কিত ইস্যুকৃ ইনস্টিটিউট অব কোম্পানি সেক্রেটারিজ অব ইন্ডিয়া, কর্তৃক, রেগুলেশন ৪৪ ২০১৫ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, বিধিবদ্ধ সংশোধনী(গুলি) সহ, স্পষ্টীকরণ(গুলি), বিকল্প(গুলি) বা পুনঃপ্রণয়ন(গুলি) সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য কার্যকর, নির্দেশিকা নির্ধারিত কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ভারত সরকার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সাধারণ সভা অনুষ্ঠান/ পোস্টাল ব্যালট ব্যবস্থাপনা রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে উল্লেখ্য জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২০ এবং জেনারেল সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ এবং অন্য কোনও প্রযোজ্য আইন, রুলস এবং রেগুলেশনস, অনুযায়ী **ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেডের** (কোম্পানি) কর্তৃক সদস্যগণের পোস্টাল ব্যালট ভোটিং বৈদ্যুতিন মাধ্যমে (রিমোট ই-ভোটিং) মাধ্যমে অনুমোদনের জন্য দাখিলকৃত।

প্রস্তাবের বিবরণ	প্রস্তাবের ধরন
শ্রী সোহন লাল আগরওয়াল (ডিন : ০০১৮৯৮৯৮) কে ১ এপ্রিল ২০২৬ থেকে কার্যকর হিসেবে তিন বছরের মেয়াদে কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে পুনঃনিয়োগ।	**বিশেষ**

পোস্টাল ব্যালট নোটিশ তারিখ ২২ জুন ২০২৬ এবং প্রতিবেদনের ব্যাখ্যা সহ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.websolenergy.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলির যেমন বিএসই লিমিটেড (বিএসই) এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অব ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই) www.bseindia.com এবং www.nseindia.com এনএসডিএল এর ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ।
পোস্টাল ব্যালট কেবল উপযুক্ত সদস্যগণকেই কেবল ই-মেল মাধ্যমে পাঠানো হচ্ছে যাদের নাম কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট যেমন আর অ্যান্ড ডি ইনফোটেক প্রা লি (আরটিএ)/ডিপোজিটরিজ যেমন ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)/ সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড এর নিকট শুক্রবার ১২ জুন ২০২৬ (কাট অফ ডেট) অনুযায়ী নথিভুক্ত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সদস্যগণ রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে প্রস্তাবের জন্য ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন বিধিবদ্ধ আবশ্যকতার প্রণিধান সাপেক্ষে। কোনও ব্যক্তি কাট অফ ডেট অনুযায়ী সদস্য না হয়ে থাকলে পোস্টাল ব্যালট নোটিস কেবল সূচনা হিসেবে গণ্য করবেন। কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের (এনএসডিএল) রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা কোম্পানির সদস্যগণকে পরিষেবা প্রদানের জন্য নিয়োগ করেছে।
রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা নিম্নোক্ত সময়ে উপলব্ধ :

ইভন নং	১৩৯৮২৪
রিমোট ই-ভোটিং শুরু	বৃহস্পতিবার, ২৫ জুন ২০২৬ তারিখ সকাল ৯টায় (আইএসটি)
রিমোট ই-ভোটিং সমাপ্ত	শুক্রবার ২৪ জুলাই ২০২৬ বিকেল ৫ টায় (আইএসটি)

সংশ্লিষ্ট সময়ে সদস্যগণ ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শুক্রবার ১২ জুন ২০২৬ (কাট অফ ডেট) অনুযায়ী শেয়ার ধারণ করে থাকলে রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থায় ভোট প্রদান করতে পারবেন। সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবের জন্য ভোট প্রদান করে থাকলে পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করার অনুমোদন দেওয়া যাবে না। সদস্যগণের ভোটাধিকার কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার মূলধনের কাট অফ ডেট অনুযায়ী শেয়ারধারণের সমানুপাতিক হিসেবে গ্রাহ্য হবে।
কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ড শ্রী অভিজিৎ মজুমদার (এফসিএস নং এ৯৮০৪/ সিওপি নং : ১৮৯৯৫), কোম্পানি সেক্রেটারী পেশায় নিযুক্তকে স্বচ্ছ এবং অবাধ রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার নিযুক্ত করেছে।
স্ক্রুটিনাইজার তার প্রতিবেদন কোম্পানির চেয়ারম্যান বা অনুমোদিত কোনও ব্যক্তির নিকট রিমোট ই-ভোটিং মারফত প্রদত্ত ভোট পরীক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার পর দাখিল করবেন এবং পোস্টাল ব্যালট এর ফলাফল মঙ্গলবার ২৮ জুলাই ২০২৬ তারিখে ঘোষণা করা হবে। প্রদত্ত ভোটের বৈধতা সম্পর্কে স্ক্রুটিনাইজারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত গণ্য হবে।
ই-ভোটিং সুবিধা এনএসডিএল কর্তৃক অকার্যকর করা হবে শুক্রবার ২৪ জুলাই ২০২৬ তারিখ সন্ধে ৫ টার পর অব্যবহিতভাবে।
যে সকল সদস্য তাদের ই-মেল ঠিকানা হালনাগাদ করেননি তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট অধিকৃত শেয়ার সম্পর্কিত নথিভুক্তির জন্য বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ডিপোজিটরি নিকট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের মাধ্যমে এবং ফিজিক্যাল আকারে ধারণ করা শেয়ার সম্পর্কে কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের -আর অ্যান্ড ডি ইনফোটেক প্রা লি এর নিকট ইমেল মারফত info@rdinfotech.net বা ডাকে ১৫সি, নরেশ মিত্র সরণি, কলকাতা- ৭০০০২৬ ঠিকানায় লিখিতভাবে জানাতে।
স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন সহ ই-ভোটিং এর ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট www.websolenergy.com এবং এনএসডিএল www.evoting.nsdl.com এবং বিএসই এবং এনএসই ওয়েবসাইটে উপলব্ধ করা হবে যেখানে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারসমূহ তালিকাভুক্ত রয়েছে মঙ্গলবার ২৮ জুলাই ২০২৬ তারিখের পূর্বে পর্যন্ত।
কোনও কারণে কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে ফ্রিকোয়েন্টলি আসকড কোশ্চেনস (এফএকিউএস) শেয়ারহোল্ডাদের জন্য এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল ফর শেয়ারহোল্ডারস উপলব্ধ ডাউনলোড সেকশনে www.evoting.nsdl.com বা কল করুন ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ বা অনুরোধ পাঠান evoting@nsdl.com মাধ্যমে।

ধন্যবাদান্তে
আপনাদের বিশ্বস্ত
ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
সজ্জন খৈতান
স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর
তারিখ : ২৪.০৬.২০২৬ ডিন : ০৭২৩২০৯৫

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন:০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

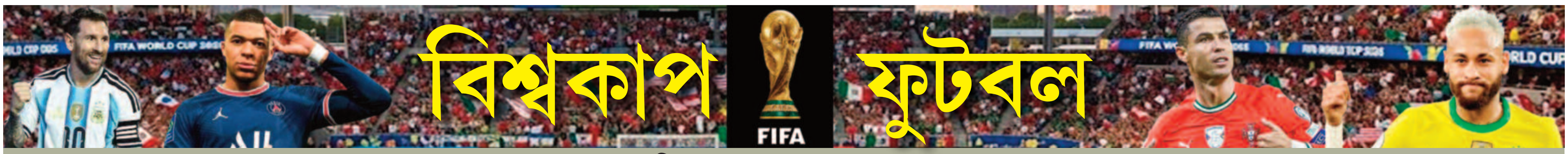

মেসির গোল, সাংবাদিকের জীবনের সেরা মুহূর্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার ম্যাচে ৯৫তম মিনিটে গোল করে নতুন এক স্মৃতি তৈরি করলেন লিওনেল মেসি। তবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে শুধু গোল নয়, গোলের পর তাঁর উদ্‌যাপনের ধরনও। গোল করার পর সতীর্থদের দিকে না ছুটে মেসি চলে যান গোলপোস্টের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা এক সাংবাদিকের কাছে। হাত মেলান, ভাগ করে নেন আনন্দের মুহূর্ত।

সেই সাংবাদিকের নাম হোয়াকিন ব্রুনো। আর্জেন্টিনার জনপ্রিয় ক্রীড়া সম্প্রচারমাধ্যমের প্রতিবেদক তিনি। ম্যাচের পর ব্রুনো জানান, ঘটনাটি এতটাই অবিশ্বাস্য যে এখনও তিনি পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে পারেননি।

ম্যাচে তখন আর্জেন্টিনা ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে। অস্ট্রিয়া সমতা ফেরানোর জন্য মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছিল। এমন অবস্থায় ৯৫তম মিনিটে আর্জেন্টিনার আক্রমণ থেকে প্রথমে শট নেন হুলিয়ান আলভারেজ। গোলরক্ষক আলেকজান্ডার শ্লাগার তা প্রতিহত করেন। ফিরতি বলে মেসির প্রথম প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয় অস্ট্রিয়ার রক্ষণভাগের বাধায়। কিন্তু তৃতীয় চেষ্টায় বল জালে জড়িয়ে দেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক।

গোলটি হওয়ার সময় ব্রুনো খুব কাছেই ছিলেন। তিনি নিজেই পরে জানিয়েছেন, আনন্দে তিনি সমর্থকের মতো চিৎকার করে উঠেছিলেন। ঠিক তখনই মেসি তাঁর দিকে তাকিয়ে এগিয়ে আসেন। কাছে এসে হাত মেলান এবং সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তকে আরও বিশেষ করে তোলেন।

ব্রুনোর ভাষায়, তিনি এখনও বিশ্বাস করতে পারেন না যে মেসির মতো একজন কিংবদন্তি ফুটবলার তাঁর সঙ্গে গোল উদ্‌যাপন করেছেন। সাংবাদিক জীবনে অসংখ্য ম্যাচ কাভার করলেও এমন অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি।

পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আবেগঘন বার্তায় ব্রুনো লেখেন, একজন আর্জেন্টাইন এবং মেসিভক্ত হিসেবে এই মুহূর্ত ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই স্মৃতি বয়ে বেড়াবেন।

সাংবাদিকতা জীবনের শুরুটা হয়েছিল রেসিং ক্লাবের খবর কাভার করার মাধ্যমে।

পরে ফুটবল বিশ্লেষণমূলক অনুষ্ঠানেও পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন তিনি। এবার বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা দলের প্রতিটি মুহূর্ত তুলে ধরছেন দর্শকদের সামনে। কিন্তু সব প্রতিবেদনকে ছাপিয়ে তাঁর ক্যারিয়ারের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হয়ে থাকবে একটি ছবি;যেখানে জোড়া গোল করা লিওনেল মেসি উদ্‌যাপন করতে ছুটে এসেছেন তাঁর কাছেই।

সিআর-৭ ঝড়ে উড়ে গেল উজবেকিস্তান, নকআউটের দোরগোড়ায় পর্তুগাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের মঞ্চে নামা উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে পর্তুগালের জয় নিয়ে খুব বেশি সংশয় ছিল না। তবে ম্যাচ শুরুর আগে আলোচনার কেন্দ্রে ছিলেন একজনই;ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ৪১ বছর বয়সী এই তারকাকে ঘিরে প্রশ্ন উঠছিল, তিনি কি সত্যিই আগের মতো ধারালো রয়েছেন, নাকি সময়ের সঙ্গে তাঁর জাদু ফিকে হয়ে এসেছে? মাঠে নেমে সেই সব প্রশ্নের জবাব দিলেন স্বয়ং রোনাল্ডো। গোল করলেন, ইতিহাস গড়লেন এবং পর্তুগালকে বড় জয়ের পথে নেতৃত্ব দিলেন।

ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে পর্তুগাল। চতুর্থ মিনিটেই নুনো মেন্দেসের বাড়ানো বল থেকে গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন রোনাল্ডো। যদিও তখন বল জালে জড়াতে পারেননি তিনি। সেই ব্যর্থতাকে কেন্দ্র করে সমালোচনার সুর ওঠার আগেই নিজের জাত চিনিয়ে দেন পর্তুগিজ মহাতারকা।

ম্যাচের প্রথমার্ধেই গোল করে নতুন ইতিহাস গড়েন রোনাল্ডো। বিশ্বকাপের ইতিহাসে একমাত্র ফুটবলার হিসেবে টানা ছয়টি বিশ্বকাপে গোল করার বিরল কীর্তি গড়লেন তিনি। এই নজির আপাতত অন্য কারও পক্ষে স্পর্শ করা কঠিন বলেই মনে করছেন ফুটবল বিশ্লেষকরা।

১৭ মিনিটে পর্তুগালের দ্বিতীয় গোলেও ছিল রোনাল্ডোর বড় ভূমিকা। ফ্রি-কিকের পরিস্থিতিতে সবাই ভেবেছিল শট নেবেন তিনিই। উজবেকিস্তানের রক্ষণও সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি নিয়েছিল। কিন্তু বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে রোনাল্ডো সরে দাঁড়ান এবং নুনো মেন্দেসের জোরালো শট সরাসরি জালে গিয়ে জড়ায়। রোনাল্ডোর বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনায় হতভম্ব হয়ে যায় প্রতিপক্ষ।

২৯ মিনিটে উজবেকিস্তান একবার বল জালে পাঠালেও অফসাইডের কারণে সেই গোল বাতিল হয়। সেই ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই আরও একবার আঘাত হানে পর্তুগাল। ৩৮ মিনিটে দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন রোনাল্ডো। এর ফলে পর্তুগালের হয়ে বিশ্বকাপ ইতিহাসে সর্বাধিক গোলের রেকর্ডও নিজের নামে করে নেন তিনি।

প্রথমার্ধ শেষে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল পর্তুগাল। দ্বিতীয়ার্ধেও গোলের খোঁজে মরিয়া ছিলেন রোনাল্ডো। একাধিকবার গোলের সুযোগ তৈরি করেন এবং প্রতিপক্ষ রক্ষণকে চাপে রাখেন। ৫৯ মিনিটে উজবেকিস্তানের এক আত্মঘাতী গোলে ব্যবধান আরও বেড়ে যায়। এরপর ম্যাচের ৮৭ মিনিটে রাফায়েল লিয়াও গোল করে পর্তুগালের জয়কে আরও উজ্জ্বল করে তোলেন।

হ্যাটট্রিকের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন রোনাল্ডো। একাধিক শট নিলেও ভাগ্য তাঁর পক্ষে ছিল না। ম্যাচের শেষদিকে গোলকিপারের সঙ্গে সংঘর্ষে চোট পেয়ে কিছুটা খুঁড়িয়ে হাঁটতেও দেখা যায় তাঁকে। তবুও মাঠ ছাড়েননি তিনি। শেষ বাঁশি বাজার আগ পর্যন্ত গোলের জন্য লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত হ্যাটট্রিক না পেলেও এই ম্যাচটি পুরোপুরি রোনাল্ডোময় হয়ে রইল। তাঁর দুই গোল, একটি ঐতিহাসিক রেকর্ড এবং দুর্দান্ত নেতৃত্বে ৫-০ ব্যবধানের বড় জয় তুলে নিল পর্তুগাল। সেই সঙ্গে নকআউট পর্বে ওঠার পথও কার্যত নিশ্চিত করে ফেলল ইউরোপের এই শক্তিশালী দল।

ঘানার রক্ষণে আটকাল ইংল্যান্ড, গোলশূন্য খেলায় হতাশ কেনরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইংল্যান্ডের আক্রমণভাগকে আটকে দিয়ে বড় চমক দেখাল ঘানা। বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে শক্তিশালী ইংল্যান্ডকে গোলশূন্য ড্রয়ে আটকে রাখল আফ্রিকার প্রতিনিধিরা। ম্যাচের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জমাট রক্ষণ, শারীরিক ফুটবল এবং পাল্টা আক্রমণের মিশেলে ইংল্যান্ডকে কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলে দেয় ঘানা।

খেলার শুরু থেকেই বলের দখল ছিল ইংল্যান্ডের কাছে। হ্যারি কেন, জুড বেলিংহ্যাম, অ্যান্টনি গর্ডনদের নিয়ে আক্রমণ গড়ে তোলার চেষ্টা করে টমাস টুখেলের দল। তবে ঘানার রক্ষণভাগ এতটাই সংগঠিত ছিল যে ইংল্যান্ডের তারকা ফুটবলাররা সহজে কোনও ফাঁক খুঁজে পাননি। ম্যাচের ১০ মিনিটের মাথায় বেলিংহ্যাম ও কেনের বোঝাপড়া থেকে একটি সম্ভাবনাময় আক্রমণ তৈরি হলেও ঘানার ডিফেন্ডারদের ভিড়ে তা হারিয়ে যায়।

ইংল্যান্ডের ফরোয়ার্ডদের বিরুদ্ধে বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নেমেছিল ঘানা। কেন বা গর্ডন বল পেলেই দুই থেকে তিনজন ডিফেন্ডার তাঁদের ঘিরে ধরছিলেন। ফলে আক্রমণে গতি থাকলেও শেষ পর্যন্ত কার্যকর সুযোগ তৈরি করতে ব্যর্থ হয় ইংল্যান্ড। অন্যদিকে ঘানাও সুযোগ পেলেই দ্রুত পাল্টা আক্রমণে উঠে ইংরেজ রক্ষণকে চাপে ফেলেছে। যদিও তারাও গোলের দেখা পায়নি। ম্যাচের অন্যতম আকর্ষণ ছিল দুই দলের শারীরিক লড়াই। মাঠে বারবার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ২১ মিনিটের মাথায় ঘানার অধিনায়ক জর্ডন আয়েউ এবং ইংল্যান্ডের রিস জেমসের মধ্যে মাথায় মাথায় সংঘর্ষ হয়। আয়েউর মাথা ফেটে যায় এবং কিছুক্ষণ চিকিৎসার পর ব্যান্ডেজ বেঁধে তিনি আবার খেলায় ফেরেন। এর আগে হ্যারি কেনও এক সংঘর্ষে মাথায় চোট পান। একাধিকবার পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে ম্যাচটি ফুটবলের চেয়ে কুস্তির লড়াইয়ের মতো মনে হচ্ছিল। বড় চোটের আশঙ্কাও তৈরি হয়েছিল।

দ্বিতীয়ার্ধে গোলের খোঁজে একের পর এক পরিবর্তন আনেন ইংল্যান্ড কোচ টমাস টুখেল। ৬৫ মিনিটে বুকায়ো সাকা এবং নিকো ও'রেইলিকে মাঠে নামানো হয়। তাঁদের বদলে তুলে নেওয়া হয় জেড স্পেন্স ও অ্যান্টনি গর্ডনকে। উইং ব্যবহার করে আক্রমণের গতি বাড়ানোর চেষ্টা করে ইংল্যান্ড। পরে ৮৩ মিনিটে ননি মাদুয়েকের পরিবর্তে নামানো হয় মার্কাস র‍্যাশফোর্ডকে। জয়ের জন্য হাতে থাকা প্রায় সব আক্রমণাত্মক অস্ত্রই ব্যবহার করেন টুখেল।

তবু গোলের মুখ খুলতে পারেনি ইংল্যান্ড। বরং ম্যাচের শেষদিকে সবচেয়ে সহজ সুযোগ নষ্ট করেন অধিনায়ক হ্যারি কেন। ৮৬ মিনিটে নিকো ও'রেইলির হেড বার থেকে ফিরে এলে ছয় গজ বক্সের সামনে একেবারে ফাঁকা অবস্থায় বল পান কেন। কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে সেই সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন তিনি। বল অনেক ওপর দিয়ে উড়িয়ে দেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক। এই ড্রয়ের ফলে ঘানা আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর মতো একটি ফল পেল। অন্যদিকে ইংল্যান্ডের জন্য এটি সতর্কবার্তা। কাগজে-কলমে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী আক্রমণভাগ থাকলেও মাঠে সেই ধার দেখা যায়নি। ঘানার শক্ত রক্ষণভাগের সামনে ইংল্যান্ডের আক্রমণে বৈচিত্র্যের অভাব স্পষ্ট হয়েছে। বিশ্বকাপের পরবর্তী পর্বে ভালো ফল করতে হলে টুখেলের দলকে আক্রমণে আরও কার্যকর এবং সৃজনশীল হতে হবে। নইলে ১৯৬৬ সালের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের স্বপ্ন বড় ধাক্কা খেতে পারে।

মুনিওজের গোলে 'কে' গ্রুপ থেকে প্রথম নকআউটে কলম্বিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের 'কে' গ্রুপ থেকে সবার আগে নকআউট পর্বের টিকিট নিশ্চিত করল কলম্বিয়া। মেক্সিকোর গুয়াদালাহারা স্টেডিয়ামে ডিআর কঙ্গোকে ১-০ গোলে হারিয়ে টানা দ্বিতীয় জয় তুলে নিয়েছে লাতিন আমেরিকার দলটি। ম্যাচের একমাত্র এবং জয়সূচক গোলটি করেন দানিয়েল মুনিওজ।

শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে কলম্বিয়া। একের পর এক আক্রমণে ডিআর কঙ্গোর রক্ষণভাগকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে তারা। তবে প্রথমার্ধে কলম্বিয়ার সামনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ান কঙ্গোর গোলরক্ষক লিওনেল এমপাসি। অসাধারণ সব সেভে তিনি দলকে বারবার বিপদমুক্ত করেন।

পুরো ম্যাচে ৮টি সেভ করেন এমপাসি, যার মধ্যে ৬টিই ছিল প্রথমার্ধে। তাঁর দুর্দান্ত নৈপুণ্যের কারণে দীর্ঘ সময় গোলশূন্যই ছিল ম্যাচের স্কোরলাইন। কলম্বিয়ার আক্রমণভাগ বারবার সুযোগ তৈরি করলেও গোলের দেখা পাচ্ছিল না।

অবশেষে ৭৬ মিনিটে ভাঙে সেই অচলাবস্থা। বক্সের ভেতর থেকে দানিয়েল মুনিওজের নেওয়া নিচু শট কাছের পোস্ট ঘেঁষে জালে জড়িয়ে যায়। বলের গতিপথ দেখে নড়ারও সুযোগ পাননি গোলরক্ষক এমপাসি। এই গোলেই এগিয়ে যায় কলম্বিয়া এবং শেষ পর্যন্ত সেই ব্যবধান ধরে রাখে।

মুনিওজের জন্য এটি ছিল টানা দ্বিতীয় ম্যাচে গোল। আগের ম্যাচে উজবেকিস্তানের বিপক্ষে ৩-১ গোলের জয়ে তিনিও একটি গোল করেছিলেন। ফলে দলের সাফল্যে ধারাবাহিক অবদান রেখে চলেছেন এই ডিফেন্ডার। গোলের ব্যবধান আরও বড় হতে পারত। ম্যাচের শেষ দিকে লুইস দিয়াজ দুই মিনিটের ব্যবধানে দুবার বল জালে পাঠান। কিন্তু প্রথমবার গোলের আগে কঙ্গোর এক ডিফেন্ডারকে ফাউল করার কারণে এবং দ্বিতীয়বার অফসাইডের জন্য দুটি গোলই বাতিল করে দেন রেফারি।

এই জয়ে ২ ম্যাচে পূর্ণ ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে অবস্থান করছে কলম্বিয়া। একই সঙ্গে শেষ ষোলোর টিকিটও নিশ্চিত করেছে তারা। অন্যদিকে ৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পর্তুগাল। টানা দুই জয়ে দারুণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে নকআউট পর্বে পা রাখল কলম্বিয়া।

১৫ বছরেই টিম ইন্ডিয়ায় বৈভব, নিজের নাম লেখা জার্সি দেখে আবেগে আপ্লুত কিশোর ব্যাটার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতের জার্সি গায়ে চাপানোর স্বপ্ন প্রায় সব ক্রিকেটারেরই থাকে। সেই স্বপ্ন যখন বাস্তবে ধরা দেয়, তখন আবেগ ধরে রাখা কঠিন। ঠিক তেমনই এক আবেগঘন মুহূর্তের সাক্ষী থাকল ভারতীয় ক্রিকেট। প্রথমবার নিজের নাম লেখা জাতীয় দলের জার্সি হাতে পেয়ে আনন্দে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন বৈভব সূর্যবংশী। মাত্র ১৫ বছর বয়সেই জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন বৈভব। শুক্রবার আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি ম্যাচে তাঁর অভিষেক হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ম্যাচের আগে ভারতের থ্রোডাউন বিশেষজ্ঞ রাঘবেন্দ্র দ্বিবেদী ওরফে রঘুর হাত থেকে জার্সি গ্রহণ করেন তিনি। সেই মুহূর্তে আবেগাপ্লুত বৈভব রঘুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণামও করেন।

সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাট হাতে একের পর এক নজরকাড়া পারফরম্যান্স করেছেন এই কিশোর। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারত 'এ' দলের হয়ে ১১ বলে অর্ধশতরান করে চমকে দিয়েছিলেন। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে শতরান করে ভারতকে চ্যাম্পিয়ন করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। সেই ধারাবাহিক সাফল্যের পুরস্কার হিসেবেই এসেছে জাতীয় দলের ডাক।

বিসিসিআইয়ের প্রকাশিত ভিডিওয় বৈভব বলেন, ছোটবেলা থেকে ভারতের জার্সি পরাই ছিল তাঁর একমাত্র স্বপ্ন। প্রথমবার জার্সি হাতে পেয়ে এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না যে স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে। তাঁর কথায়, জীবনে এমন কিছু মুহূর্ত আসে যা কল্পনারও বাইরে, আর এই দিনটি ঠিক তেমনই।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারত 'এ' দলের হয়ে ৯৪ রানের ইনিংস খেলার পর বৈভব জানিয়েছিলেন, বিভিন্ন পরিবেশে খেলে অনেক কিছু শিখেছেন তিনি। এবার সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ভারতের জার্সিতে নতুন অধ্যায় শুরু করতে প্রস্তুত দেশের নতুন বিস্ময় প্রতিভা।